নূতন সিলেবাসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের
৫ম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত।

সহজ শিক্ষা

বাঙ্গালা ব্যাকরণ

(দ্বিতীয় ভাগ)

মৌলভী মজিবর রহমান, এম, এ,

ও
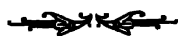
ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল ইনিস্‌টিটিউসনের হেড্‌পণ্ডিত

শ্রীভূপতিমোহন কাব্য ব্যাকরণতীর্থ,

বিদ্যানিধি ও কাব্যবিনোদ-প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৮ সন

ঢাকা ৪০নং কলতাবাজার হইতে
লিয়াকত পাবলিশিং কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ঢাকা বলরাম প্রেস হইতে
শ্রীরেবতী মোহন বসাক দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা

নূতন কারিকুলামের নির্দ্দেশ অনুযায়ী "সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ দ্বিতীয় ভাগ" নামক পুস্তকখানি উচ্চ ও মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত হইল। ইহা অপরাপর ব্যাকরণের মত কোন কোন ব্যাকরণ বিশেষের শুষ্ক সার সংগ্রহে বা অসার অনুকৃতি বা আদর্শে লিখিত হয় নাই। বর্ত্তমান বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ও সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের লিখিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া বঙ্গ ভাষার স্বতন্ত্র, সুসংবদ্ধ ও সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালীর ব্যাকরণ লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি সে বিষয় বিচারের ভার সুধী মণ্ডলীর উপর রহিল।

শিক্ষক মহোদয়গণ সমীপে আমাদের বিনীত অনুরোধ পুস্তক খানা পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইবার উপযোগী কিনা তদ্‌বিষয় বিচারকালে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি নিম্নোক্ত বিষয় কয়টির প্রতি একটু লক্ষ্য রাখেন তাহা হইলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

পুস্তকের রচনা প্রণালী ও বিষয় বিভাগ সংক্রান্ত শৃঙ্খলা

১। বিষয় ব্যাখ্যানে সরলতা ও সুশৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

২। জটিল বিষয়গুলির অর্থ স্পষ্ট প্রতিপাদনার্থ আরোহ-প্রণালীর (Inductive Method) অনুসরণ।

৩। সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণের লিখিত গ্রন্থাদি হইতে বহুল দৃষ্টান্ত প্রদানপূর্ব্বক বক্তব্য বিষয়ের জটিলতার সমাধান।

৪। প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রচুর অনুশীলনী (Exercise) প্রদান।

৫। অধিকাংশ স্থলে ইংরেজী ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া সাদৃশ্য ও প্রার্থক্য প্রদর্শন।

৬। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থিগণের পক্ষে যে যে বিষয় কঠিন ও অপ্রয়োজনীয় তাহার পরিহার।

৭। শব্দগঠন (Word Building) ও বাক্য রচনা প্রণালী ও বাক্য বিশ্লেষণ প্রণালী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় উপদেশ।

৮। নূতন পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পুরাতন পাঠের সংক্ষিপ্ত পুনরালোচনা (বা অধীত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি)।

ঢাকা
১।১।৩১

গ্রন্থকারদ্বয়

সূচীপত্র

পঞ্চম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

ষষ্ঠ শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

সহজ শিক্ষা বাঙ্গালা ব্যাকরণ

দ্বিতীয় ভাগ

পঞ্চম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্ব পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা

(Revision of previous grammar)

বর্ণ—শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে **বর্ণ** বা **অক্ষর** বলে।

যেমন,—অ, আ, ও, ঔ, ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি।

শব্দ—অর্থবিশিষ্ট বর্ণ অথবা বর্ণ সমষ্টিকে **শব্দ** বলে।

যেমন,—এ, ঐ, ও, পিতা, মাতা, বালক, সিংহ ইত্যাদি।

ইহাদের প্রত্যেকটিরই এক একটি অর্থ আছে বলিয়া ইহারা এক একটি শব্দ।

শব্দ দুই প্রকার—সব্যয় ও অব্যয়। যে সকল শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়াও যেমন শব্দ তেমনই থাকে, কোন রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না তাহাদিগকে **অব্যয় শব্দ** বলে। যেমন,—হায়, ওহে, যখন, তখন, অথবা, কিংবা ইত্যাদি।

সব্যয় শব্দ—যে সকল শব্দ বিভক্তি যোগে নানাপ্রকার রূপ ধারণ করে, তাহাদিগকে **সব্যয় শব্দ** বলে। বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া ইহারা সমস্তই সব্যয় শব্দের অন্তর্গত।

উপসর্গ—ইহারা অব্যয় শব্দের অন্তর্গত। উপসর্গ বিশটি। যথা,—প্র, পরা, অপ, সম, নি, অব, অনু, নির, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ ইত্যাদি। ইহারা বিশেষ অর্থে ধাতুর সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পদ—বিভক্তিযুক্ত শব্দকে **পদ** বলে। যেমন,—বালক, বালকেরা, বালকেতে, বালকদিগকে ইত্যাদি।

বাক্য—যদ্দারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হয় তাহাকে **বাক্য** বলে। যেমন,—ধনবানেরা অট্টালিকায় বাস করেন।

বাক্য তিন প্রকার—যথা,—সরল, মিশ্র ও যৌগিক। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

বর্ণ, শব্দ ও বাক্যাদির পরস্পর সম্পর্ক—বীজ হইতে যেমন গাছ হয় এবং গাছ হইতে ফুল, ফল, পত্র

ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে শোভিত করে সেইরূপ ব্যাকরণে বর্ণ হইতে শব্দ, শব্দ হইতে বাক্য এবং বাক্য হইতে নানা গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়া সাহিত্যের শোভা ও পুষ্টি বৃদ্ধি করে। ইহাদের একটির অভাবে অপরটির উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, অনুচ্ছেদ বা Paragraph ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

বাক্যাংশ—যে সকল পদ সংযোগে একটি পূর্ণ বাক্য গঠিত হয় উহাদের বিভিন্ন অংশকে **বাক্যাংশ** বলে। যেমন,—

(ক) বিধু পুস্তক পড়িতেছে।

(খ) গণি ভাত খাইয়াছে।

(গ) হরি মধুপুর যাইবে।

এখানে তিনটি বাক্য আছে। প্রত্যেকটি বাক্যেই তিনটি করিয়া পদ আছে। উহাদের এক একটি পদকে বাক্যের এক একটি অংশ বলে।

বাক্যাংশ দ্বিবিধ—বা দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। **উদ্দেশ্যাংশ** ও **বিধেয়াংশ**।

উদ্দেশ্য—(Subject) যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় তাহাকে **উদ্দেশ্য** বলে। উপরের উদাহরণ সমূহে 'বিধু', 'গণি' ও 'হরি'—ইহারা উদ্দেশ্য পদ।

বিধেয়—উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয় তাহাকে **বিধেয়** বলে। উপরের উদাহরণত্রয়ের মধ্যে বিধু, গণি ও হরি

ভিন্ন আর সমস্তই বিধেয় পদ। অতএব প্রত্যেক বাক্যে অন্ততঃ দুইটি পদ বা দুইটি অংশ থাকা চাই-ই চাই। উহাদের একটি হইবে বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় কোন পদ এবং অপরটি হইবে কর্ম্ম সমন্বিত ক্রিয়াপদ বা শুধু একটি ক্রিয়া পদ।

যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে= উদ্দেশ্য (Subject)	যাহা বলা হইয়াছে= বিধেয় (Predicate)
ভোর	হইয়াছে।
কাক	ডাকিতেছে।
গণি	কোরাণ পড়িতেছে।

বিশেষ্য পদ—বিশেষ্য পদে কোন কিছুর নাম বুঝায়। ইহার পূর্ব্বে ইহার গুণ প্রকাশক কোন বিশেষণ পদও বাক্য মধ্যে থাকিতে পারে।

সর্ব্বনাম—যে সকল শব্দ বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় তাহারাই **সর্ব্বনাম**। আমি, তুমি, তিনি, যিনি, উনি, যে, সে, কে, যাহা, তাহা, ইহা, উহা ইত্যাদি সর্ব্বনাম।

বিশেষণ পদ—অপর পদকে যে বিশেষ করে তাহাকে **বিশেষণ পদ** বলে।

বিশেষণ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা—**নাম-বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ।**

বিশেষণের স্থান—উদ্দেশ্যের বিশেষণ বা নাম-বিশেষণ সাধারণতঃ উদ্দেশ্যাংশে ও বিধেয় বিশেষণ বা ক্রিয়া-বিশেষণ বিধেয়াংশে থাকে। যথা,—

নাম-বিশেষণ	উদ্দেশ্য	ক্রিয়াবিশেষণ	ক্রিয়া
১। অন্ধ	ভিক্ষুকটি	তখনই	চলিয়াগিয়াছিল
২। কাল	বিড়াল ছানাটি	এখানে	খেলাকরিতেছিল

উপরের উদাহরণ দুইটিতে 'অন্ধ' ও 'কাল' নাম-বিশেষণ এবং 'তখনই' ও 'এখানে' ক্রিয়াবিশেষণ।

নাম-বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণেরও আবার বিশেষণ থাকিতে পারে। উহাকে **বিশেষণীয় বিশেষণ** বলে। যেমন,—**খুব** ভাল মানুষ। **অত্যন্ত** গরম জল।

সম্বন্ধ পদ—ক্রিয়ার সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই, যাহা কেবল অন্য পদের সহিত সম্বন্ধ সূচনা করে তাহাকে **সম্বন্ধ পদ** বলে। যেমন,—**নদীর** জল, **গাছের** ফল, **গাভীর** দুগ্ধ, **হরিণের** শিং।

সম্বোধন পদ—যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা হয় তাহাকে সম্বোধন পদ বলে। 'রাম, কাল তুমি পড়ার সময় গোল করিয়াছিলে।' এস্থলে রাম সম্বোধন পদ।

অপরাপর উদাহরণ যথা—সখে, এস। ভ্রাতঃ, চল। যাদব, তুমি যাবে?

সমকারক পদ—উদ্দেশ্য পদের বিশেষ্যের সহিত সেই শ্রেণীর শব্দ তৎপূর্ব্বে বসিতে পারে। যেমন,—**সম্রাট্** সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড **রাজা** পঞ্চম জর্জ্জের পিতা ছিলেন। এই বাক্যের 'সম্রাট্' ও 'রাজা' শব্দ সমকারক পদ। 'সম্রাট্' এডওয়ার্ডের সহিত ও 'রাজা' শব্দটি পঞ্চম জর্জ্জের সহিত সমকারকবিশিষ্ট।

বিশেষণীয় পদ সমষ্টি—একাধিক বিশেষণ পদ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসিতে পারে। যেমন,—**তাহার মত মিথ্যাবাদী** লোক অতি অল্পই দেখা যায়।

ক্রিয়াপদ—যে পদে হওয়া, যাওয়া, করা, থাকা প্রভৃতি বুঝায় তাহাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। ক্রিয়া প্রধানতঃ দুই রকমের। যথা,—**সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক।**

অকর্ম্মক ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকে না তাহাকে **অকর্ম্মক ক্রিয়া** বলে।

সকর্ম্মক ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকে তাহাকে **সকর্ম্মক ক্রিয়া** বলে।

কর্ম্মপদ—কর্ম্মপদ সাধারণতঃ ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে এবং বিশেষ্য জাতীয় হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, বিধেয় ও ক্রিয়াপদে মূলতঃ কোনই প্রভেদ নাই। অর্থাৎ বিধেয়ও যাহা, ক্রিয়াপদও ঠিক

তাহাই। সুতরাং বিধেয়াংশের পদ সমূহ যেমন—কর্ম্মপদ, ক্রিয়াবিশেষণ বা তৎস্থানীয় পদ বা পদ সমষ্টি ক্রিয়াপদেরই অন্তর্গত বলিয়া জানিবে।

ক্রিয়াবিশেষণ—এসম্বন্ধে পূর্ব্বেই কিছু বলা হইয়াছে। ক্রিয়াবিশেষণে কোন কোন স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া উহার লোপ পায়, আর প্রায়ই সপ্তমী বিভক্তির একবচন হইয়া থাকে। যথা, দ্বিতীয়া—**শীঘ্র** হাঁট। সপ্তমী—**ধীরে** পড়, **সুখে** থাক ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ সমষ্টি—একাধিক বিশেষণ পদ ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বা পরে বসিয়া ক্রিয়া পদকে বিশেষ করিলে উহাদিগকে ক্রিয়াবিশেষণ বা বিধেয় বিশেষণীয় পদ সমষ্টি বলিয়া গণ্য করিতে হয়। যেমন,—বালকটি অতি **কাতর ও বিনীতভাবে** নিবেদন করিল। বালিকাটি **মনোযোগ পূর্ব্বক** পড়িতে লাগিল, ইত্যাদি।

করণ, অপাদান, অধিকরণ কারকাদি—ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া ইহারা অর্থাৎ কারক মাত্রেই বিধেয়াংশ-ভুক্ত।

সব্যয় ও অব্যয় শব্দ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শব্দ দুই প্রকার। যথা,—সব্যয় ও অব্যয়। সব্যয় শব্দগুলি বচন ও লিঙ্গভেদে কিরূপ বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয় তাহা পরে বলা হইয়াছে। এখন অব্যয় শব্দগুলি দেখ। অব্যয়গুলিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে বাক্য মধ্যে ব্যবহার করার

আবশ্যক হইয়া থাকে এবং তদনুসারে তাহাদের নামও দেওয়া হয়। যথা,—

ক। **সংযোজক অব্যয়**—যাহা একাধিক পদ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে। যথা,—এবং, ও, আর প্রভৃতি।

খ। **বিয়োজক অব্যয়**—যাহা একাধিক পদ বা বাক্যকে পৃথক্ করে। যথা,—বা, কিংবা, নতুবা প্রভৃতি।

গ। **সম্বোধন সূচক অব্যয়**—যাহা সম্বোধনে বা আহ্বানে ব্যবহৃত হয়। যথা,—হে, ওহে, ওগো প্রভৃতি।

ঘ। **বিস্ময় সূচক অব্যয়**—যাহা বিস্ময়, হর্ষ, খেদ, ভয় প্রভৃতি মনের ভাব প্রকাশ করে। যথা,—আহা, রে, হায়, আঃ, উঃ ইত্যাদি।

অপরাপর অব্যয়—উপরের চারি প্রকার অব্যয় ব্যতীত আরও অনেক অব্যয় আছে। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষণ, কয়েকটি বিশেষ্য, কয়েকটি সর্ব্বনাম এবং কয়েকটি ক্রিয়ার মত ব্যবহৃত হয়। যখন তাহারা যে ভাবে ব্যবহৃত হয় তখন সেই ভাবে তাহাদের পার্জ্জিং বা পদ-পরিচয় করিতে হয়। নিম্নে অব্যয় শব্দের বিভিন্নভাবে ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল।

ক। **বিশেষণরূপে**—যথা,—(১) অবোধের **বৃথা** জন্ম। (২) **হঠাৎ** না ভাবিয়া কোন কাজ করিও না।

খ। **বিশেষ্যরূপে**—যথা,—**যো** পাইয়া শত্রুরা তাহার কাঁধে চড়িয়া বসিল।

গ। সর্ব্বনামরূপে—যথা,—'যতই করিবে দান,
তত যাবে বেড়ে।'

ঘ। ক্রিয়ারূপে—যথা,—তাহার মা বাপ কেহই নাই।

বাক্যের শাখা-প্রশাখা—এক একটি বাক্যে যে সকল পদ ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রত্যেকটিই নিম্নলিখিত পদ সমূহের কোন না কোন একটির অন্তর্গত হইবে। উহাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা,—

পদ-বিভাগ।

(১) বিশেষ্য (Noun).
(২) সর্ব্বনাম (Pronoun).
(৩) ক্রিয়া (Verb).
(৪) নাম-বিশেষণ (Adjective).
(৫) ক্রিয়াবিশেষণ (Adverb).
(৬) অব্যয় (Indeclinables, Preposition, Conjunction and Interjection).

এই সকল পদ ব্যতীত কখনও কোন বাক্য গঠিত হইতে পারে না। ইংরাজিতে এই বাক্যের বিভিন্ন অংশকে পার্টস্ অব্ স্পীচ্ (Parts of Speech) বলে।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়—ধার্ম্মিকেরাই পরিণামে সুখী হয়। এই বাক্যের মূল শব্দ ধার্ম্মিক। তাহার সহিত রা যুক্ত হইয়া, এবং পরিণাম মূল শব্দের সহিত এ যুক্ত হইয়া পরিণামে

এই শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। উপরের বাক্যে মূল শব্দ ধার্ম্মিক ও পরিণাম **প্রকৃতি,** এবং রা, এ প্রভৃতি **প্রত্যয়।**

প্রত্যয় চারি প্রকার—বিভক্তি, স্ত্রী-প্রত্যয়, কৃৎ ও তদ্ধিত।

শব্দ ও ধাতু—প্রকৃতি আবার দুই প্রকার, যথা—**শব্দ** ও **ধাতু।** যাহাদের উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ক্রিয়া ভিন্ন অন্য পদ গঠিত হয় তাহাদের নাম **শব্দ।** আর যাহাদের উত্তর প্রত্যয় যুক্ত হইয়া ক্রিয়া পদ গঠিত হয় তাহাদিগকে **ধাতু** কহে।

প্রত্যয় বা বিভক্তি—প্রত্যয় ও বিভক্তি একই কথা। এই বিভক্তি আবার দুই প্রকার—যথা,—শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি। শব্দ বিভক্তি শব্দের পরে এবং ক্রিয়া বিভক্তি ক্রিয়ার পরে বসে।

শব্দ বিভক্তির আকৃতি—শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যথা—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। ইহাদের প্রত্যেকের আবার একবচন বা বহু বচন ভেদে দুই প্রকার রূপ হয়, যথা—

বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	অ	রা
দ্বিতীয়া	কে, রে	দিগকে, দিগেরে
তৃতীয়া	দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক	দিগদ্বারা, দিগদিয়া, দিগ কর্ত্তৃক

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
চতুর্থী	কে, রে	দিগকে, দিগেরে
পঞ্চমী	হইতে	দিগ হইতে
ষষ্ঠী	র•	দিগের, দের
সপ্তমী	তে, এ, আয়	দিগেতে, দিগে

বিভক্তির রূপ

বিভিন্ন বচন ও কারকাদি যোগে শব্দের উত্তর বিভিন্ন বিভক্তির যোগ হয়। বিভক্তি যোগে শব্দের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা পরে দেখান হইয়াছে। এখন শুধু নিম্নে বিভক্তি যোগের নিয়মগুলি যাহা দেওয়া হইল তাহা জানিয়া রাখ।

বিশেষ্য পদের বচনাদি—কোন বিশেষ্য শব্দ দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাইলে **একবচন** এবং একাধিক ব্যক্তি বা বস্তু বুঝাইলে **বহুবচন** হয়। উহাদের চিহ্নাদি বিভক্তির রূপে দেওয়া হইয়াছে।

শব্দে বিভক্তি যোগের নিয়ম

(ক) সমুদয় শব্দের অন্তেস্থিত 'অ' বিভক্তি লোপ পায়। যথা—কৃষক+অ=কৃষক।

(খ) বিভক্তির 'র' ও 'ত' পরে থাকিলে ব্যঞ্জনান্ত ও অকারান্ত শব্দের উত্তর সাধারণতঃ একার হয়। যথা,—কৃষক+র=কৃষকের ; কৃষক+তে=কৃষকেতে ইত্যাদি।

(গ) অপ্রাণিবাচক ও ক্ষুদ্র বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের 'র'

বিভক্তির ব্যবহার হয় না ও 'কে' বিভক্তি লোপ হয়। যথা—ফল পাড়, জল আন, সাপটা মার।

(ঘ) দুই বা অধিক সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে বহুবচনের বিভক্তি হয় না। যথা—বিশটি কলা, দশটি হস্ত।

বিশেষ্যের লিঙ্গ—শব্দ সমূহ সাধারণতঃ **তিন লিঙ্গের** হইয়া থাকে। পুরুষবাচক শব্দ **পুংলিঙ্গ**। স্ত্রীবাচক শব্দ **স্ত্রীলিঙ্গ**। যে সকল শব্দে পুরুষও বুঝায় না, স্ত্রীও বুঝায় না সেগুলি **ক্লীবলিঙ্গ**।

সংস্কৃত ও বাংলা শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা বড় কঠিন ব্যাপার। অর্থের সহিত উহার নিত্য কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন—দার শব্দ পুংলিঙ্গ যদিও ইহার অর্থ স্ত্রী। কলত্র শব্দের অর্থ স্ত্রী যদিও উহা পুংলিঙ্গ। আরও দেখ বৃক্ষ, লতা, পুষ্প ও ফল—এই চারিটি শব্দে স্ত্রী, পুরুষ কিছুই বুঝায় না। অথচ উহাদের মধ্যে বৃক্ষ শব্দটি পুংলিঙ্গ, লতা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুষ্প, ফল ইত্যাদি ক্লীবলিঙ্গ।

নিত্য পুংলিঙ্গ—কতকগুলি শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ। তাহাদের কোন স্ত্রীলিঙ্গ নাই। যেমন,—বৃক্ষ, সাগর, মেঘ ইত্যাদি।

নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ—কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন,—জ্যোৎস্না, সেনা, লতা, মায়া, শোভা, রাত্রি, বিংশতি, হরীতকী, মাতা, স্বসা, দুহিতা ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ চিনিবার উপায়—(ক) সাধারণতঃ স্ত্রীবাচক শব্দ যেমন,—নদী, সিংহী, ঈশ্বরী, খুড়ী, মামী, দিদি,

ভগ্নিনী, অবনী, বিদ্যা, মতি, গতি, বিংশতি অর্থাৎ 'তি' প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

(খ) আকারান্ত শব্দ প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ হয়—লতা, বিদ্যা, কন্যা, মেধা, সরলা, বিমলা, যোবেদা ইত্যাদি।

(গ) প্রায় ঈকারান্ত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গ। দেবী, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিক্ষয়িত্রী, বিদুষী, বুদ্ধিমতী ইত্যাদি।

(ঘ) আজকাল ইংরেজীর অনুকরণে অনেকে অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের নামের শেষে পিতৃকুলের উপাধি এবং মেয়ে বিবাহিতা হইলে তাহাদের নামের উত্তর পতিকুলের উপাধি দিয়া থাকেন। যেমন শ্রীমতী কমলা রায়—রায় পরিবারে বিবাহিতা। কুমারী শৈলবালা ঘোষ—ঘোষ পরিবারে অবিবাহিতা। আবার কেহ কেহ এইরূপ উপাধির উত্তর 'জা' এবং 'জায়া' শব্দও যোগ করিয়া থাকেন। যেমন, শ্রীমতী কমলিনী ঘোষজা।

পুরুষ বাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর—তিন প্রকারে সাধিত হয়। যথা—

(ক) ভিন্ন শব্দ যোগে—নবাব—বেগম; পিতা—মাতা; রাজা—রাণী।

(খ) স্ত্রীবাচক শব্দ পূর্ব্বে বা পরে বসাইয়া—রাখাল-স্ত্রীরাখাল, মদ্দা ছাগল-মাদি ছাগল, পুরুষ-মানুষ, মেয়ে-মানুষ।

(গ) বিভিন্ন প্রত্যয় যোগে—হিম, হিমানী, ভব, ভবানী, দেব, দেবী।

স্ত্রী-প্রত্যয় (Feminine Suffixes)—শব্দের উত্তর সাধারণতঃ আ, ঈ, নী, আনী, প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ পদ গঠিত হয়। এগুলিকে স্ত্রী-প্রত্যয় বলে।

১। আ প্রত্যয় যোগে—দীনা, বৃদ্ধা, প্রথমা, দ্বিতীয়া, কৃপণা, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা, বৈশ্যা, উত্তমা।

২। ঈ প্রত্যয় যোগে—নগরী, মানবী, ব্রাহ্মণী, রাক্ষসী, বিড়ালী, কুমারী, হরিণী, নদী, মৃগী, কুকুরী, ঘোটকী, হংসী, তন্বী, শ্রীমতী, সুকেশী, শিক্ষয়িত্রী, মহীয়সী, মহতী, গুণিনী, ভগবতী, মানিনী।

৩। নী প্রত্যয় যোগে—ধোপানী, জেলেনী, কামারণী।

৪। আনী প্রত্যয় যোগে—ভবানী, ইন্দ্রাণী, মাতুলানী, ঠাকুরাণী, রুদ্রাণী।

৫। ঈ প্রত্যয় যোগে কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া—বিদুষী, জননী, যুবতী, রাজ্ঞী, শ্বশ্রূ, দাত্রী, পত্নী।

কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বিভিন্ন রকমে হয়। যেমন—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
নর	নারী	নদ	নদী
দেব	দেবী	সাধু	সাধ্বী
মৎস্য	মৎস্যী	বাঘ	বাঘিনী
নায়ক	নায়িকা	বর	ক'নে
পাঠক	পাঠিকা	শুক	শারী

অবয়ব বাচক শব্দের উত্তর বিকল্পে 'আ' ও 'ঈ' হয়। যেমন,—

কৃশাঙ্গ—কৃশাঙ্গা, কৃশাঙ্গী, কুন্দদন্ত—কুন্দদন্তা, কুন্দদন্তী, সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী, চন্দ্রমুখ—চন্দ্রমুখা, চন্দ্রমুখী।

কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বিশুদ্ধ ব্যাকরণ অনুযায়ী না হইলেও প্রসিদ্ধ লেখকগণের ব্যবহার হেতু বিশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয়।

পুংলিঙ্গ	বিশুদ্ধ স্ত্রীলিঙ্গ	ব্যবহার শুদ্ধ
সিংহ	সিংহী	সিংহিনী
ভুজঙ্গ	ভুজঙ্গী	ভুজঙ্গিনী
চাতক	চাতকী	চাতকিনী
মাতঙ্গ	মাতঙ্গী	মাতঙ্গিনী
অধীন	অধীনী	অধিনী
কুরঙ্গ	কুরঙ্গী	কুরঙ্গিনী
সুকেশ	সুকেশা, সুকেশী	সুকেশিনী

সর্ব্বনামের লিঙ্গ (Gender of Pronouns)—বিশেষ্যের লিঙ্গ সম্বন্ধে তোমরা বিশেষভাবে অবগত হইলে। এক্ষণে সর্ব্বনামের লিঙ্গাদি কিরূপে নির্ণীত হয় তাহাই বলা হইবে। স্মরণ রাখিও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গভেদে সর্ব্বনামের কোন প্রকার রূপভেদ হয় না। উহারা পুংলিঙ্গে যেভাবে ব্যবহৃত হয় স্ত্রীলিঙ্গেও সেই ভাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন শব্দের ক্লীবলিঙ্গের বেলায় ভিন্ন রূপ

হয়। যেমন,—পুং ও স্ত্রী—তিনি। ক্লীবলিঙ্গে—তাহা, তা, সেটি, উহা, এ, এটি, সেগুলি, ওগুলি ইত্যাদি।

কয়েকটি সর্ব্বনাম শব্দের ব্যবহার

প্রাণিবাচক স্থলে—(পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে)

তিনি—কেমন আছেন ?

ইনি—ইনি এখন কি করেন ?

উনি—উনি অদ্য যাইবেন না।

উহাকে—আসিতে বলিও।

অপ্রাণিবাচক স্থলে—(ক্লীবলিঙ্গ)

ইহা—বড় টক্ লাগে।

উহা—উহা খুবই ভাল।

ইহাদের—দাম বেশী।

উহাদের—দাম কম।

ইহাতে—কোন দোষ নাই।

উহাতে—খুব দুর্নাম হইবে।

(পরস্পর নিকটবর্ত্তী সর্ব্বনাম স্থলে যেটি পূর্ব্ববর্ত্তী তৎস্থলে 'ইহা' এবং অপর স্থলে 'উহা' ব্যবহৃত হয়।)

বিশেষণের লিঙ্গ—তোমরা পূর্ব্বেই পড়িয়াছ যে বিশেষণ শব্দ প্রায় সর্ব্বদাই বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে। কিন্তু বাক্যের শোভা বৃদ্ধির জন্য সময় সময় বাক্যের পরেও বসিয়া থাকে। বিশেষণ পদটি যেখানেই বসুক না কেন উহা যে

বিশেষ্যকে বিশেষ করিয়া থাকে তাহার যে লিঙ্গ উহারও সেই লিঙ্গ হইবে। ক্বচিৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়। যেমন,—

দয়ালু রাজা—দয়াবতী রাজ্ঞী।

বুদ্ধিমান্ পুত্র—বুদ্ধিমতী কন্যা।

বৃদ্ধ জনক—বৃদ্ধা জননী।

বিশেষণীয় বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণের লিঙ্গ— উহারা সর্ব্বদাই ক্লীবলিঙ্গ হয়। যেমন,—**শীঘ্র** আস। **অত্যন্ত ধীরে** চল।

যখন একই শব্দ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হয়, তখন উহা পুংলিঙ্গই থাকিয়া যায়। যেমন,—তাহার বাপ মা উভয়ই **সরল**।

আমি ও তুমি প্রভৃতি ভিন্ন বিশেষ্যের পূর্ব্বস্থিত সমুদয় সর্ব্বনাম শব্দ বিশেষণ হইবে এবং বিশেষ্য পদের লিঙ্গ অনুসারে উহাদের লিঙ্গ নির্ণীত হইবে। যেমন—**কে** ঐ বালক? **কে** ঐ বালিকা? ইনি **কোন্** রমণী? তিনি **কোন্** লোক?

ধাতু ও বিভক্তি—আমি খাইতেছি; তুমি খাইতেছ; সে খাইত, তাহারা খাইবে—এই বাক্য সমূহে ক্রিয়াপদগুলির একই মূল—খা ধাতুর সহিত ইতেছি, ইতেছ, ইত, ইবে প্রভৃতি যুক্ত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়া পদ প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষেত্রে খা পদই মূল ধাতু এবং ইতেছি, ইতেছ, ইবে—ইহারা বিভক্তি; এইরূপ ক্রিয়াপদের মূলকেই ধাতু বলে। ধাতুর উত্তর বিভক্তিযুক্ত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়া পদ গঠিত

হয়। একই ধাতু হইতে গঠিত বিভিন্ন ক্রিয়াপদকে পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক বা বিভিন্ন করে বলিয়াই উহার নাম 'বিভক্তি' দেওয়া হইয়াছে।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া—ভোর **হইয়াছে**, কাক **ডাকিতেছে**, **উঠিয়া** হাত মুখ ধোও। ১ম ও ২য় বাক্যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যটী সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে কিন্তু তৃতীয় উদাহরণে উঠিয়া ক্রিয়া দ্বারা বাক্যটি শেষ না হইয়া উহা হাত মুখ ধোও এই বাক্যাংশের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং 'হইয়াছে' ও 'ডাকিতেছে' ক্রিয়া দুইটি **সমাপিকা** আর 'উঠিয়া' ক্রিয়াটি **অসমাপিকা**।

অতএব, মনে রাখিও, যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাহাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। আর যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত না হইয়া উহা অন্য একটি ক্রিয়ার অপেক্ষায় থাকে তাহাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। ধাতুর উত্তর ইয়া, ইতে, ইলে, ত, বিভক্তি যুক্ত হইয়া অসমাপিকা ক্রিয়া পদ গঠিত হয়। যেমন—পড়্+ইয়া, পড়্+ইলে, পড়িলে ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার বিভক্তি ও ব্যবহারঃ—

(ক) অনন্তরার্থে—শুনিয়া দুঃখিত হইলাম।

(খ) হেত্বর্থে—ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইয়াছে।

(গ) অপর ক্রিয়ার সাহায্যার্থে—দোয়াতটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়াছিল।

(ঘ) বিশেষ্যার্থে—শিক্ষক মহাশয় আমাকে যাইতে বলিলেন।

(ঙ) পূর্ব্বপরার্থে—১১টা বাজিলে স্কুলে যাইব।

(চ) কার্য্যকারণার্থে—পড়িলে জানিতে পারিবে।

পুরুষ ও কালভেদে ক্রিয়ার রূপ ঃ—

পুরুষ ও কাল প্রভৃতি বুঝাইতে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার বেলায় কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

পুরুষ (Person) :—**আমি যাইতেছি ; তুমি যাইতেছ ; করিম যাইতেছে** এই তিনটি উদাহরণের ক্রিয়ার কার্য্য প্রায় একই রকমের সময়ে সম্পন্ন, কিন্তু কর্ত্তা আমি, তুমি ও করিম হওয়ায় ক্রিয়ার রূপ বিভিন্ন প্রকার হইয়াছে। ব্যাকরণে কর্ত্তার পুরুষের প্রভেদ হেতু ক্রিয়ার রূপভেদ হইয়া থাকে।

পুরুষ ত্রিবিধ। উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষ।

যে বলে সে **উত্তম পুরুষ** (First Person)। যাহাকে সম্বোধন করিয়া কিছু বলা হয় সে **মধ্যম পুরুষ** (Second Person)। যাহার বিষয় বলা হয় সে **প্রথম বা নাম** পুরুষ (Third Person)।

কাল (Tense) :—**রমেশ চা পান করিত ; আমি চা পান করি ; যদু চা পান করিবে।** উপরের

উদাহরণ তিনটির মধ্যে প্রথমটিতে বুঝায় যে ক্রিয়াটি পূর্ব্বে সম্পন্ন হইত কিন্তু এখন হয় না। দ্বিতীয়টিতে বুঝায় যে ক্রিয়াটি বর্ত্তমানে চলিতেছে। শেষটিতে বুঝাইতেছে যে ক্রিয়াটি পরে সম্পন্ন হইবে। এইরূপ প্রত্যেক ক্রিয়া এক একটি বিশেষ সময়ে সম্পাদিতে হইয়া থাকে।

ক্রিয়ার সময়কে **কাল** বলে। কাল তিন প্রকার—**বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ**।

বর্ত্তমান কাল ঃ—যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহার কালকে বর্ত্তমান কাল (Present Tense) বলে।

অতীত কাল ঃ—যে ক্রিয়া গত হইয়াছে তাহার কালকে অতীত কাল (Past Tense) বলে।

ভবিষ্যৎ কাল ঃ—যে ক্রিয়া পরে হইবে তাহার কালকে ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense) বলে।

ক্রিয়া বিভক্তি ঃ—ধাতুর সহিত যে সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়া পদ গঠিত হয় তাহাদিগকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। ক্রিয়া বিভক্তি নয় প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকেই আবার পুরুষভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

ক্রিয়ার আকৃতি

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
বর্ত্তমানকাল	ইতেছে	ইতেছ	ইতেছি
	এ	অ	ই
	উক	অ	উ

	প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
অতীতকাল	ইল	ইলে	ইলাম
	ইয়াছে	ইয়াছ	ইয়াছি
	ইয়াছিল	ইয়াছিলে	ইয়াছিলাম
	ইত	ইতে	ইতাম
	ইতেছিল	ইতেছিলে	ইতেছিলাম
ভবিষ্যৎকাল	ইবে	ইবে	ইব

ক্রিয়ার রূপ (Conjugation)—বিভিন্ন বিভক্তি যোগে ক্রিয়াপদের কিরূপ রূপান্তর হয় তাহা পরে দেখান হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলিকে উদ্দেশ্য রূপে বসাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

কলিকাতা, হিমালয়, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, যদু, মধু, করিম, পিতা, নদী, কুকুর, বিড়াল, মৎস্য, ভাবনা, কাপড়, যাতনা, আদর, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, গোলাপ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বাবর, অশোক, আকবর, কোরাণ, গীতা, তাজমহল, জগদীশ চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ, দ্বারওয়ান, ভৃত্য, মোটর-চালক ও ফল-বিক্রেতা।

২। উহ্য স্থান সমূহে উপযুক্ত বিশেষণ পদ বসাও :—

— ব্যক্তিকে সকলেই সম্মান করে। — পুত্র কুলের ভূষণ। ব্রহ্ম দেশে — হস্তী পাওয়া যায়। — পঞ্চমজর্জ্জ ভারতের বর্ত্তমান সম্রাট্। — নগরীরাণী প্যারী ফরাসী দেশের রাজধানী। — জল পান করিবে। — দেবেন্দ্র নাথ — রবীন্দ্র নাথের — পিতা। সর্দ্দি লাগিলে — জল পান করিবে। — পথে চলিও না।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে হইতে ক্রিয়া ও কর্ম্মপদ নির্দ্দেশ কর :—

বিনোদ ভাত খায়। ননী চিঠি লিখে। গাভী দুগ্ধ দেয়। শিশু চন্দ্র দেখে। আমি একটি গান শুনি। রহিম অঙ্কটি কসে। মনি ইতিহাস পড়ে। সুশীলা মালা গাঁথে। সুকুমার জল পান করে। শশী মুজা বুনে। আমি ঘুড়ী উড়াই। বিধু চাউল বিক্রয় করে। সতীশ এক খানি বাড়ী ক্রয় করে। সরমা কূপ হইতে জল তোলে। সুষমা সেলাই শিক্ষা করে।

৪। লিঙ্গ পরিবর্ত্তন কর :—

শ্বশুর, সাধু, সুখী, কাকা, মাতুল, চাকর, শিক্ষক, দুহিতা, গাভী, সাগর, মেঘ, বর্ষা, সুন্দরী, মহাশয়, রাজা, নর, কৃপণ, বিদ্বস্, কোকিল, গায়ক, যুবক, দয়াময় ও ঈশ্বর।

৫। অপূর্ণ স্থানগুলি সর্ব্বানাম যোগে পূরণ কর :—

—কেমন আছে? — — জিজ্ঞাসা করি না কেন? — বলিয়া কোন ফল নাই। — সম্বন্ধে নানা গুজব উঠিয়াছে। — কথায় আমি নাই। টুনু — কাকার সহিত কলিকাতা গিয়াছে। — আগামী কল্য আসিবে। — — পিতামাতার বিশেষ অনুগত।

৬। নিম্নলিখিত ক্রিয়াবিশেষণগুলি দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর :—

সর্ব্বদা, কখনও, দ্রুতবেগে, আস্তে আস্তে, ক্রমশঃ, সুখে, বিনয়পূর্ব্বক, এইমাত্র, যথাকালে।

৭। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি দ্বারা এক একটি সরল বাক্য রচনা কর :—

অন্বেষণ কর, চলিওনা, পড়িতেছে, লিখিতেছি, ধরা পড়িয়াছে, শুন্

গুন্ করিতেছে, পালন করিও, কথাবলে, শুনিয়াছি, গর্জ্জন করে, বসি, খেলা করে, নিদ্রাযায়, আসে, দৌড়ায়, ভ্রমণ করি।

৮। (ক) নিম্নলিখিত উহ্য স্থানগুলি অব্যয় যোগে পূরণ কর :—

রমেশ বাবু ধনী — বড় কৃপণ। যোগেন্দ্র — উপেন্দ্র উভয়েই বুদ্ধিমান্। — — তোমার এরূপ ঘৃণিত কাজ। 'এ মেয়ে — মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়'। বিদ্যা — জীবন বৃথা। — সুশীল, পড়ার সময় গোল করিও না। — — ভাঙ্গিতেছে বাগানের বাঁশ। ঔষধ খাও — ভুগিবে।

(খ) নিম্নলিখিত অব্যয় শব্দগুলি দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর :—

অবধি, সহিত, নিমিত্ত, ধিক, প্রতি, রে, হে, অহো, আহা।

৯। কর্ম্মকারক ও সম্বন্ধ পদের এক একটি দৃষ্টান্ত দাও।

১০। বিভক্তি কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

১১। ক্রিয়াবিভক্তি কত প্রকার ও কি কি বল।

১২। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া কাহাকে বলে এক একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

১৩। অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

সকল পশুগুলিরই চারি পা এবং শরীর লোমে আবৃত থাকে। বাল্মিকি রামায়ন রচনা করিয়াছেন। বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বত্র সম্মানিত হন। রমেশ বাবুর কনিষ্ঠ কন্যা অতি বুদ্ধিমান ও খুব সুন্দর। সুকেশিনী কেশের ছেদনে দুঃখিত হয়। হংসের অণ্ড অতি পুষ্টিকর খাদ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্ধি প্রকরণ

(সন্ধি বিষয়ক পুনরালোচনা)

সন্ধির আবশ্যকতা ঃ—

(১) নূতন পদের উৎপত্তি সাধন।

(২) শ্রুতি-মাধুর্য্য সম্পাদন।

(৩) মনের ভাব সংক্ষেপে আদান প্রদান।

(৪) চিন্তা শক্তির উন্মেষ বা প্রসার সাধন, ইত্যাদি।

সন্ধিমধ্যে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐগুলি প্রত্যেক বালকেরই মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করা আবশ্যক। নতুবা সন্ধির সূত্রগুলি বুঝিতে অসুবিধা হইবে।

সূত্র—অর্থ 'বিধি'।

বিচ্ছেদ—অর্থ—পৃথক বা বিশ্লেষণ করা।

সবর্ণ—অর্থ—এক জাতীয় বা সমান বর্ণ। সবর্ণ কি কি তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে।

অসবর্ণ—অর্থ—ভিন্ন জাতীয় বা অসমান বর্ণ। অসবর্ণ কি কি ও কয়টি সেই সম্বন্ধেও পরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্পর্শ বর্ণ—ক্ হইতে ম্ পর্য্যন্ত ২৫টি বর্ণের নাম স্পর্শ বর্ণ।

অন্তঃস্থ বর্ণ—য্, র্, ল্, ব্ এই চারিটি বর্ণকে অন্তঃস্থ বর্ণ বলে।

উষ্ম বর্ণ—শ্, ষ্, স্, হ্ ইহাদের নাম উষ্ম বর্ণ। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার বর্ণ আছে। অপ্রয়োজনবোধে এখানে তাহা প্রদত্ত হইল না।

গুণ—ই, ঈ স্থানে এ, উ, ঊ স্থানে ও, ঋ, ৠ স্থানে অর্ হওয়াকে গুণ বলে।

বৃদ্ধি—অ, আ স্থানে আ, ই, ঈ স্থানে এ, উ, ঊ, ও, ঔ স্থানে ঔ, এবং ঋ, ৠ স্থানে আর্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

লোপ—বর্ণ বা শব্দাদির অন্তর্দ্ধানকে লোপ বলে।

নিপাতন—অর্থ সূত্র না মানিয়া চলা।

সন্ধিবিষয়ক সংজ্ঞা ও স্বরসন্ধি

সন্ধিবিষয়ক সংজ্ঞাদি (Definition etc.)—দুই বর্ণ পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে উভয়ে মিলিয়া সন্ধি হয়। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি হয়, তাহাকে **স্বরসন্ধি** বলে। অ, আ; ই, ঈ; উ, ঊ; ঋ, ৠ; ইহাদের দুই দুইটীকে এক জাতীয় বা সমান স্বর বলে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের সম্বন্ধে অন্যগুলি অসমান স্বর; তাহা ছাড়া, অ, আ, এই দুইটিকে=অ বর্ণ; ই, ঈ, এই দুইটিকে=ই বর্ণ; উ, ঊ, এই দুইটিকে=উ বর্ণ; এবং ঋ, ৠ, এই দুইটিকে=ঋ বর্ণ কহে। এইরূপ এ, ঐ=এ বর্ণ এবং ও, ঔ=ও বর্ণ ইত্যাদি।

স্বরসন্ধির নিয়ম

১। সমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, পূর্ব্ব স্বরের সহিত মিলিয়া দীর্ঘ হয়। যথা—

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
অ+অ=আ	ই+ই=ঈ	উ+উ=ঊ	ঋ+ঋ=ৠ
অ+আ=আ	ই+ঈ=ঈ	উ+ঊ=ঊ	ঋ+ৠ=ৠ
আ+অ=আ	ঈ+ই=ঈ	ঊ+উ=ঊ	ৠ+ঋ=ৠ
আ+আ=আ	ঈ+ঈ=ঈ	ঊ+ঊ=ঊ	ৠ+ৠ=ৠ

উদাহরণ (Examples) :—

(ক) শশ+অঙ্ক=শশাঙ্ক
ধন+আগার=ধনাগার
বিদ্যা+অর্ণব=বিদ্যার্ণব
বর্শা+আঘাত=বর্শাঘাত

সূত্র (Rule)—অকার কিংবা আকারের পর, অকার কিংবা আকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়; আকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ :—(খ) প্রতি+ইতি=প্রতীতি
গিরি+ঈশ=গিরীশ
মহী+ইন্দ্র=মহীন্দ্র
সতী+ঈশ=সতীশ

সূত্র (Rule)—হ্রস্বইকার কিংবা দীর্ঘইকারের পর হ্রস্বইকার কিংবা দীর্ঘইকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘইকার হয়; দীর্ঘইকার পূর্ব্ববর্ণ যুক্তে হয়।

উদাহরণ ঃ—(গ) বিধু+উদয়=বিধূদয়
লঘু+উর্ম্মি=লঘূর্ম্মি
বধূ+উৎসব=বধূৎসব
ভূ+ঊর্দ্ধ=ভূর্দ্ধ

সূত্র (**Rule**)—হ্রস্বউকার কিংবা দীর্ঘউকারের পর হ্রস্ব উকার কিংবা দীর্ঘউকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘউকার হয় ; দীর্ঘউকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ ঃ—(ঘ) পিতৃ+ঋণ=পিতৄণ, (ব্যবহার নাই)
ভ্রাতৃ+ঋদ্ধি=ভ্রাতৄদ্ধি, ইত্যাদি।

সূত্র (**Rule**)—হ্রস্বঋকারের পর হ্রস্বঋকার কিংবা দীর্ঘঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘঋকার হয়। দীর্ঘঋকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ ঃ—(ঙ) অ+ই=এ রাজ+ইন্দ্র=রাজেন্দ্র
আ+ই=এ মহা+ইন্দ্র=মহেন্দ্র
অ+ঈ=এ ভব+ঈশ=ভবেশ
আ+ঈ=এ রমা+ঈশ=রমেশ

সূত্র (**Rule**)—অকার কিংবা আকারের পর ইকার কিংবা ঈকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। একার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

(চ) অ+উ=ও নীল+উৎপল=নীলোৎপল
অ+ঊ=ও এক+ঊন=একোন
আ+উ=ও মহা+উদয়=মহোদয়
আ+ঊ=ও গঙ্গা+ঊর্ম্মি=গঙ্গোর্ম্মি

সূত্র (Rule)—অকার কিংবা আকারের পর উকার কিংবা ঊকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ওকার হয় ; ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ :—(ছ) অ+ঋ=অর্ দেব+ঋষি=দেবর্ষি
আ+ঋ=অর্ মহা+ঋষি=মহর্ষি

সূত্র (Rule)—অকার কিংবা আকারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়। অকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়। র (রেফ) হইয়া পরবর্ণের মস্তকে যায়।

উদাহরণ :—(জ) অ+এ=ঐ জন+এক=জনৈক
আ+এ=ঐ সদা+এব=সদৈব
অ+ঐ=ঐ মত+ঐক্য=মতৈক্য
আ+ঐ=ঐ মহা+ঐশ্বর্য্য=মহৈশ্বর্য্য

সূত্র (Rule)—অকার কিংবা আকারের পর একার কিংবা ঐকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয় ; ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ—(ঝ) অ+ও=ঔ জল+ওকা=জলৌকা
অ+ঔ=ঔ চিত্ত+ঔদার্য্য=চিত্তৌদার্য্য
আ+ও=ঔ মহা+ওষধি=মহৌষধি
আ+ঔ=ঔ মহা+ঔষধ=মহৌষধ

সূত্র (Rule)—অকার কিংবা আকারের পর, ওকার কিংবা ঔকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয় ; ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ :— অতি+অন্ত=অত্যন্ত

নদী+অম্বু=নদ্যম্বু

প্রতি+উত্তর=প্রত্যুত্তর

সূত্র (Rule)—ই ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে, ই ঈ স্থানে য্ হয়; য্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর য্ কারে যুক্ত হয়।

উদাহরণ :— সু+অল্প=স্বল্প

সু+আগত=স্বাগত

পশু+আলয়=পশ্বালয়

অনু+এষণ=অন্বেষণ

সূত্র (Rule)—উ ঊ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে উ ঊ স্থানে ব্ হয়; ব্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব্ কারে যুক্ত হয়।

উদাহরণ :— পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়

ভ্রাতৃ+আদেশ=ভ্রাত্রাদেশ

সূত্র (Rule)—ঋ ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ঋ স্থানে র হয়; র পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর রকারে যুক্ত হয়।

উদাহরণ :— নে+অন=নয়ন

নৈ+অক=নায়ক

পো+অন=পবন

পৌ+অক=পাবক

সূত্র (Rule)—স্বরবর্ণ পরে থাকিলে একার স্থানে অয়্, ঐকার স্থানে আয়্, ওকার স্থানে অব্, ঔকার স্থানে আব্ হয়।

নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যথা,—

অক্ষ+ঊহিণী=অক্ষৌহিণী

গো+অক্ষ=গবাক্ষ

কুল+অটা=কুলটা

বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ বা বিম্বৌষ্ঠ।

ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়ম

উদাহরণ (Examples) :—

উৎ+চারণ=উচ্চারণ

শরৎ+চন্দ্র=শরচ্চন্দ্র

উৎ+ছেদ=উচ্ছেদ

বিপদ্+চয়=বিপচ্চয়

নিয়ম (Rule)—চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ দ্ স্থানে চ্ হয়।

উদাহরণ :— যাবৎ+জীবন=যাবজ্জীবন

বিপদ্+জাল=বিপজ্জাল

সরিৎ+জাল=সরিজ্জাল

নিয়ম (Rule)—জ কিংবা ঝ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়।

উদাহরণ :— তদ্+টীকা=তট্টীকা

মহৎ+টঙ্কার=মহট্টঙ্কার

নিয়ম (Rule)—ট কিংবা ঠ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ট্ হয়।

উদাহরণ :— উৎ+ডীন=উড্ডীন

তদ্+ঢক্কা=তড্‌ঢক্কা

নিয়ম (Rule)—ড কিংবা ঢ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ড্ হয়।

উদাহরণ :— উৎ+লেখ=উল্লেখ

সম্পদ্+লাভ=সম্পল্লাভ

নিয়ম (Rule)—ল পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়।

উদাহরণ :— উৎ+শৃঙ্খল=উচ্ছৃঙ্খল

তদ্+শ্রবণ=তচ্ছ্রবণ

চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি

নিয়ম (Rule)—শ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ্ হয়।

উদাহরণ :— তদ্+হিত=তদ্ধিত

উৎ+হার=উদ্ধার

নিয়ম (Rule)—হ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে দ্ এবং হ্ স্থানে ধ্ হয়।

উদাহরণ :— যজ্+ন=যজ্ঞ

রাজ্+নী=রাজ্ঞী

যাচ্+না=যাচ্ঞা

নিয়ম (Rule)—চকার কিংবা জকারের পরস্থিত ন স্থানে ঞ হয়।

উদাহরণ :— ষষ্‌+থ=ষষ্ঠ

উৎকৃষ্‌+ত=উৎকৃষ্ট

নিয়ম (Rule)—ষ কারের পর ত কিংবা থ থাকিলে ত স্থানে ট ও থ স্থানে ঠ হয়।

উদাহরণ :— অব+ছেদ=অবচ্ছেদ

তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া

পরি+ছেদ=পরিচ্ছেদ

নিয়ম (Rule)—ছ পরে থাকিলে স্বরবর্ণের পর চ হয়।

উদাহরণ :— উৎ+যোগ=উদ্যোগ

দিক্‌+অন্ত=দিগন্ত

ষট্‌+আনন=ষড়ানন

তৎ+গত=তদ্গত

জগৎ+বন্ধু=জগদ্বন্ধু

নিয়ম (Rule)—স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ ও য, র্‌, ল্‌, ব্‌, হ্‌ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে ঐ বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়।

উদাহরণ :— জগৎ+নাথ=জগন্নাথ

দিক্‌+নাগ=দিঙ্‌নাগ

তদ্‌+ময়=তন্ময়

দিক্‌+মণ্ডল=দিঙ্মণ্ডল

কিঞ্চিৎ+মাত্র=কিঞ্চিন্মাত্র

নিয়ম (Rule)—ন কিংবা ম পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে পঞ্চম বর্ণ হয়।

উদাহরণ :— কিম্ + বা = কিংবা

সম্ + বাদ = সংবাদ

সম্ + বরণ = সংবরণ

নিয়ম (Rule)—অন্তঃস্থ বা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়।

ব্যতিক্রম (Exception)—সম শব্দের পর রাজ শব্দ থাকিলে হয় না। যথা—সম + রাজ = সম্রাজ।

স্পর্শ বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হয়। যথা—সম + ন্যাস = সংন্যাস বা সন্ন্যাস।

নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

উদাহরণ :— আ + পদ = আস্পদ

গো + পদ = গোষ্পদ

সং + কার = সংস্কার

বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি

হরি + চন্দ্র = হরিশ্চন্দ্র

বিসর্গ সন্ধি

উদাহরণ (Examples) :—

শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ

নিঃ + চয় = নিশ্চয়

দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা

সূত্র (Rule)—চ কিংবা ছ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে শ হয়।

উদাহরণ :— ধনুঃ+টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

নিঃ+ঠুর = নিষ্ঠুর

সূত্র (Rule)—ট কিংবা ঠ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

উদাহরণ :— দুঃ+তর = দুস্তর

মনঃ+তাপ = মনস্তাপ

ইতঃ+তত = ইতস্তত

নিঃ+তেজ = নিস্তেজ

সূত্র (Rule)—ত কিংবা থ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স হয়।

উদাহরণ :— চতুঃ+পদ = চতুষ্পদ

আবিঃ+কৃত = আবিষ্কৃত

নিঃ+ফল = নিষ্ফল

বহিঃ+কৃত = অহিষ্কৃত

সূত্র (Rule)—ক, খ, প, ফ, পরে থাকিলে নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ, প্রাদুঃ, চতুঃ এই সকল শব্দের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ষ হয়।

উদাহরণ :— অয়ঃ+কান্ত = অয়স্কান্ত

শ্রেয়ঃ+কর = শ্রেয়স্কর

মনঃ+কাম = মনস্কাম

সূত্র (Rule)—কর, কাম, কান্ত, শব্দ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে স্ হয়।

ভাঃ+কর, অহঃ+কর, বাচঃ+পতি প্রভৃতির বিসর্গ স্থানেও দন্ত্য স হয়। যথা—ভাস্কর, অহস্কর, বাচস্পতি।

উদাহরণ :— বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক
ততঃ + অধিক = ততোধিক

সূত্র (Rule)—অকারের পর বিসর্গ থাকিলে ও অকার পরে থাকিলে, পূর্ব্ব অকার ও বিসর্গ উভয়ের স্থানে ওকার হয় ; ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় ও পরের অকারের লোপ হয়।

সূত্র (Rule)—অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয় ; লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা—অতঃ + এব = অতএব

উদাহরণ :— বয়ঃ + বৃদ্ধি = বয়োবৃদ্ধি
মনঃ + মোহন = মনোমোহন
সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত
পুরঃ + ভাগ = পুরোভাগ

সূত্র (Rule)—অকারের পর বিসর্গ থাকিলে ও বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে অকার ও বিসর্গ উভয়ের স্থানে ওকার হয়। ওকার পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়।

উদাহরণ :— পুনঃ + অপি = পুনরপি
অন্তঃ + গত = অন্তর্গত
অহঃ + অহঃ = অহরহঃ
অহঃ + নিশা = অহর্নিশ

সূত্র (Rule)—স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে, অকারের পরস্থিত রজাত বিসর্গ স্থানে র, হয়।

উদাহরণ :— নিঃ + নয় = নির্ণয়

দুঃ + লভ = দুর্লভ বা দুল্লর্ভ

মুহুঃ + মুহুঃ = মুহুর্মুহুঃ

নিঃ + অবধি = নিরবধি

নিঃ + আকার = নিরাকার

সূত্র (**Rule**)—স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্, র্, ল্, ব্, হ্ পরে থাকিলে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র হয়।

উদাহরণ :— নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রোগ = নীরোগ

র পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে যে র হয় তাহার লোপ হয় ও পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয়।

উদাহরণ :— গোঃ + পদ = গোষ্পদ (নিপাতনে সিদ্ধ)

আয়ুঃ + কাম = আয়ুষ্কাম

ধনুঃ + পাণি = ধনুষ্পাণি।

সূত্র (**Rule**)—যদি সমাস হয় এবং ক ও প পরে থাকে তবে আয়ুঃ, ধনুঃ প্রভৃতি পদের বিসর্গ স্থানে ষ্ হয়। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র, চতুষ্টয় প্রভৃতি পদ নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিও নিপাতনে সিদ্ধ হয়।

মনঃ + ঈষা = মনীষা

পর + পর = পরস্পর

বন + পতি = বনস্পতি

ষট্ + দশ = ষোড়শ

সংস্কৃত শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের কিংবা বাঙ্গালা শব্দের সহিত বাঙ্গালা শব্দের প্রায়ই সন্ধি হয় না।

অনুশীলনী

১। সন্ধি কাহাকে বলে উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

২। কোন্ কোন্ স্থলে সন্ধি হয়? এবং কোন্ কোন্ স্থলে সন্ধি নিষিদ্ধ?

৩। স্বর ও ব্যঞ্জন সন্ধি কাহাকে বলে? বিসর্গ সন্ধি কোন্ সন্ধির অন্তর্গত?

৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি কর এবং সূত্রের উল্লেখ কর :—

প্রতি+ইতি; ভূ+ঊর্দ্ধ; ভব+ঈশ; স্ব+ঈরিণী; অক্ষ+উহিনী; দুঃখ+ঋত; জন+এক; বিম্ব+ওষ্ঠ; অন্ন+এষণ; পো+অন।

৫। সূত্র উল্লেখপূর্ব্বক সন্ধি বিশ্লেষ কর :—

(ক) ক্ষিতীশ; লঘূর্ম্মি; গঙ্গোর্ম্মি; মহর্ষি; সদৈব; নব্যম্বু, গবাক্ষ; যাবজ্জীবন; বাঙ্ময়; উৎকৃষ্ট; ষষ্ঠ; এতড্ঢক্কা; উড্ডীন; চক্ষুরোগ; স্বল্পষ্টকার; শিরশ্ছেদ; মনোমোহন; নিরবধি; বৃহস্পতি।

(খ) সন্ধি কর :—

বিপদ্+জাল; তৎ+হিত; অপ্+জ; উৎ+হার; যাচ্+না; নিঃ+তেজ; দুঃ+লভ; চতুঃ+পথ; পুরঃ+কার।

৬। কোন্ স্থলে বিসর্গ স্থানে র ও স হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৭। পদের অন্তস্থিত ম কখন ং হয় এবং কখন হয় না তাহার উদাহরণ দাও।

৮। কোন্ স্থলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ এবং কোন্ স্থলে পঞ্চম বর্ণ হয় তাহার দুইটি করিয়া দৃষ্টান্ত দেখাও?

৯। কখন অকার ও বিসর্গ মিলিয়া ওকার হয় ?

১০। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সংজ্ঞা বল :—

গুণ, বৃদ্ধি, সবর্ণ, অসবর্ণ, লোপ, নিপাতন এবং বর্গীয় বর্ণ।

১১। স্বরবর্ণের সূত্রগুলি সংক্ষেপে প্রকাশ কর।

১২। অশুদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ কর অথবা বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ কর (correct or justify) :—

পরিস্কার, পর্য্যাটন, গিরিশ, মনমোহন, জগৎচন্দ্র, কিম্বা, সংকীর্ণ, সংন্যাসী, সম্বরণ।

সমাস প্রকরণ

(Chief Kinds of Samasas)

সমাসে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐগুলি খুব ভাল করিয়া শিখিবে।

সমাসের সংজ্ঞা (Definition)—দুই বা বহুপদ মিলিয়া একটি নূতন পদ প্রস্তুত করার নাম **সমাস**। যে কয় পদে মিলিয়া সমাস হয় তাহাদের শেষ পদে মাত্র বিভক্তি থাকে।

সমাসের আবশ্যকতা—দীর্ঘ ভাবকে সঙ্কোচ করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ও শ্রুতি মাধুর্য্যের জন্য সমাসের বিশেষ আবশ্যক। সন্ধি ও সমাসের সহায়তায় অনেকানেক নূতন শব্দ গঠিত হয়।

সমস্যমান পদ—যে কয় পদে মিলিয়া সমাস হয় তাহাদিগকে **সমস্যমান** পদ বলে। সমাস হইয়া যে পদ গঠিত

হয় তাহাকে **সমস্ত** বা **সমাসবদ্ধ** পদ বলে। সমস্যমান পদগুলির মধ্যে অর্থসঙ্গতি না থাকিলে সমাস হয় না।

ব্যাসবাক্য—সমাস কালে যে বাক্য ব্যবহার করা হয় তাহাকে "**ব্যাসবাক্য**" বলে। যেমন—

বঙ্গের অধিপ = বঙ্গাধিপ

এই স্থলে বঙ্গের ও অধিপ এই দুইটি সমস্যমান পদ। 'বঙ্গের অধিপ' ইহা ব্যাসবাক্য। 'বঙ্গাধিপ' ইহা সমস্ত পদ।

সমাসের প্রকারভেদ—সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার। যথা—দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু।

দ্বন্দ্ব সমাস

উদাহরণ (Examples) :—

অন্ন এবং জল = অন্নজল
পিতা ও মাতা = পিতামাতা (মাতাপিতাও হয়)
পশু এবং পক্ষী = পশুপক্ষী
দাস এবং দাসী = দাসদাসী
রাম এবং লক্ষ্মণ = রামলক্ষ্মণ
বৃক্ষ এবং লতা = বৃক্ষলতা

সূত্র—যে সমাসে যে যে পদ মিলিয়া একপদ হয় তাহাদের প্রত্যেকের অর্থ সমানভাবে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে **দ্বন্দ্ব সমাস** বলে।

উদাহরণ (Examples) :—

গুরু এবং পুরোহিত = গুরুপুরোহিত
মাছ এবং তরকারী = মাছতরকারী
স্ত্রী এবং পুরুষ = স্ত্রীপুরুষ
লক্ষ্মী এবং নারায়ণ = লক্ষ্মীনারায়ণ
হরি এবং হর = হরিহর

দ্বন্দ্ব সমাসে সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক স্বরবর্ণ বিশিষ্ট পদ, অপেক্ষাকৃত পূজনীয় পদ এবং স্ত্রীলিঙ্গ পদ পূর্ব্বে বসে।

৩। কতকগুলি সমাস নিপাতনে (নিয়মের ব্যতিক্রমে) সিদ্ধ হয়। যেমন,—

কুশ এবং লব = কুশীলব
জায়া এবং পতি = দম্পতি
অহঃ এবং নিশা = অহর্নিশ
ভীম এবং অর্জ্জুন = ভীমার্জ্জুন

তৎপুরুষ সমাস

সূত্র—যদি দুইটি পদ সমাসবদ্ধ হইয়া সমস্ত পদে পরবর্ত্তী পদের অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় তবে তাহাকে **তৎপুরুষ সমাস** বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী পদের যে বিভক্তি লোপ হয় তাহারই নামানুসারে ঐ তৎপুরুষের নাম করা

হয়। যেমন,—**২য়া তৎপুরুষ**—পূর্ব্বপদে ২য়া বিভক্তির লোপ পাইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ২য়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

৩য়া তৎপুরুষ—পূর্ব্ব পদে ৩য়া বিভক্তির লোপ পাইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ৩য়া তৎপুরুষ সমাস বলে।

৪র্থী তৎপুরুষ—পূর্ব্ব পদে ৪র্থী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ৪র্থী তৎপুরুষ সমাস বলে।

৫মী তৎপুরুষ—পূর্ব্ব পদে ৫মী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ৫মী তৎপুরুষ সমাস বলে।

৬ষ্ঠী তৎপুরুষ—পূর্ব্ব পদে ৬ষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইয়া যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাহাকে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে।

৭মী তৎপুরুষ—পূর্ব্ব পদে সপ্তমী বিভক্তির লোপ পাইয়া যে সমাস হয় তাহাকে ৭মী তৎপুরুষ সমাস বলে।

উদাহরণ (Examples) :—

অবসরকে প্রাপ্ত = অবসরপ্রাপ্ত	(২য়া তৎ)
কফকে আশ্রিত = কফাশ্রিত	(”)
বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন	(”)
বেত্র দ্বারা আহত = বেত্রাহত	(৩য়া তৎ)
ব্রাহ্মণকে দত্ত = ব্রাহ্মণদত্ত	(৪র্থী তৎ)
কর্ম্ম হইতে চ্যুত = কর্ম্মচ্যুত	(৫মী তৎ)
নরের পতি = নরপতি	(৬ষ্ঠী তৎ)
রণে কুশল = রণকুশল	(৭মী তৎ)

১। প্রাপ্ত, আশ্রিত, আপন্ন প্রভৃতি পদের সহিত পূর্ব্ব পদের ২য়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন উপরের উদাহরণের অবসরপ্রাপ্ত, কফাশ্রিত, বিস্ময়াপন্ন ইত্যাদি পদ।

২। ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলে কালবাচক শব্দের সহিত ২য়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন,—দীর্ঘকালস্থায়ী, চিরদুঃখী ইত্যাদি।

৩। উন, যুক্ত, অম্বিত, রহিত প্রভৃতি বোধক শব্দের সহিত পূর্ব্ব পদের ৩য়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যেমন,—

একের দ্বারা উন = একোন
রূপ দ্বারা যুক্ত = রূপযুক্ত
মহিমা দ্বারা অম্বিত = মহিমাম্বিত
বুদ্ধি দ্বারা রহিত = বুদ্ধিরহিত।

৪। সমূহার্থ (গণ, বৃন্দ ইত্যাদি) শব্দ যোগে ৬ষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।

অধিবাসীর গণ = অধিবাসিগণ
গুণীর গণ = গুণিগণ
রাজার গণ = রাজগণ
প্রজার বৃন্দ = প্রজাবৃন্দ

এই সমাসে ইন্ ভাগান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের ঈ স্থানে 'ই' হয়।

৫। ন (নঞ্) অব্যয়ের সহিত সাধারণ পদের যে সমাস হয় তাহাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস বলে। সমাস কালে স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ন' স্থানে 'অন্' এবং ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে 'অ' হয়।

উদাহরণ (Examples) :—

ন কাল = অকাল
ন অধিক = অনধিক
ন আচার = অনাচার
ন মানুষ = অমানুষ

অব্যয়ীভাব সমাস

উদাহরণ (Examples) :—

কূলের উপ = উপকূল
দিন দিন = প্রতিদিন
সমুদ্র পর্য্যন্ত = আসমুদ্র
বিঘ্নের অভাব = নির্ব্বিঘ্ন
দ্বীপের সদৃশ = উপদ্বীপ

সূত্র—যে সমাসে অব্যয় পদের অর্থ প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় এবং পূর্ব্বপদে অব্যয় পদ থাকে তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।

নিম্নলিখিত অর্থে সচরাচর অব্যয়ীভাব সমাস হয় :—

১। সামীপ্য—কূলের সমীপ, উপকূল, গঙ্গার সমীপ, উপগঙ্গ বা অনুগঙ্গ, কণ্ঠের সমীপ, উপকণ্ঠ।

২। সাদৃশ্য—দ্বীপের সদৃশ, উপদ্বীপ, লিপির সদৃশ, প্রতিলিপি।

৩। বীপ্সা (পৌনঃপুন্য)—দিন দিন, প্রতিদিন, বার বার, প্রতিবার, মাস মাস, প্রতিমাস।

৪। **যোগ্যতা**—রূপের অনু (যোগ্য), অনুরূপ।

৫। **পশ্চাৎ**—পদের পশ্চাৎ, অনুপদ।

৬। **পর্য্যন্ত**—কণ্ঠ পর্য্যন্ত, আকণ্ঠ, জীবন পর্য্যন্ত, আজীবন।

৭। **অনতিক্রম**—শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া, যথাশাস্ত্র; বিধিকে অতিক্রম না করিয়া, যথাবিধি।

৮। **অভাব**—বিঘ্নের অভাব, নির্ব্বিঘ্ন, আমিষের অভাব (নিঃ) নিরামিষ, মিলের অভাব বেমিল, গরমিল ইত্যাদি।

অক্ষি শব্দ পরে থাকিলে অব্যয়ীভাব সমাসে অক্ষি স্থানে অক্ষ আদেশ হয়। যেমন,—অক্ষির সমীপ, সমক্ষ, অক্ষির পর, পরোক্ষ, অক্ষির প্রতি, প্রত্যক্ষ।

বহুব্রীহি সমাস

উদাহরণ (Examples):—

পক্ব কেশ যাহার = পক্বকেশ (বৃদ্ধ)

দশ আনন যাহার = দশানন (দশ আনন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা রাবণ)

পীত অম্বর (কাপড়) যাহার = পিতাম্বর (কৃষ্ণ)

সূত্র—যে স্থলে যে দুই পদের সমাস হয় তাহাদের কোনটীর অর্থ প্রধানভাবে না বুঝাইয়া অপর ব্যক্তি বা বস্তু প্রধান-ভাবে বুঝায়, সেই স্থলে ঐ সমাসকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

১। বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ ও সপ্তম্যন্ত পদ প্রায়ই পূর্ব্বে বসে। যেমন—দৃঢ়া প্রতিজ্ঞা যাহার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মহতী

শক্তি যাহার, মহাশক্তি, পাপে মতি যাহার, পাপমতি। তদ্রূপ ক্ষীণশক্তি, সরলহৃদয়, মহাবাহু, কুম্ভকর্ণ, ধর্ম্মবুদ্ধি ইত্যাদি।

২। বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ পদ পরে থাকিলে পূর্ব্বস্থিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের **পুংবদ্ভাব** হয় এবং পরবর্ত্তী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের 'আ' স্থানে 'অ' হয়। যেমন,—স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার, স্থির-প্রতিজ্ঞ, গতা শ্রদ্ধা যাহার, গতশ্রদ্ধ, সুন্দরী ভার্য্যা যাহার, সুন্দরভার্য্য। তদ্রূপ, দুর্ম্মতি, সুমতি, ভগ্নশাখ, প্রিয়সখ, প্রিয়ভার্য্য, নির্লজ্জ, নির্দ্দয়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইত্যাদি। কিন্তু জাতিবাচক, সংজ্ঞাবাচক, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের **পুংবদ্ভাব** হয় না।

৩। বহুব্রীহি সমাসে '**সহ**' ও '**সমান**' স্থানে '**স**' হয়। যেমন,—বান্ধবের সহিত বর্ত্তমান, সবান্ধব, জ্ঞাতির সহিত বর্ত্তমান, সজ্ঞাতি, পুত্রের সহিত বর্ত্তমান, সপুত্র, এবং সহ (সমান) উদর যাহার, সহোদর। সমান তীর্থ (গুরু) যাহার, সতীর্থ ইত্যাদি।

৪। ঈকারান্ত **নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দ, ঋকারান্ত শব্দ এবং অপর কতিপয় শব্দের উত্তর বহুব্রীহি সমাসে 'ক' হয়। যেমন, মৃতা পত্নী যাহার, মৃতপত্নীক বা বিপত্নীক; নদী মাতা যাহার, নদীমাতৃক; বহু ভ্রাতা যাহার, বহুভ্রাতৃক, অধিক বয়স যাহার, অধিকবয়স্ক। বহু বধূ যাহার, বহুবধূক (ঊকারান্ত নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ)। বহুব্রীহি সমাসে জায়া স্থানে **জানি**, ধর্ম্ম শব্দের উত্তর **অন্** এবং গন্ধ শব্দের উত্তর বিকল্পে **ই** হয়। যথা—যুবতী জায়া (স্ত্রী) যাহার, যুবজানি, সমান ধর্ম্ম যাহার, সধর্ম্মা,

তদ্রূপ সুধর্ম্মা, বিধর্ম্মা * ইত্যাদি পদ। শোভন গন্ধ যাহার, সুগন্ধি, সুগন্ধ। এইরূপ পদ্মগন্ধি, পদ্মগন্ধ, চন্দনগন্ধি ইত্যাদি।

৫। 'ন' এর সহিত সমাস হইলে ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ন' স্থানে 'অন্' এবং ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'ন' স্থানে 'অ' হয়। ন (নাই) আদি যাহার, অনাদি, নাই অন্ত যাহার, অনন্ত, নাই সীমা যাহার, অসীম, নাই তুলনা যাহার, অতুল। তদ্রূপ, অনাথ, অনুপম, অসাড়, অমূল্য, অজ্ঞান, ইত্যাদি।

৬। পরস্পর এক জাতীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বুঝাইলে, কি যুদ্ধ বা অন্য অর্থে বহুব্রীহি সমাস হয়; এবং পূর্ব্ব পদে 'আ' এবং পর পদে 'ই' যুক্ত হয়। যেমন,—হস্তে হস্তে ধরিয়া মারামারি, হস্তাহস্তি, কেশে কেশে ধরিয়া যুদ্ধ, কেশাকাশি; কাণে কাণে স্পর্শ করিয়া আলাপন, কর্ণাকর্ণি। এইরূপ, দণ্ডাদণ্ডি, মুখামুখি, গলাগলি, দলাদলি ইত্যাদি।

৭। বহুব্রীহি সমাসে মহৎ শব্দ স্থানে মহা আদেশ হয়। যেমন,—মহান্ আশয় যাহার, মহাশয়, মহৎ মনঃ যাহার, মহামনাঃ, মহতী মতি যাহার, মহামতি।

৮। এই সমাসে অক্ষি শব্দ স্থানে অক্ষ এবং নাভি শব্দ স্থানে নাভ হয়। যেমন,—বিশাল অক্ষি যাহার, বিশালাক্ষ, ঊর্ণা নাভিতে যাহার, ঊর্ণনাভ (মাকড়সা), ঊর্ণা শব্দের আকার হ্রস্ব হয়।

৯। বহু খাস বাংলা শব্দেরও বহুব্রীহি সমাস হয়।

* পক্ষে প্রত্যয় যোগে বিধর্ম্মী প্রভৃতিও হয়।

যেমন,—তিন হাত পরিমাণ যাহার, তিনহাতি, নাই নাড়ীজ্ঞান যাহার, আনাড়ী, দশ মণ ওজন যাহার, দশমণি, ইত্যাদি।

১০। দ্বি+অপ্=দ্বীপ ; অন্তর+অপ্=অন্তরীপ ; বহুব্রীহি সমাসে দ্বি ও অন্তর শব্দের পরস্থিত অপ্ স্থানে ইপ্ আদেশ হয়।

১১। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বহুব্রীহি সমাসে নিপাতনে সিদ্ধ হয়। যেমন—অষ্ট অঙ্গ বক্র যাহার, অষ্টাবক্র, হত ভাগ্য যাহার, হতভাগ্য, শোভন হৃদয় যাহার, সুহৃৎ, কটা চোখ যাহার, কটাচোখো ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয় সমাস

উদাহরণ (Examples) :—

নীল যে আকাশ=নীলাকাশ

সৎ যে জন=সজ্জন

রাঙ্গা যে রবি=রাঙ্গারবি

সূত্র—বিশেষ্য পদের সহিত বিশেষণ পদের যে সমাস হয় তাহাকে কর্ম্মধারয় সমাস বলে। এই সমাসে পর পদের অর্থেরই প্রাধান্য দেখা যায় এবং উভয় পদেই প্রথমা বিভক্তি থাকে।

১। কর্ম্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদটি প্রায়ই পূর্ব্বে বসে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আবার পরেও বসিতে পারে। যেমন—বিশেষণ পদ পূর্ব্বে—নীল যে উৎপল, নীলোৎপল,

পরম যে ধার্ম্মিক, পরমধার্ম্মিক ; কু যে পুরুষ, কুপুরুষ বা কাপুরুষ ; (পুরুষ শব্দ পরে থাকিলে কু স্থানে বিকল্পে কা হয়) **বিশেষণ পদ পরে**— এক মাস, মাসেক, এক যে জন, জনৈক ; ঠাকুর যে দাদা, দাদাঠাকুর, পোড়া যে বেগুন, বেগুনপোড়া, এইরূপ—দেশান্তর, রূপান্তর, পুরুষবৃদ্ধ প্রভৃতি।

২। কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পদ থাকিলে সমাস কালে তাহার **পুংবদ্ভাব** হয়। যেমন—কৃষ্ণা যে চতুর্দ্দশী, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী। সুন্দরী ভার্য্যা যাহার (বহুব্রী) সুন্দরভার্য্য। তদ্রূপ, সতী যে প্রবৃত্তি, সৎপ্রবৃত্তি ; সাধ্বী যে প্রকৃতি, সাধুপ্রকৃতি ; মহতী যে নদী, মহানদী।

৩। কখন কখন দুইটি বিশেষণ পদেও কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যেমন—চালাক যে চতুরও সে, চালাকচতুর ; হৃষ্ট যে পুষ্টও সে, হৃষ্টপুষ্ট ; শান্ত যে শিষ্ট শিষ্টও সে, শান্তশিষ্ট ইত্যাদি।

৪। কর্ম্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসে মহৎ শব্দ স্থানে মহা আদেশ হয়। যেমন—মহান্ বীর, মহাবীর ; মহৎ যে ফল, মহাফল ; মহান্ যে রাজা, মহারাজা বা মহারাজ ; পুণ্য যে অহঃ, পুণ্যাহঃ। (সখি, রাত্রি, অহন্ ও রাজন্ শব্দ স্থানে সখ, রাত্র, অহ্ন ও রাজ হয়)। যথা—প্রিয়সখ, জ্যোৎস্নারাত্র, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন ইত্যাদি শব্দ এই শ্রেণীর।

৫। অভেদ অর্থ বুঝাইলে দুইটি বিশেষ্য পদেও কর্ম্মধারয় সমাস হইতে পারে। যেমন—যেই আম্র সেই বৃক্ষ, আম্রবৃক্ষ, যেই রাজা সেই ঋষি, রাজর্ষি। সংজ্ঞা বুঝাইলে সংখ্যাবাচক ও

দিক্‌বাচক. শব্দের সহিত কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যেমন,—পঞ্চমূল, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি।

৬। কখন কখন (ন) এই অব্যয়ের সঙ্গে কর্ম্মধারয় সমাস হয়। ইহাকে নঞ তৎপুরুষ সমাসও বলা হয়। যেমন—ন উচিত, অনুচিত, ন শিষ্ট, অশিষ্ট, ন কাল, অকাল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে ন স্থানে অ হয় এবং স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ন স্থানে অন্‌ হয়।

৭। কর্ম্মধারয় সমাসে কখন কখন মধ্যের পদ লোপ করিতে হয়। ইহাকে **মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়** সমাস বলে। যেমন—নৈমিষ নামক অরণ্য, নৈমিষারণ্য, সিংহ চিহ্নিত আসন, সিংহাসন, কুশ নির্ম্মিত আসন, কুশাসন ইত্যাদি।

৮। উপমান ও উপমেয় বাচক শব্দের সমাস হইলে বা উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করিয়া সমাস হইলেও কর্ম্মধারয় সমাস হয়। এই সকল সমাসকে উপমান, উপমিত ও রূপক সমাসও বলা হয়।

উপমান সমাস—তুষারের ন্যায় ধবল, তুষারধবল, কুসুমের ন্যায় কোমল, কুসুমকোমল।

উপমিত সমাস—পুরুষ ব্যাঘ্রের ন্যায়, পুরুষব্যাঘ্র, এখানে পুরুষকে উপমা দেওয়া হইয়াছে। অতএব পুরুষ উপমেয়। আর ব্যাঘ্রের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং ব্যাঘ্র উপমান। যাহাকে উপমা দেওয়া হয় তাহাকে উপমেয় এবং যাহার সহিত উপমা দেওয়া হয় তাহাকে উপমান বলে।

রূপক সমাস—বিদ্যা রূপ ধন, বিদ্যাধন, সূর্য্য রূপ সিংহ, সূর্য্যসিংহ। যে সমাসে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ কল্পনা করা হয় তাহাকে রূপক সমাস বলে।

দ্বিগু সমাস

উদাহরণ (Examples) :—

তিন ভুবনের সমাহার=ত্রিভুবন
চারি বেদের সমাহার=চতুর্ব্বেদ
অষ্ট ধাতুর সমাহার=অষ্টধাতু।

সূত্র—কর্ম্মধারয় সমাসে পূর্ব্বপদ সংখ্যাবাচক হইলে এবং সমাহার বা সমষ্টি অর্থ বুঝাইলে দ্বিগু সমাস হয়। সমাহার অর্থ না বুঝাইলে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে অন্য সমাস হয়। দ্বিগু সমাসে কোন কোন স্থলে অকারন্ত শব্দের উত্তর ঈ হয়। যেমন,—ত্রিপদের সমাহার= ত্রিপদী, পঞ্চ বটের সমাহার=পঞ্চবটী। তদ্রূপ, চতুষ্পদী, শতাব্দী, ত্রিলোকী ইত্যাদি।

অন্যান্য সমাস

নিত্য সমাস—যে সমাসে সমস্যমান পদগুলি সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকে, ব্যাসবাক্য হয় না, তাহাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন—কেবল নামমাত্র খাওয়ার পরেই সে পাত্র ত্যাগ করিল। কেবল নাম=নামমাত্র, ডুবমাত্র অশৌচ।

অলুক সমাস—পূর্ব্ব পদে বিভক্তি লোপ না হইয়া যে সমাস হয় তাহাকে অলুক সমাস বলে। যেমন—'পুণ্যাত্মা যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মে কর্ম্মে মতি স্থির।' এখানে যুধি (যুদ্ধে)+স্থির=যুধিষ্ঠির। সমাসে উহার কোন অংশের লোপ পায় নাই বলিয়া উহা অলুক সমাস। তদ্রূপ, অগ্রসর, অন্তেবাসী, খেচর, তেলে-ভাজা, রৌদ্রে-পোড়া, জলে-ভিজা ইত্যাদি।

উপপদ সমাস—ধাতুর সহিত উপপদের সে সমাস হয় তাহাকে উপপদ সমাস বলে। যেমন—'স্থলজ কুসুমগণে শোভা করে স্থল', 'জলজ কুসুমগণে শোভা করে জল' স্থলজ=স্থলে জন্মে যে, জলজ=জলে জন্মে যে (পদ্ম) ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। সমাস কাহাকে বলে ?

২। উহা কত প্রকার এবং কি কি ?

৩। কোন্ কোন্ স্থলে সমাস হয় ?

৪। কি কি অর্থে দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, কর্ম্মধারয় ও অব্যয়ীভাব সমাস হয় ?

৫। বহুব্রীহি ও দ্বিগু সমাস কাহাকে বলে ?

৬। ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব সমাসে পূর্ব্ব নিপাতনের এক একটী উদাহরণ দিতে পার কি ?

৭। নিম্নলিখিত সমাসগুলির মধ্যে প্রভেদ বুঝাইয়া দাও :—

বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয়, উপমান ও উপমিত, দ্বিগু ও কর্ম্মধারয়।

তৎপুরুষ সমাস কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের একটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৮। নঞ তৎপুরুষ সমাসের ২।৩টি উদাহরণ দাও।

৯। সমাসে ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলির সংজ্ঞা লিখ :—

সমস্যমান পদ ও সমাসবদ্ধ পদ, ব্যাস বাক্য, নিত্য ও অলুক সমাস।

১০। মহারাজ, মুখচন্দ্র, অনুচিত, সর্পভয়, চিররোগী, নির্ব্বোধ, বুদ্ধিমান, পীতাম্বর ও চতুষ্পথ প্রভৃতি কি কি সমাস?

১১। সূত্র উল্লেখ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্য লিখ বা শব্দগুলিকে শুধু সম্প্রসারিত করিয়া লিখ :—

মাসেক, সুপুরুষ, কৃষ্ণসাগর, সিংহাসন, দেশান্তর, উত্তরবঙ্গ, শরণাপন্ন, পঞ্চভূত, হংসাণ্ড, রাজহংস, মহাফল, পাপবুদ্ধি, ফলবান, ফলহীন, অন্ধকাররাত্রি, উপকূল, যাবজ্জীবন, উপসাগর ও যথাসময়।

১২। সমাসবদ্ধ কর বা একশব্দ দাও :—

হিত এবং অহিত; মাতা এবং পিতা; সৎ যে জন; বৃদ্ধ যে পুরুষ; মহতী যে নদী; দণ্ডক নামক অরণ্য; চন্দ্রের ন্যায় মুখ; জ্ঞান রূপ সুধা; ত্রি জগতের সমাহার; চারি মোহনার সমাহার; পঞ্চ নদের সমাহার; বিঘ্নের অভাব; জীবন পর্য্যন্ত; অক্ষির সমীপ; মহতী মতি যাহার; স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার; স্থিরা যে প্রতিজ্ঞা, সমান উদর ইহার; বজ্র দ্বারা আহত; আদি হইতে অন্ত; রাজার পুত্র; বনে জাত; আকাশে চরে যে; জলে জন্মে যে; ব্যাঘ্রের ন্যায় পুরুষ; সূর্য্য রূপ সিংহ।

১৩। পূর্ব্বপদ পূরণপূর্ব্বক উহাদের দ্বারা এক একটী বাক্য রচনা কর।

১। — ধুতি (সাদাধুতি) ২। — প্রকৃতি। ৩। — অহঃ
৪। — আসন। ৫। — ভুবন। ৬। — দিন।
৭। — পাণি। ৮। — বান্ধব। ৯। — আকীর্ণ।
১০। — ভোগ। ১১। — কাল। ১২। — হীন।

১৪। পূর্ব্ব পদটি প্রদত্ত হইল, পরপদ পূরণ কর :—

১। কীট — (কীটপতঙ্গ) ২। আশী —। ৩। শত —।
৪। দক্ষিণ —। ৫। জজ্ঞ —। ৬। বিষাদ —।
৭। মন —। ৮। মহা —। ৯। দাদা —।
১০। জ্ঞান —। ১১। চির —। ১২। যথা —।
১৩। যাবৎ —।

১৫। যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

কালীদাস, ধনীগণ, মন্ত্রীবর্গ নিরপরাধী, নির্লোভী, প্রিয়সখাগণ, প্রাণিগণ, সেচ্ছাপূর্ব্বক, সবিনয়পূর্ব্বক।

তৃতীয় অধ্যায়

কারক প্রকরণ

বিশেষ্য ও সর্ব্বনামের কারক

(Cases of Nouns & Pronouns)

কারক—ক্রিয়ার সহিত অন্য শব্দের যে সম্বন্ধ থাকে তাহাকে কারক বলে।

কারকের প্রকারভেদ—কারক ছয় প্রকার। যেমন,— **কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।**

কর্ত্তৃকারকে বুঝায় —কে কার্য্য সম্পাদন করে।
কর্ম্মকারকে ,, —কি করা যায় তাহা।
করণ কারকে ,, —কিসের দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
সম্প্রদান কারকে ,, —কাহাকে কার্য্যের ফলভাগী করা হয়, বা কাহার প্রতি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
অপাদান কারকে ,, —কি বা কোথা হইতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
অধিকরণ কারকে ,, —কোন্ স্থানে, সময়ে বা অবস্থায় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

ষট্‌কারকের উদাহরণ

(An example of **six different cases** in a single sentence.)

নিত্য কাননহইতে সুন্দর সুন্দর ফল ও ফুল স্বহস্তদ্বারা (বা স্বহস্তে) চয়ন করিয়া পঞ্চবটীবনে লক্ষ্মণ তদ্‌ভ্রাতৃজায়া সীতাকে তাহা উপহার দিতেন।

ইংরেজী অনুবাদ :—

Lakshman, while at Panchabati, used to pluck very beautiful fruits and flowers every day by his own hands from the forest and used to present them to his brother's wife Sita.

(কর্ত্তা) ১মা	(কর্ম্ম) ২য়া	(করণ) ৩য়া	(সম্প্রদান) ৪র্থী	(অপাদান) ৫মী	(সম্বন্ধ) ৬ষ্ঠী	(অধিকরণ) ৭মী	ক্রিয়া
লক্ষ্মণ	'উপহার' ও 'তাহা'	স্বহস্তদ্বারা	সীতাকে ধাতু যোগে ৪র্থী	কানন হইতে	তদ্‌ভ্রাতৃ জায়া	পঞ্চবটী বনে	উপহার দিতেন

ষষ্ঠী—শব্দ পদের সহিত শব্দ পদের সম্বন্ধ বুঝাইতে এই বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া এই **সম্বন্ধকে** কারক বলা হয় না। অতএব উপরের উদাহরণটিতে ৭টি বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও উহাকে ষট্ কারকের উদাহরণ বলা হইল।

বিভিন্ন কারকাদির পুনরালোচনা

(Revision of previous Grammar)

কর্ত্তৃকারক:—যে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে **কর্ত্তৃকারক** (Nominative Case) বলে। কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা,—**কাক** ডাকিতেছে। এখানে কাক "ডাকিতেছে" ক্রিয়াটী সম্পাদন করিতেছে বলিয়া উহা কর্ত্তৃকারক। কোন কোন স্থলে কর্ত্তায় দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তিও হইয়া থাকে। সে বিষয় পরবর্ত্তী শ্রেণীতে জানিতে পারিবে।

যে অন্যের দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করায় তাহাকে **হেতুকর্ত্তা** (Accusative Case) বলে। যথা,—**মাতা** শিশুকে চন্দ্র দেখাইতেছেন; এখানে "মাতা" হেতু কর্ত্তা।

কর্ম্মকারক:—যাহা করা যায় তাহা **কর্ম্ম** (Objective Case)। কর্ম্মকারকে সাধারণতঃ দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—**সুশীলকে** ডাক; **জল** আন; **ফল** খাও। এই তিন স্থলে "সুশীলকে" "জল" ও "ফল" কর্ম্মকারক। কর্ম্মকারকে কোন কোন স্থলে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। এ বিষয় পরে বলা হইয়াছে।

কর্ম্ম দুই প্রকার, যথা—**মুখ্য** ও **গৌণ**। যাহা বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা **মুখ্য** বা প্রধান কর্ম্ম (Direct object)। আর যাহাকে বলা যায়, দেওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করা যায় তাহা **গৌণ** বা অপ্রধান কর্ম্ম (Indirect object)। যথা,—গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন ; এখানে "উপদেশ" মুখ্য কর্ম্ম ও 'শিষ্যকে' গৌণ কর্ম্ম।

করণ কারক—কর্ত্তা যাহা দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে **করণ কারক** (Instrumental Case) বলে। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা,—**লাঠিদ্বারা** সাপটি মার। এখানে "লাঠিদ্বারা" করণ কারক। কোন কোন স্থলে করণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। এ বিষয় ক্রমে জানিতে পারিবে।

সম্প্রদান কারক—নিজের স্বত্ব ত্যাগ করিয়া যাহাকে কিছু দেওয়া যায় তাহাকে **সম্প্রদান কারক** (Dative Case) বলে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা,—**অন্নহীনকে** অন্ন দান করিবে। এখানে "অন্নহীনকে" সম্প্রদান কারক। নিজের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া দান করিলে সম্প্রদান কারক হয় না। যথা,—ধোপাকে কাপড় দাও ; এখানে "ধোপাকে" সম্প্রদান কারক নহে। যেহেতু কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য ধোপাকে উহা দেওয়া হয়।

অপাদান কারক—যাহা হইতে কোন ব্যক্তি বা বস্তু

চলিত, ভীত, গৃহীত বা উৎপন্ন হয় তাহাকে **অপাদান কারক** (Ablative Case) বলে। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—**বৃক্ষ হইতে** পত্র পড়িতেছে। **ব্যাঘ্র হইতে** ভয় পায়। **বীজ হইতে** অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। **দুগ্ধ হইতে** মাখন তৈয়ায় হয়। এই সকল স্থলে "বৃক্ষ," "ব্যাঘ্র," "বীজ" ও "দুগ্ধ" অপাদান কারক।

অধিকরণ কারক—যে সময়ে বা যাহাতে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে **অধিকরণ কারক** (Locative Case) বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা,—**জলে** মৎস্য বাস করে, এখানে "জলে" অধিকরণ কারক। অধিকরণ দুই প্রকার—আধারাধিকরণ ও কালাধিকরণ। যাহাতে কোন কিছুর অবস্থিতি বুঝায় তাহাকে **আধারাধিকরণ** বলে। যথা,—**গৃহে** লোক আছে। যে সময়ে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাহাকে **কালাধিকরণ** বলে। যথা,—**দ্বিপ্রহরে** রোদের কিরণ তীক্ষ্ণ হয়।

পদ-পরিচয় (Parsing)—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় পরিচয় দেওয়ার নাম **পদ-পরিচয়** বা **পদান্বয়**। বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয়, পদ এই পাঁচ প্রকারের হইতে পারে। কোন্ পদের পরিচয় কালে কি কি বলিতে হইবে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

(ক) **বিশেষ্য**—কোন্ প্রকার বিশেষ্য, কারক, বিভক্তি, বচন, পুরুষ, লিঙ্গ এবং কোন্ ক্রিয়ার সহিত অম্বিত।

(খ) **বিশেষণ**—কোন্ প্রকার বিশেষণ ও কাহার বিশেষণ।

(গ) **সর্ব্বনাম**—কখন বিশেষ্যের মত ও কখন বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য হইলে বিশেষ্যের মত ও বিশেষণ হইলে বিশেষণের মত পদাম্বয় করিতে হয়।

(ঘ) **ক্রিয়া**—সমাপিকা কি অসমাপিকা, সকর্ম্মক কি অকর্ম্মক। সকর্ম্মক হইলে এককর্ম্মক, কি দ্বিকর্ম্মক, পুরুষ, বচন, কাল, কোন্ বাচ্যের ক্রিয়া, কর্ত্তা কে, সকর্ম্মক হইলে কর্ম্ম কি।

(ঙ) **অব্যয়**—কোন্ প্রকার অব্যয়।

দৃষ্টান্ত (Sample)—হে বালকগণ, তোমরা বাল্যকালে মনদিয়া পড়িবে।

হে—সম্বোধন সূচক অব্যয়।

বালকগণ—জাতিবাচক বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, সম্বোধন পদ, প্রথমা বিভক্তির বহুবচন।

তোমরা—সর্ব্বনাম, 'বালকগণ' এই পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। পুংলিঙ্গ, মধ্যম পুরুষ, প্রথমা বিভক্তির বহুবচন, কর্ত্তৃকারক, "পড়িবে" এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

বাল্যকালে—গুণবাচক বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, অধিকরণ কারক (কালাধিকরণ), সপ্তমী বিভক্তির একবচন।

মনদিয়া—ক্রিয়াবিশেষণ, "পড়িবে" এই ক্রিয়ার বিশেষণ।

পড়িবে—সমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক, এককর্ম্মক, মধ্যম পুরুষ, বহুবচন, কর্ত্তৃবাচ্য, ইহার কর্ত্তা "তোমরা," ইহার কর্ম্ম 'আপন পাঠ' উহ্য আছে।

১। অপূর্ণ স্থানে উপযুক্ত কারক যোগে পূর্ণ কর :—

— পাখীগণ গান করে। — বনের রাজা বলে। — খাইয়া জীবন ধারণ করি। — অবাধ্য হইও না, নচেৎ — জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে না। সূর্য্য — উদিত হয় এবং — অস্ত যায়। কখনও — — লোভ করিও না। সদা সত্য—কহিবে।

২। নিম্নলিখিত বাক্য সমূহের পদান্বয় কর :—

১। বর্ষাকালে ভেক ডাকে।

২। তিমি মৎস্য গভীর জলে বাস করে।

৩। সর্পের বিষ ভয়ঙ্কর।

৪। রুগ্ন হইলে ঔষধ সেবন করিবে।

৫। চন্দ্রের কিরণ অতি সুশীতল।

———

চতুর্থ অধ্যায়

শব্দরূপ

(বিশেষ্য ও সর্ব্বনাম শব্দের রূপ)

শব্দে বিভক্তি যোগের নিয়মগুলি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সেগুলি এখন মনে কর ও নীচের শব্দরূপ দেখ।

বালক শব্দের রূপ

কারক		বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা—Nominative		১মা	বালক	বালকেরা
কর্ম্ম	Objective	২য়া	বালককে, বালকেরে	বালকদিগকে, বালকদিগেরে
করণ	Objective	৩য়া	বালকদ্বারা, বালকদিয়া, বালককর্ত্তৃক	বালকদিগদ্বারা, বালকদিগদিয়া, বালকদিগকর্ত্তৃক
সম্প্রদান	Objective	৪র্থী	বালককে	বালকদিগকে
অপাদান	Objective	৫মী	বালকহইতে	বালকদিগহইতে
অধিকরণ	Objective	৭মী	বালকেতে, বালকে	বালকদিগেতে, বালকদিগে
সম্বন্ধপদ Possessive		৬ষ্ঠী	বালকের	বালকদিগের, বালকদের
সম্বোধন Vocative		১মা	বালক	বালকগণ

১। শব্দরূপ লিখ :—নর, পুত্র, গায়ক, পাঠক, গজ, অশ্ব, সূর্য্য, চন্দ্র, লেখক ইত্যাদি।

২। লিঙ্গ প্রকরণে যে সকল শব্দ পড়িয়াছ তাহাদের প্রধান প্রধান পাঁচটি অকারান্ত শব্দের রূপ লিখ।

মনে রাখিও পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গভেদে (সম্বোধন ভিন্ন) শব্দগুলির রূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু ক্লীবলিঙ্গের বেলায় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। সর্ব্বনাম সম্বন্ধেও সেই কথা। বিশেষ্যের ন্যায় শুধু সর্ব্বনাম শব্দের ক্লীবলিঙ্গেই রূপের পরিবর্ত্তন হয়।

স্ত্রীলিঙ্গ বালিকা শব্দের রূপ

কারক		বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা—Nominative		১মা	বালিকা	বালিকারা
কর্ম্ম	Objective	২য়া	বালিকাকে	বালিকাদিগকে
করণ	Objective	৩য়া	বালিকাদ্বারা বালিকাদিয়া বালিকাকর্ত্তৃক	বালিকাদিগদ্বারা বালকদিগদিয়া বালিকাদিগকর্ত্তৃক
সম্প্রদান	Objective	৪র্থী	বালিকাকে	বালিকাদিগকে
অপাদান	Objective	৫মী	বালিকাহইতে	বালিকাদিগহইতে
অধিকরণ	Objective	৭মী	বালিকাতে বালিকায়	বালিকাদিগেতে বালিকাদিগে

সম্বন্ধপদ Possessive—৬ষ্ঠী বালিকার { বালিকাদিগের, বালিকাদের

সম্বোধন Vocative—১মা বালিকে বালিকাগণ

১। শব্দরূপ লিখ—সখা, রমা, কন্যা, মালা, বিদ্যা।

২। লিঙ্গ প্রকরণে যে সকল শব্দ পড়িয়াছ তাহাদের প্রধান প্রধান পাঁচটি আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ লিখ।

ক্লীবলিঙ্গ বন শব্দের রূপ

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তা	(১মা)	বন	বনগুলি
কর্ম্ম	(২য়া)	বন	,,
করণ	(৩য়া)	বনদ্বারা	বনগুলিদ্বারা ইত্যাদি।

নিম্নে কতকগুলি শব্দের অসম্পূর্ণ রূপ প্রদত্ত হইল। ঐ সকল শব্দে সমুদয় বিভক্তি যোগ করিয়া পদ গঠন কর :—

ঋকারান্ত শব্দ :—

মাতৃ (Mother) মাতা মাতারা, মাতাকে ইত্যাদি
পিতৃ (Father) পিতা পিতারা, পিতাকে ,,
ভ্রাতৃ (Brother) ভ্রাতা ভ্রাতারা, ভ্রাতাকে ,,

অন্-ভাগান্ত :—

রাজন্ (King)	রাজা	রাজারা, রাজাকে	„
ব্রহ্মন্ (Brahman)	ব্রহ্মা	ব্রহ্মারা, ব্রহ্মাকে	„
শর্ম্মন্ (Sarman)	শর্ম্মা	শর্ম্মারা, শর্ম্মাকে	„

অস্-ভাগান্ত :—

মহাতেজস্ (Very powerful)	মহাতেজাঃ	মহাতেজারা, মহাতেজাকে	„
মনস্ (Mind)	মনঃ বা মন	মনসকল, মনকে	„
বিমনস্ (Unattentive)	বিমনাঃ	বিমনারা, বিমনাকে	„
উন্নতমনস্ (High minded)	উন্নতমনাঃ	উন্নতমনারা, উন্নতমনাকে	„

ঈয়স্-ভাগান্ত (পুং) :—

মহীয়স্ (Great souled)	মহীয়ান্	মহীয়ানেরা, মহীয়ানকে	”
মহৎ „	মহান্	মহানেরা, মহানদিগকে	”

(পুংলিঙ্গে মহান্ কিন্তু ক্লীবলিঙ্গে মহৎ ।)

বৎ ও মৎ ভাগান্ত (পুংলিঙ্গ) :—

জ্ঞানবৎ (Wise)	জ্ঞানবান্	জ্ঞানবানেরা, জ্ঞানবানকে	”
বুদ্ধিমৎ (Intelligent)	বুদ্ধিমান্	বুদ্ধিমানেরা, বুদ্ধিমানকে	”

ইন্ ভাগান্ত (পুংলিঙ্গ) :—

জ্ঞানিন্ (Wise)	জ্ঞানী	জ্ঞানীরা, জ্ঞানীকে	”
গুণিন্ (Qualified)	গুণী	গুণীরা, গুণীকে	„

বস্ ভাগান্ত (পুং) ঃ—

বিদ্বস্ (Learned) বিদ্বান্ বিদ্বানেরা, বিদ্বানকে ”

১। সমস্ত ঋকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ পিতৃ শব্দের মত, ঋকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মাতৃ শব্দের মত, অন্ ভাগান্ত শব্দ রাজন্ শব্দের মত, বৎ ও মৎ ভাগান্ত শব্দ জ্ঞানবৎ ও বুদ্ধিমৎ শব্দের মত এবং ইন্ ভাগান্ত শব্দ গুণিন্ শব্দের মত, ও বস্ ভাগান্ত শব্দ বিদ্বস্ শব্দের মত হইবে।

সর্ব্বনাম সংক্রান্ত :—

২। যে—সে, যাহা—তাহা, যত-তত—ইহাদের রূপ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত। ইংরেজিতে ইহাদিগকে (Correlatives) বলে। যেমন,—As—as, As—so, So—so etc.)

ক। যে—সে :—

'লেখা পড়া, করে যে,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।'

খ। যত—তত :—

(ক) যত কয় তত নয়।

(খ) ভাবনা যত যাতনা তত।

গ। যারে—তারে :—

যারে তারে বিশ্বাস করা ও বাসস্থান দেওয়া উচিত নয়।

ঘ। যাহা—তাহা :—

যাহা ইচ্ছা তাহা কর। ইত্যাদি।

৩। যাহা নামের পরিবর্ত্তে বসে তাহাই **সর্ব্বনাম**, ইহা তোমরা পূর্ব্বেই পড়িয়াছ। সুতরাং উহারা যে পদের পরিবর্ত্তে বসে সেই পদের লিঙ্গ ও বচন প্রাপ্ত হইলেও উহাদের **কারক** অর্থাৎ **Case** অন্যরূপ হইতে পারে। যেমন—

অসাধু ব্যক্তিগণের হৃদয় সর্ব্বদাই শঙ্কাপূর্ণ থাকে।

তাহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবনে শান্তি পায় না।

উপরের উদাহরণের প্রথম বাক্যের বিশেষ্য পদ হইল 'ব্যক্তিগণের', পরবর্ত্তী বাক্যের সর্ব্বনাম পদে কিন্তু 'তাহারা' ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং নাম পদের কারকে ও সর্ব্বনামের কারকে পার্থক্য ঘটিয়াছে।

৪। সর্ব্বনাম শব্দের **সম্ভ্রমার্থ** ও **তুচ্ছার্থ** ভেদেও রূপের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। তবে মোটামুটি ভাবে কারক ও বিভক্তি সম্বন্ধে বিশেষ্যে যাহা প্রযোজ্য সর্ব্বনামেও তাহাই প্রযোজ্য।

৫। **পূর্ব্ব, সর্ব্ব, অন্য, পর, উভয়** ইত্যাদি সর্ব্বনাম শব্দের রূপ সাধারণ অকারান্ত শব্দের ন্যায়ই হইবে। কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় সর্ব্বনাম শব্দের রূপ অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল।

৬। সর্ব্বনাম শব্দে গৌরবার্থে প্রাণিবাচক শব্দের পরিবর্ত্তে বসিলে প্রায়ই (ঁ) চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হয়।

৭। * সম্বন্ধ পদ সম্বন্ধে ষট্কারকের উদাহরণ সম্পর্কেই কতকটা বলা হইয়াছে। কিন্তু অভিভাষণ বা **সম্বোধন পদ**

* নোট—সম্বন্ধ বহু প্রকার। যথা—আধারাধেয়, অভেদ, নিমিত্তার্থক ইত্যাদি।

সম্বন্ধে সেখানে কিছু বলা হয় নাই। এখানে সে বিষয়ই একটু বলা হইল। কথা কয়টি ভালরূপে মনে রাখিও। মনুষ্য, বিদ্যা, মুনি, দেবী, নদী, সাধু, বিধু, বধূ, গুণিন, রাজন্ প্রভৃতি শব্দ সম্বোধনে মনুষ্য, বিদ্যে, মুনে, দেবি, নদি, সাধো, বিধো, বধূ এবং গুণিন, রাজন্ ইত্যাদি রূপ হয়। অর্থাৎ আকারান্ত, ই, ঈ কারান্ত এবং উ, ঊ কারান্ত প্রভৃতি সকল শব্দেরই কতকটা পরিবর্ত্তন হয়। কেবল অকারান্ত ও নকারান্ত শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

বিভক্তি যোগে সর্ব্বনাম শব্দের রূপ

(Declension of Pronouns)

মূল শব্দ	প্রথমার একবচনে		অন্যান্য বিভক্তি পরে থাকিলে	
	সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে	সম্ভ্রমার্থে	তুচ্ছার্থে
অস্মদ্ (I)	আমি	মুই	আমা	মো
যুষ্মদ্ (You)	তুমি	তুই	তোমা	তো
যদ্ (Who)	যিনি	যে	যাহা	যা
তদ্ (He)	তিনি	সে	তাহা	তা
এতদ্ (He, It) / ইদম্ (This)	ইনি	এ	ইহা	এ
অদস্ (That)	উনি	ও	উহা	ও
কিম্ (Who)	কে	কে	কাহা	কা

* অস্মদ্ শব্দের রূপ

পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ

কারক	বিভক্তি	সম্ভ্রমার্থে একবচন	সম্ভ্রমার্থে বহুবচন	তুচ্ছার্থে একবচন	তুচ্ছার্থে বহুবচন
কর্ত্তৃকারক	১মা	আমি	আমরা	মুই	মোরা
কর্ম্মকারক	২য়া	আমাকে, আমারে	আমাদিগকে	মোরে	মোদিগকে
করণকারক	৩য়া	আমাদ্বারা, আমাদিয়া, আমাকর্ত্তৃক	আমাদিগদ্বারা, আমাদিগদিয়া, আমাদিগকর্ত্তৃক	মোদ্বারা, মোদিয়া, মোকর্ত্তৃক	মোদিগদ্বারা, মোদিগদিয়া, মোদিগকর্ত্তৃক
সম্প্রদানকারক	৪র্থী	আমাকে, আমারে	আমাদিগকে, আমাদিগেরে	মোকে, মোরে	মোদিগকে, মোদিগেরে
অপাদানকারক	৫মী	আমাহইতে	আমাদিগহইতে	মোহইতে	মোদিগহইতে
অধিকরণকারক	৭মী	আমাতে, আমায়	আমাদিগেতে	মোরে	মোদিগেতে
সম্বন্ধ	ষষ্ঠী	আমার	আমাদের, অমাদিগের	মোর	মোদের

* অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ শব্দের রূপ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ভেদে কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

যদ্ শব্দের রূপ

পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ

কারক	বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
কর্ত্তৃকারক	১মা	যিনি যে	যাঁহারা, যাহারা, যারা
কর্ম্মকারক	২য়া	যাঁহাকে, যাহাকে, যাকে	যাঁহাদিগকে, যাহাদিগকে, যাদিগকে
করণকারক	৩য়া	যাঁহাদ্বারা, যাহাদ্বারা যাদ্বারা	যাঁহাদিগদ্বারা যাহাদিগদ্বার যাদিগদ্বারা
সম্প্রদানকারক	৪র্থী	যাঁহাকে, যাহাকে, যাকে	যাঁহাদিগকে, যাহাদিগকে, যাদিগকে
অপাদানকারক	৫মী	যাঁহাহইতে যাহাহইতে যাহইতে	যাঁহাদিগহইতে যাহাদিগহইতে যাদিগহইতে
অধিকরণকারক	৭মী	যাঁহায় যাহাতে যাতে	যাঁহাদিগেতে যাহাদিগেতে যাদিগেতে
সম্বন্ধ	ষষ্ঠী	যাঁহার যাহার যার	যাঁহাদিগের যাহাদিগের যাদিগের

পঞ্চম অধ্যায়

বিশেষণের তারতম্য

(Comparison of Adjectives)

বিশেষণ পদ—যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা প্রকাশিত হয় তাহাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন—

(ক) **উত্তম** বালক। (গ) **মিষ্ট** ফল।
(খ) **শীতল** বায়ু। (ঘ) **শুভ্র** কেশ।

উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অর্থে বিশেষণের আকার ভেদ—দুই বা বহুর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে বিশেষণের আকার পরিবর্ত্তিত হয়। বিশেষণের এইরূপ আকার পরিবর্ত্তনকেই **বিশেষণের তারতম্য** বলা হয়।

বিশেষণে তর প্রত্যয় যোগ—দুই এর মধ্যে তুলনা বুঝাইতে বিশেষণের উত্তর **তর** প্রত্যয় হয়। যেমন—শীতল, শীতলতর, মিষ্ট, মিষ্টতর, শুভ্র, শুভ্রতর ইত্যাদি।

বিশেষণে তম প্রত্যয় যোগ—দুই এর অধিক বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা বুঝাইতে বিশেষণের উত্তর **তম** প্রত্যয় হয়। যেমন,—শীতলতম, মিষ্টতম, শুভ্রতম ইত্যাদি। এইরূপ,—দীর্ঘতম, কৃষ্ণতম, উষ্ণতম, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম ইত্যাদি।

নিম্নে কতগুলি **তর, তম** প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদের তারতম্যের উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

বিশেষণ পদ	তর প্রত্যয়	তম প্রত্যয়
বৃহৎ (Large)	বৃহত্তর	বৃহত্তম
ক্ষুদ্র (Small)	ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্রতম
গুরু (Heavy)	গুরুতর	গুরুতম
লঘু (Light)	লঘুতর	লঘুতম
উৎকৃষ্ট (Good)	উৎকৃষ্টতর	উৎকৃষ্টতম
নিকৃষ্ট (Bad)	নিকৃষ্টতর	নিকৃষ্টতম
ঊর্দ্ধ (High)	ঊর্দ্ধতর	ঊর্দ্ধতম
নিম্ন (Low)	নিম্নতর	নিম্নতম
দূর (Far)	দূরতর	দূরতম
নিকট (Near)	নিকটতর	নিকটতম
বলিষ্ঠ (Strong)	বলিষ্ঠতর	বলিষ্ঠতম
বুদ্ধিমান্ (Intelligent)	বুদ্ধিমত্তর	বুদ্ধিমত্তম
গুণবান্ (Wise)	গুণবত্তর	গুণবত্তম
প্রিয় (Dear)	প্রিয়তর	প্রিয়তম
অল্প (Little)	অল্পতর	অল্পতম

তর ও **তম**এর পরিবর্ত্তে যথাক্রমে **ইয়স্** ও **ইষ্ঠ** যোগেও বিশেষণের তুলনা করা হইয়া থাকে।

বিশেষণ পদের সহিত **ঈয়স্** ও **ইষ্ঠ** যোগে গঠিত পদের দৃষ্টান্ত :—

বিশেষণ	'ঈয়স্' যোগে গঠিত পদ	'ইষ্ঠ' যোগে গঠিত পদ
গুরু (Heavy)	গরীয়ান্	গরিষ্ঠ
লঘু (Light)	লঘীয়ান্	লঘিষ্ঠ
মহৎ (Noble)	মহীয়ান্	মহিষ্ঠ
তেজস্বী (Powerful)	তেজীয়ান্	তেজিষ্ঠ
বলবান (Strong)	বলীয়ান্	বলিষ্ঠ
বহু (Many)	ভূয়ান্	ভূয়িষ্ঠ
প্রিয় (Dear)	প্রেয়ান্	প্রেষ্ঠ
বৃদ্ধ (Old)	বর্ষীয়ান্ বা জ্যায়ান্	বলিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ
যুবা (Young)	কনীয়ান্	কনিষ্ঠ
প্রশস্য (Superior)	শ্রেয়ান্	শ্রেষ্ঠ

কেবল মাত্র বিশুদ্ধ সংস্কৃত বিশেষণ শব্দের উত্তর 'তর', 'তম', 'ঈয়স্' ও 'ইষ্ঠ' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করা হয়।

অধিকতর (More) ও **অধিকতম** (Most) এই দুইটী পদ যদি কোন বিশেষণের বিশেষণরূপে ব্যবহার করা যায় তবে সেই বিশেষণ পদে **তর** বা **তম** যোগ করিতে হয় না। যথা,—অধিকতর মহৎ বা মহত্তর ; অধিকতম মহৎ বা মহত্তম ; অধিকতর বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমত্তর ; অধিকতম বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমত্তম ইত্যাদি।

যে সকল শব্দে **তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ** প্রত্যয় যোগ দেখা যায় না তাহাদের পূর্ব্বে 'অধিকতর,' 'অধিকতম' ব্যবহার করিয়া তারতম্য বুঝান হয়।

কোন কোন ক্রিয়া-বিশেষণেও 'তর' ও 'তম' যোগ করা হয়। যথা,—ঘোড়ার গাড়ী **দ্রুত** চলে। রেল গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা **দ্রুততর** চলে। মোটর গাড়ী সকল গাড়ীর মধ্যে **দ্রুততম** চলে।

ঈয়স্ এবং ইষ্ঠ যোগে রচিত পদের সহিত তর ও তম যোগ করা যায় না। কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠতর ও শ্রেষ্ঠতম শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

সকল বিশেষণের উত্তর ঈয়স্, ইষ্ঠ, **তর** ও **তম** ইত্যাদি প্রত্যয় যুক্ত হয় না। স্থলবিশেষে আবার অপেক্ষা, হইতে, চেয়ে, থেকে ইত্যাদি অব্যয় যোগেও বিশেষণের তারতম্য সূচিত হয়। যেমন— জল **অপেক্ষা** তৈল হাল্কা।

ধন **হইতে** মান বড়।

দুধের **চেয়ে** ঘোল পুষ্টিকর।

যে সকল ক্ষেত্রে তর, তম, ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় না সে সকল ক্ষেত্রে 'অধিক', 'অল্প' ইত্যাদি শব্দদ্বারাও তারতম্য সূচিত হইতে পারে। যেমন—স্থলচর জীবের মধ্যে হস্তী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান। ধাতুর মধ্যে লৌহ অধিক প্রয়োজনীয়। কিন্তু স্বর্ণের মূল্য সবচেয়ে বেশী। পশুর মধ্যে সিংহ অধিক সাহসী।

অনুশীলনী

১। কারক কাহাকে বলে ?

২। উহা কত প্রকার এবং কি কি ?

৩। সম্বোধন কাহাকে বলে? উহাতে কোন্ বিভক্তি হয় বুঝাইয়া দেও।

৪। প্রথমা বিভক্তি কোথায় ব্যবহার হয়?

৫। কর্ম্মকারক কাহাকে বলে?

৬। উহাতে কোন্ বিভক্তি হয় তাহার উদাহরণ দাও।

৭। মুখ্য ও গৌণ কর্ম্ম কাহাকে বলে?

৮। করণ, সম্প্রদান ও অপাদান কারকে কোন্ বিভক্তি হয়?

৯। সম্প্রদানে ৪র্থী ও ক্রিয়াযোগে ৪র্থী বলিলে কি বুঝায় এবং উহাদের মধ্যে প্রভেদ দেখাও।

১০। সম্বন্ধকে কারক বলা হয় না কেন? উহাতে কি বিভক্তি হয়?

১১। অধিকরণ কারক কত প্রকার ও কি কি?

১২। নর, রমা, বন, যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের রূপ লিখ। যদ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ লিখ।

১৩। সর্ব্বনামের কারক কিরূপে নিরূপিত হয়?

১৪। নিম্নলিখিত শব্দগুলি অধিকরণ কারকে ব্যবহার করিয়া এক একটী পূর্ণ বাক্য রচনা কর :—

ক্ষেত্র, বাগান, মধ্যাহ্ন, রাত্রি, কাল, মাস, মহকুমা, বন্দর, নদী, সাগর।

১৫। নিম্নলিখিত শূন্য স্থানগুলি উপযুক্ত সর্ব্বনাম যোগে পূর্ণ কর :—

(ক) কোন কোন লোক আছে — দৈহিক শ্রমকে নিন্দনীয় মনে করে?

(খ) 'কি যাতনা বিষে বুঝিবে — কি সে?'

(গ) 'কি কারণ দীন — মলিন বদন?'

(ঘ) 'তব দুঃখ নিরখিয়া দুঃখী হবে — হিয়া — — করিবে নিবারণ?'

১৬। এমন একটি বাক্য রচনা কর যাহাতে একটি কর্ত্তৃকারক, ২টি কর্ম্মকারক, ১টি করণ কারক ও ১টি সম্প্রদান কারক থাকে।

১৭। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কারক সংক্রান্ত পার্থক্য সপ্রমাণ কর :— (ক) ধোপাকে বস্ত্র দাও।

(খ) ভৃত্য পাঁচুকে বস্ত্র দেও।

(গ) পুরোহিত ঠাকুরকে দক্ষিণা দেও।

(ঘ) ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেও।

১৮। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির কারক নির্দ্দেশ কর :—

(ক) **লোকে** বলে তুমি করুণা নিধি।

(খ) **তোমাকে** ছাড়া একাজ হইবে না।

(গ) মূর্খ **পুত্র হইতে** সুখ লাভ অসম্ভব।

(ঘ) **পাশা** খেলি রাজ্য হরে।

(ঙ) **বসন্তের** প্রভাত অতি সুন্দর।

(চ) **আকাশে** মেঘ করিয়াছে।

(ছ) পুকুরে **ভেক** ডাকিতেছে।

(জ) আপন পাঠেতে **মন** করহ নিবেশ।

১৯। নিম্নলিখিত শূন্য স্থানগুলি এক একটি বিশেষণ পদ দ্বারা পূর্ণ কর :—

আরব দেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা — অনুর্ব্বর। — ব্যক্তি অসাধু অপেক্ষা — আদরণীয়। স্বাস্থ্য পৃথিবী মধ্যে — সম্পদ্। কলিকাতা ঢাকা হইতে—সহর। নবীন শ্রেণীর মধ্যে—বালক।

২০। নিম্নলিখিত বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

মিষ্ট, টক, গুরু, লঘু, দূরতর, নিকটতম, প্রিয়তর, নিম্নতম।

২১। তুলনা কর (Compare) :—উষ্ণ, উৎকৃষ্ট, দয়ালু ও সাধু।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্রিয়া প্রকরণ

(ক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থা ও রূপ)

(CONJUGATION)

ক্রিয়া (Verb)—বিধেয়াংশের মূল পদ হইল ক্রিয়া। বিশেষ্যকে আশ্রয় করিয়া যেমন উদ্দেশ্যাংশ গঠিত হয় সেইরূপ ক্রিয়া পদকে আশ্রয় করিয়া **বিধেয়াংশ** গঠিত হয়। সুতরাং দেখা যায় বিধেয়াংশের প্রধান পদই হইল ক্রিয়া।

ধাতু—এই ক্রিয়াপদের মৌলিক উপাদান আবার ধাতু। ধাতু আবার দ্বিবিধ। **সংস্কৃত** ও **বাঙ্গালা** ধাতু।

সংস্কৃত ধাতু—যে সকল ধাতু সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়া অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাদিগকে সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন—কৃ (করা), গম (যাওয়া), স্থা (থাকা), ভূ (হওয়া)।

বাঙ্গালা ধাতু—এগুলির অধিকাংশও সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন, তবে অনেক রূপান্তরিত অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ভাষা হইতে যে সমস্ত ধাতু বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদিগকে বিজাতীয় ধাতু বলে। যেমন—ঝুল, টুই, ঠেল্।

কতিপয় বাঙ্গালা ধাতুর উদাহরণ

কর্ (করা)	দেখ্ (দেখা)
ধর্ (ধরা)	বস্ (বসা)
বল্ (বলা)	চল্ (চলা)
খা (খাওয়া)	পড়্ (পড়া)
হ (হওয়া)	পা (পাওয়া) ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ গঠন প্রণালী—উপরের লিখিত ধাতুগুলির সঙ্গে ক্রিয়া বিভক্তি যুক্ত হইলেই ক্রিয়া পদ প্রস্তুত হয়। **ক্রিয়া দুই প্রকার।**

সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার কর্ম্ম থাকে তাহাকে সকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। আর যে ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া বলে কতিপয় অকর্ম্মক ক্রিয়ার উদাহরণ, যথা—

শোওয়া	হওয়া	বসা
আর	ভ্রমণ	মরণ
বাঁচা	নাচা	কাঁপা
কাঁদা	থাকা	জাগরণ
পচন	ধাবন	খেলা
হাসা	লাজ	ভয়

[illegible]

সকর্ম্মক ক্রিয়া সকল দুই ভাগে বিভক্ত যথা- **এককর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক।**

এককর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া—যে ক্রিয়ার একটি মাত্র কর্ম্ম থাকে তাহাকে এককর্ম্মক ক্রিয়া বলে। **শিশু চন্দ্র** দেখিতেছে। যে ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্ম থাকে তাহাকে দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। ধনী **দরিদ্রকে ধন** দান করিতেছে। আনা, দেওয়া, বলা, পড়ান, চালান, দেখান প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক।

নিজন্ত ক্রিয়া—কর্ত্তা যে ক্রিয়া অন্য দ্বারা সম্পন্ন করায় সেই ক্রিয়াকে **নিজন্ত ক্রিয়া** বা Causative verb বলে। যেমন,—রাজা অশোক অনেক পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নিজন্ত হইলে অকর্ম্মক ক্রিয়া সকর্ম্মক হয় এবং সকর্ম্মক ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক হয়।

ক্রিয়ার রূপ—**পুরুষ, কাল** ও **বচন** ভেদে ক্রিয়ার রূপের যে রূপান্তর হয় তাহাকেই ক্রিয়ার রূপ বা **Conjugation** বলে।

ক্রিয়া বিশেষণ—ইহাও ক্রিয়া পদকে আশ্রয় করে বলিয়া ক্রিয়াপদের অন্তর্গত।

পুরুষ—পূর্ব্বেই পড়িয়াছ পুরুষ তিন প্রকার। যথা—উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ। ক্রিয়ার রূপ সাধনকালে মনে রাখিবে পুরুষভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপান্তর হয় কিন্তু অসমাপিকা ক্রিয়ার কোন রূপান্তর হয় না।

কাল—ক্রিয়া যে সময়ে নিষ্পন্ন হয় তাহাকে কাল বলে।

কাল তিন প্রকার, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ, ইহাও পড়িয়াছ।

ক্রিয়া বিভক্তি—ধাতুর সহিত যে সকল বিভক্তি যুক্ত হইয়া সমাপিকা ক্রিয়া পদ গঠিত হয়, তাহাদিগকে **ক্রিয়া-বিভক্তি** বলে। ক্রিয়াবিভক্তি নয়টি। ইহারা আবার তিনটি পুরুষভেদে তিন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত।

(পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠা দেখ)

কর্ ধাতুর রূপ

কাল	বিভক্তি	3rd person প্রথম পুরুষ (সে)	2nd person মধ্যম পুরুষ (তুমি)	1st person উত্তম পুরুষ (আমি)
বর্ত্তমান	বর্ত্তমানা	করিতেছে	করিতেছ	করিতেছি
	নিত্যপ্রবৃত্তা	করে	কর	করি
অতীত	অদ্যতনী	করিল	করিলে	করিলাম
	হ্যস্তনী	করিয়াছে	করিয়াছ	করিয়াছি
	পরোক্ষা	করিয়াছিল	করিয়াছিলে	করিয়াছিলাম
	পুরানিত্যবৃত্তা	করিত	করিতে	করিতাম
	অসম্পন্না	করিতেছিল	করিতেছিলে	করিতেছিলাম
অনুজ্ঞা	আদেশিনী	করুক	কর	করি
ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যন্তী	করিবে	করিবে	করিব

মন্তব্য :—

১। সম্ভ্রমার্থে—ইল, ইয়াছিল, ইতেছিল স্থলে ইলেন, ইয়াছিলেন ও ইতেছিলেন হয়।

২। তুচ্ছার্থে বা (অনাদরে)—ইতেছ, ইয়াছ স্থলে ইতেছিলি, ইয়াছিলি প্রভৃতি হয়।

৩। স্বরান্ত ও হকারান্ত ধাতুর আদেশিনী ও নিত্যপ্রবৃত্তা বিভক্তির খা স্থানে খাও, হ্ স্থানে হও ইত্যাদি হয়।

৪। পদ্যেও বিভক্তিগুলির কিছু পরিবর্তন হয়। যেমন,—ইলে, ইলেন, ও ইলে স্থলে কখন কখন ইলা হয় এবং ইতাম ও ইলাম স্থলে কখন কখন ইনু ইত্যাদি হয়।

৫। অনুজ্ঞার্থেও স্থানবিশেষে কখন কখন ইস্ হয়।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ ইত্যাদি
(Participles and Gerunds etc.)

Participles (পার্টিসিপল্‌স্) বলিতে অসমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষণ, ভাব বিশেষ্য (Gerund) ইত্যাদিকেই বুঝায় এবং উহাদের সম্বন্ধেই ক্রমে এখন বলা হইবে।

অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়া এই তিন ভাবেই বাক্যমধ্যে বসিতে পারে। প্রথমেই ক্রিয়া রূপে ব্যবহার দেখান হইল :—

সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া—আমি পত্র লিখিব। আমি পত্র লিখিয়া খাইব। প্রথম উদাহরণে বাক্যটি

সম্পূর্ণ শেষ হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের "লিখিয়া' ক্রিয়াদ্বারা বাক্য সম্পূর্ণ শেষ না হইয়া উহা 'খাইব' ক্রিয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে। এস্থলে প্রথম বাক্যের ক্রিয়াটি সমাপিকা ও দ্বিতীয় বাক্যের ক্রিয়াটি অসমাপিকা।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (Participial Adjective)—যে পদগুলি **ক্রিয়ার** অর্থও প্রকাশ করে, আবার **বিশেষণের** অর্থও প্রকাশ করে তাহাদিগকে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বলে। যেমন,—লোকটি **মরিতে** চলিয়াছে। লোকটি **ম্রিয়মাণ**। **আহত** লোকটি **নিহত** হইয়াছে। এখানে মরিতে, ম্রিয়মাণ, আহত ও নিহত পদ গুলিদ্বারা ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয় প্রকারের অর্থ প্রকাশিত হইতেছে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য (Gerunds)—প্রাতঃকালে **ভ্রমণ করা** স্বাস্থ্যকর=*Early rising* is good for health. **ঘোড়ায় চড়া** একটি উত্তম ব্যায়াম=*Riding* is a good exercise. যেখানে অসমাপিকা ক্রিয়াটি বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হয় সেখানে উহাকে সাধারণ বিশেষ্যবাচক পদ বা (Verbal nouns) বলা হয়। আর যেখানে অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সূচিত হয় সেখানে উহাকে উদ্দেশ্যবাচক পদ বা (Gerund) বলে। যেমন—আমি **পড়িতে** (পড়ার উদ্দেশ্যে) যাই। তোমরা **খেলিতে** (খেলিবার উদ্দেশ্যে যাও, ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও বিশেষ্য ইত্যাদি গঠন প্রণালী।

ধাতুর উত্তর সাধারণতঃ প্রত্যয়াদি যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। এতদ্‌সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল। উহা ভালরূপে মনে রাখিও।

ক্রিয়াবাচক বিশেষণ গঠন প্রণালী ঃ—

উদাহরণ (Examples) :—

শুন্‌+আ=শোনা কথা
কাট্‌+আ=কাটা গাছ
কষ্‌+আ=কষা অঙ্ক
তোল্‌+আ=তোলা জল

নিয়ম (Rule)—(১) বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর 'আ' প্রত্যয় যোগে কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদ প্রস্তুত হয়।

উদাহরণ (Examples) :—

কাঁদ্‌+অ=কাঁদ মুখ
ফোট্‌+অন্ত=ফোটন্ত ফুল
কাট্‌+তি=কাট্‌তি জিনিষ
ঘাট্‌+তি=ঘাট্‌তি টাকা

নিয়ম (Rule)—(২) বাংলা ধাতুর উত্তর অ, অন্ত, তি প্রভৃতি প্রত্যয় যোগেও কতকগুলি বিশেষণ পদ গঠিত হয়।

(৩) ইয়া, ইতে, ইলে প্রত্যয়ান্ত কতিপয় অসমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়।

চলিতে চলিতে বলিল।

চন্দ্র উঠিলে আঁধার দূর হইল।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন প্রণালী ঃ—

উদাহরণ (Examples) ঃ—

তোল্ + আ = তোলা

শুন্ + আ = শোনা

দেখ্ + আ = দেখা, ইত্যাদি।

নিয়ম (Rule)—(১) বাংলা ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় যোগে কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

উদাহরণ (Examples) ঃ—

বল্ + অন্ = বলন

রাঁধ্ + ন = রাঁধন

বাঁধ্ + ন = বাঁধন

বলা + ন = বলান

পড়া + ন = পড়ান

নিয়ম (Rule)—(২) বাংলা ধাতুর উত্তর অন, ন প্রভৃতি প্রত্যয় যোগেও কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

উদাহরণ (Examples) ঃ—

গম্ + অনট্ = গমন

শ্রু + অনট্ = শ্রবণ

কৃ+অনট্=করণ

নি+বস্+ঘঞ=নিবাস

নিয়ম (Rule)—(৩) সংস্কৃত ধাতুর উত্তর ঘঞ, অনট্ প্রভৃতি প্রত্যয় যোগেও কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হয়।

উদাহরণ (Examples) :—

তোলা জল, জল তোলা ;

খোলা দরজা, দরজা খোলা ;

পড়া পুস্তক, পুস্তক পড়া ;

কিনা জুতা, জুতা কিনা

নিয়ম (Rule)—(৪) কতকগুলি শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় রূপই ব্যবহৃত হইতে পারে।

এই সকল শব্দ প্রায়ই 'অ' বা 'না' প্রত্যয়ান্ত থাকে।

ভাববাচক বিশেষ্য পদগুলি ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়া রূপে ইহারা কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি কারকের সহিত অন্বিত হইবে এবং বিশেষ্য রূপে ইহারা কর্ত্তা, কর্ম্ম ইত্যাদি ভাবে বসিবে।

বাচ্য-প্রকরণ
(Voice)

বিধেয় বা ক্রিয়াপদের বাচ্য ত্রিবিধ। যথা,—**কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য** ও **ভাববাচ্য**।

কর্ত্তৃবাচ্য
(Active Voice)

উদাহরণ (Examples) :—

(ক) যদু গোলটেবিল বৈঠকের সংবাদ পড়িতেছে।

(খ) নবীন বায়োস্কোপ (চলচ্চিত্র) দেখিতেছে।

(গ) করিম ফুটবল খেলিতেছে।

নিয়ম (Rule)—এইরূপ, যে বাক্যে কর্ত্তায় প্রথমা, কর্ম্মে দ্বিতীয়া ও ক্রিয়াটি কর্ত্তা যে পুরুষের সেই পুরুষের হয় তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্য বা Active Voice বলে। কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তার প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে।

কর্ম্মবাচ্য
(Passive Voice)

উদাহরণ (Examples) :—

(ক) যদু কর্ত্তৃক গোলটেবিল বৈঠকের সংবাদ পঠিত হইতেছে।

(খ) নবীন কর্ত্তৃক বায়োস্কোপ (চলচ্চিত্র) দৃষ্ট হইতেছে।

(গ) করিম কর্ত্তৃক ফুটবল খেলা হইতেছে।

নিয়ম (Rule)—এরূপ, যে বাক্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া, কর্ম্মে ১মা ও ক্রিয়াটি কর্ম্মের অনুযায়িনী হয় সেই বাক্যকে কর্ম্ম বাচ্যের বাক্য Passive Voice বলে। কর্ম্মবাচ্যে কর্ম্মের প্রাধান্য থাকে।

ভাববাচ্য

উদাহরণ (Examples) :—

(ক) আমাকে বাজারে যাইতে হইবে। (দ্বিতীয়া)

(খ) কচিৎ আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় (লোক কর্ত্তৃক)। (তৃতীয়া)

(গ) আমার পড়া হয় নাই, তাহার যাওয়া হইবে না। (ষষ্ঠী)

নিয়ম (Rule)—যে বাক্যে ক্রিয়ার প্রাধান্য বর্ত্তমান থাকে তাহাকে ভাববাচ্যের বাক্য বলে। ভাব-বাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া, ষষ্ঠী বা দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়াটি সর্ব্বদাই নামপুরুষের হয়।

কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য

(Passive-Active Voice)

উদাহরণ (Examples) :—

(ক) পূজা বাটীতে ঢাক বাজিতেছে।

(খ) ঠাস্ ঠাস্ ভাঙ্গিতেছে বাগানের বাঁশ।

(গ) জল অতি শীতল বোধ হইতেছে।

নিয়ম (Rule)—যে বাক্যে ক্রিয়াপদটির কর্ত্তৃবাচ্যের রূপ হয় কিন্তু উহা কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত থাকে এবং কর্ম্মের অর্থ প্রধান ভাবে প্রকাশ করে এবং কর্ম্মটিই কর্ত্তার কাজ করে তাহাকে কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য বলে।

কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ত্তায় কোন কোন স্থলে দ্বিতীয়া বিভক্তিও হইতে পারে। যেমন,—তোমাকে এরূপ রুগ্ন দেখায় কেন?

বাচ্যান্তর
(Change of Voice)

এক বাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে প্রকাশ করার নাম বাচ্যান্তর। কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যে কর্ম্ম (object) থাকিলে কর্ম্মবাচ্যে, এবং ক্রিয়াটি অকর্ম্মক হইলে ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তন করা যায়।

কর্ম্মবাচ্যের মুখ্য কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদ গঠন প্রণালী (About the *object* and the *verb* of the Passive Voice)—কর্ত্তৃবাচ্যের কর্ত্তার সহিত দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি তৃতীয়া বিভক্তি যোগ করিয়া এবং ক্রিয়াপদকে বাংলা আ প্রত্যয়ান্ত ও সংস্কৃত ক্ত প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সহিত 'হ' প্রভৃতি ধাতু যোগ করিয়া ক্রিয়া পদ গঠন করা হয়। যেমন,—ধরা হয় স্থলে ধৃত হয়, সংস্কৃত পড়া হয় স্থলে পঠিত হয় ইত্যাদি।

ভাব-বাচ্য—কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যের কর্ত্তার সহিত (ক্রিয়াটি অকর্ম্মক হইলে) 'কে', 'দ্বারা', 'দিয়া', 'র' প্রভৃতি দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও ষষ্ঠী বিভক্তি যোগে এবং বাংলা আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের সহিত 'হ' প্রভৃতি ধাতু যোগে ভাববাচ্যের ক্রিয়া পদ গঠন করা হয়। যাই, আসি, খাই প্রভৃতি যথাক্রমে যাওয়া হয়, আসা হয়, খাওয়া হয় ইত্যাদি রূপ আকারপ্রাপ্ত হয়।

১। কর্ত্তৃবাচ্যকে কর্ম্মবাচ্যে পরিবর্ত্তন।
(From Active into Passive Voice)

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি বিনোদকে দেখি।

কর্ম্মবাচ্য—আমাকর্ত্তৃক বিনোদ দৃষ্ট হয়।

কর্ত্তৃবাচ্য—পুলিশ চোর ধরিয়াছে।

কর্ম্মবাচ্য—পুলিশ কর্ত্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—কোন খল ব্যক্তি এই কাজ করিয়াছে।

কর্ম্মবাচ্য—কোন খল ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই কাজ কৃত হইয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি তাহাকে দেখাইয়াছি।

কর্ম্মবাচ্য—আমা কর্ত্তৃক তাহাকে দেখান হইয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি তাহাকে একটি টাকা দিব।

কর্ম্মবাচ্য—আমাকর্ত্তৃক তাহাকে একটি টাকা দেওয়া হইবে।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিলেই কর্ম্মবাচ্যকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তন করা হয়। যেমন,—

কর্ম্মবাচ্য—আমাকর্ত্তৃক বিনোদ দৃষ্ট হয়।

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি বিনোদকে দেখি। ইত্যাদি

২। কর্ম্মবাচ্যকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তনের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত

কর্ত্তৃবাচ্য—রহিম করিমকে প্রহার করিয়াছে।

কর্ম্মবাচ্য—রহিম কর্ত্তৃক করিম প্রহৃত হইয়াছে।

কর্ম্মবাচ্য—সুশীলা কর্ত্তৃক রামায়ণ পঠিত হয়।

কর্ত্তৃবাচ্য—সুশীলা রামায়ণ পড়ে।
কর্ম্মবাচ্য—ভৃত্য কর্ত্তৃক জল আনীত হইতেছে।
কর্ত্তৃবাচ্য—ভৃত্য জল আনিতেছে।

৩। কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যকে ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তন

কর্ত্তৃবাচ্য—আমি যাই নাই।
ভাববাচ্য—আমার যাওয়া হয় নাই।
কর্ত্তৃবাচ্য—রমেশ খেলার মাঠে যাইবে না।
ভাববাচ্য—রমেশের খেলার মাঠে যাওয়া হইবে না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি বিপরীত ভাবে বিবেচনা করিলেই ভাববাচ্যকে কর্ত্তৃবাচ্যে পরিবর্ত্তন করা হয়। যথা,—

(ক) ভাববাচ্য = আমার যাওয়া হয় নাই।
(খ) কর্ত্তৃবাচ্য = আমি যাই নাই।

ক্রিয়াবিভক্তির ব্যবহার ও কাল
(Uses of Verbs and Tenses)

কাল—ক্রিয়ার সময়কে **কাল** বলে। কাল তিন প্রকার। বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান কাল—বর্ত্তমান কাল আবার তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) বিশুদ্ধ বর্ত্তমান (২) নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও (৩) ঐতিহাসিক বর্ত্তমান।

উদাহরণ :—(ক) কাক ডাকিতেছে।
(খ) আমি একমাস যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছি।

(গ) সূর্য্য অস্তমিত হইলে চন্দ্র উদিত হয়।

(ঘ) সিংহ মাংস খায়।

(ঙ) ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয়।

প্রথম দুইটি বাক্যে ক্রিয়াটি এখনও চলিতেছে এরূপ বুঝায়। ইহাকে বিশুদ্ধ বর্ত্তমান বা Present Progressive Tense বলে। এইরূপ বাক্যে ক্রিয়ার শেষে **'ইতেছে' 'ইতেছি'** ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ হয়।

(গ) এবং (ঘ) বাক্যে ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে এরূপ বুঝায়। ইহাকে **নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান** বা Present Indefinite Tense বলে। উহার বিভক্তি (এ)।

শেষ দৃষ্টান্তে ক্রিয়াটি বহু পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া থাকিলেও উহাতে বর্ত্তমান কালের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ বর্ত্তমান কালকে **ঐতিহাসিক বর্ত্তমান** (Historic Present) কাল বলে।

অতীত ঘটনার ন্যায় ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণনা স্থলেও অনেক বর্ত্তমানা বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন,—আমি অদ্যই ঢাকা যাইতেছি।

'নাই' শব্দ যোগে অতীতার্থেও বর্ত্তমানা বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন,—'শিখি নাই ; পড়ি তাই'।

অতীত কাল—বর্ত্তমান কালের ন্যায় অতীত কালও কয়েক ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) অদ্যতন (২) অনদ্যতন (৩) পরোক্ষা (৪) পুরানিত্যবৃত্তা (৫) অসম্পন্ন অতীত।

উদাহরণ :—

(ক) সবেমাত্র আসিলাম। (ক্রিয়াটি এইমাত্র হইল)

(খ) রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। (বর্ত্তমানের কিছু পূর্ব্বে)

(গ) বহুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে একবার ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল। (বহুদিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল)

(ঘ) নবীন বাবু প্রতিদিন চা খাইতেন। (পূর্ব্বে সর্ব্বদা খাইতেন)।

(ঙ) আমি আসিতেছিলাম হঠাৎ টেলিগ্রামটি পাইলাম। (পূর্ব্বে ক্রিয়াটি হইতেছিল)।

প্রথম বাক্যে ক্রিয়াটি এইমাত্র সম্পন্ন হইল এরূপ বুঝাইতেছে। ইহাকে **অদ্যতন অতীত** বা Past Indefinite Tense বলে। দ্বিতীয় বাক্যে ক্রিয়াটি একটু পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাকে **অনদ্যতন অতীত** বা Present Perfect Tense বলে। যে স্থলে ক্রিয়া বহু পূর্ব্বে শেষ হইয়া থাকিলেও তাহার ফল এখনও বর্ত্তমান আছে এরূপ বুঝায় সেইখানেই অনদ্যতন অতীত কাল ব্যবহার করিতে হয়। তৃতীয় বাক্যে ক্রিয়াটি পূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়াছে, ইহাকে **পরোক্ষ** বা Past Perfect Tense বলে। চতুর্থ বাক্যে ক্রিয়াটি অতীত কালে সর্ব্বদাই হইত বুঝায়, ইহাকে **পুরাঘটিতবৃত্ত** বা Past Indefinite Tense বলে। পঞ্চম বাক্যে ক্রিয়াটি অতীত কালে অসম্পন্ন অবস্থায় চলিতেছিল এরূপ বুঝায়, ইহার কালকে অসম্পন্ন অতীত বা Past Progressive Tense বলে।

ভবিষ্যৎ কাল—ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার কোন বিভিন্ন ভাগ নাই। ভবিষ্যতের বিভক্তি **ইবে, ইবে, ইব** ইত্যাদি। ইহাদিগকে ভবিষ্যতী বিভক্তি বলে। যেমন,—সে কল্য আসিবে। উপদেশ, অনুরোধ, আদেশ, **বিধি** প্রভৃতি বুঝাইতেও এই বিভক্তির ব্যবহার হয়।

উপদেশ—পিতামাতার অবাধ্য হইবে না।

অনুরোধ—অনুগ্রহপূর্ব্বক জিনিষগুলি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিধি—সদা ধর্ম্মপথে চলিবে।

আদেশ—রাম তথায় যাউক। এই অর্থে ইহাকে (Imperative Mood) আদেশিনী বিভক্তিও বলে। (উক, ইবে ইত্যাদি)।

কখন কখন অতীত কালেও ভবিষ্যতী বিভক্তি হয়। যেমন,—রাম এতক্ষণ আসিয়া থাকিবে। ইত্যাদি

ধাতু-বিভক্তির সংক্ষিপ্ত সার

(Uses of বিভক্তি with Meanings)

বর্ত্তমান কাল ঃ—

ব্যবহার (Use)	**অর্থ (Meaning)**
(১) আমি যাইতেছি (বর্ত্তমান)	কার্য্য চলিতেছে এই অর্থে।
(২) আমি প্রতিদিন যাই বা বেড়াই (নিত্যপ্রবৃত্ত)	কার্য্য বরাবর হইয়া থাকে।

অতীত কাল ঃ—

(১) আমি গেলাম (অদ্যতনী)	ক্রিয়াটি এইমাত্র হইল "
(২) আমি গিয়াছি (হ্যস্তনী বা অনদ্যতনী)	বর্ত্তমানের কিছু পূর্ব্বে "
(৩) আমি গিয়াছিলাম (পরোক্ষা)	বহুদিন পূর্ব্বে কার্য্যটি হইয়াছে "
(৪) আমি যাইতাম (পুরানিত্যবৃত্তা)	ক্রিয়াটি সর্ব্বদা হইত "
(৫) আমি যাইতেছিলাম (অসম্পন্না)	ক্রিয়াটি পূর্ব্বে চলিতেছিল "

ভবিষ্যৎ কাল ঃ—

আমি যাইব (ভবিষ্যন্তী)	ক্রিয়াটি ভবিষ্যতে সম্পন্ন হইবে "

অনুজ্ঞা
(Imperative Mood)

আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি মনের ভাব জ্ঞাপন করিতে অনুজ্ঞা বিভক্তির আবশ্যক হয়। ইহাকে আদেশিনী বিভক্তিও বলে। এসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ কালের বর্ণনা স্থলেই অনেকটা বলা হইয়াছ।

অনুজ্ঞা বিভক্তির সাধারণ আকার

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ
(আমি)	(তুমি)	(তিনি বা সে)
ই	অ	উন বা উক্

অনুজ্ঞায় কর্ ধাতুর রূপ

করি	কর	করুন বা করুক

প্রথম পুরুষ স্থলে স্নেহভাজনার্থে কিংবা তুচ্ছার্থে ক্রিয়ার শেষে উক্ বিভক্তি যোগ করিতে হয়। যেমন,—সে করুক। কিন্তু সম্ভ্রমার্থে ক্রিয়ার শেষে উন্ বিভক্তি যুক্ত হইবে। যেমন,—তিনি করুন।

আদেশ (Command, order, threat etc.) :—

(ক) তথায় যাও,
যাও বীর বেশে কর গিয়া রণ
যে জিনিবে, ফল লভিবে সেই।'

(খ) 'দূর হ পামর।'

(গ) আইন অমান্য করিলে শাস্তি পাইবে।

উপদেশ (Advice :—

(ক) কাহাকেও কুবাক্য বলিও না।

(খ) বিপন্নকে আশ্রয় প্রদান করিবে।

(গ) 'মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন,
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।'

অনুরোধ (Request) :—

(ক) 'হে বারিদ, হও তুমি প্রসন্ন বদন।
বাঁচুক, তৃষায় যারা আছে ম্রিয়মাণ।'

(খ) ভগবান আমাদের রাজা ও রাণীকে বাঁচাইয়া রাখুন।

প্রার্থনা (Prayer.) :—

(ক) 'করি প্রণিপাত এই কর নাথ,
তোমাতেই যেন থাকে মতি।'

(খ) অতএব, প্রার্থনা অধীনের
বিনীত নিবেদন শ্রবণে অধীনকে চিরবাধিত
করিবেন।

আশীর্ব্বাদ (Compliments or Blessings)—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল কর।

অনুশীলনী

১। ক্রিয়া ও ধাতু কাহাকে বলে ?

২। ধাতু কয় প্রকার ও কি কি ? বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল ধাতু সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় তাহাদের এক একটি উদাহরণ দাও।

৩। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ধাতু কাহাকে বলে ?

৪। যে যে অর্থে ধাতু অকর্ম্মক হয় তাহা নির্দ্দেশ কর।

৫। পুরুষ কত প্রকার এবং কি কি ?

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পুরুষ বল :—

(ক) তোমাদের, তাহারা, আমাকে, আমাদ্বারা, রাজা, গৃহগুলি, আমার বা আমাকে।

(খ) তিন পুরুষকে একটি বাক্যে প্রয়োগ করিয়া একটি বাক্য রচনা কর।

৭। কাল কাহাকে বলে এবং উহারা কত প্রকার ? বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎকালের প্রভেদ দেখাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর।

৮। ক্রিয়া বিভক্তি কাহাকে বলে এবং উহার রূপ বল।

৯। ক্রিয়াপদ কিরূপে গঠন করিতে হয়?

১০। নিম্নলিখিত পদগুলি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দেও :—

সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং সম্ভবপর হইলে উহাদিগকে ইংরাজীতে কি বলে তাহা বল।

১১। ভাব বিশেষ্যগুলিতে ক্রিয়া ও বিশেষ্য উভয়েরই বর্ত্তমানতা থাকে এরূপ বলিবার কারণ কি?

১২। বিস্তৃত ভাবে 'কৃ' অর্থাৎ 'কর' ধাতুর রূপ লিখ।

১৩। বাচ্য কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার এবং কি কি?

১৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি কোন্ বাচ্যের বাক্য তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বাচ্য পরিবর্ত্তন কর :—

(ক) আমি যে পুস্তকখানা কিনিয়াছিলাম তাহা পাঠ করিয়াছি।

(খ) আমার যাওয়া হয় নাই।

(গ) করিম ভাত খায় নাই, রুটি খাইয়াছে।

(ঘ) তোমরা বাইপ্লেন, জেপেলিন প্রভৃতি দেখিয়াছ কি?

(ঙ) মজিদ উহা দেখে নাই।

(চ) যোগেনবাবু পত্রিকাখানা নিয়াছেন।

(ছ) রমেশ, এই কলমটি লও।

(জ) জনৈক ইটালীবাসী মনীষী কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে পোষ্টকার্ড আবিষ্কৃত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

বাক্য প্রকরণ

বাক্য বিবর্দ্ধন ও সরল বাক্য বিশ্লেষণ রীতি

উদ্দেশ্য ও বিধেয় (বা কর্ত্তা ও ক্রিয়া)—অর্থবোধক পদ যোজনাকে **বাক্য** বলে। যিনি করেন, তিনিই কর্ত্তা (Subject)। আর কর্ত্তার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হয় তাহা ক্রিয়া বা বিধেয় (Predicate)। কর্ত্তা কোনা না কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম হইবে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় যোগে কিরূপে বাক্য গঠিত হয় তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

উদ্দেশ্য (Subject)	বিধেয় (Predicate)
অশ্ব	দৌড়ায়
শিশু	কাঁদে
পাখী	গায়
বায়ু	বহে
বালক	পড়ে, ইত্যাদি .

কি কি পদ উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে—কোন বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ বা বিশেষ্য ও বিশেষণীয় পদ সমষ্টি বা বাক্যাংশ, কি কোন সর্ব্বনাম পদ উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, যথা :—

১। বিশেষ্য পদ—**বিনোদ** পড়িতেছে। **সতীশ** খেলিতেছে।

২। বিশেষণ পদ—**ধার্ম্মিকেরাই**

৩। সর্ব্বনাম পদ—**সে** আসিবে।

৪। পদ সমষ্টি—**পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়া** মহা পাপ।

বিধেয় পদ (ক্রিয়া)—সাধারণতঃ বিধেয় দ্বারা সমাপিকা ক্রিয়াই বুঝায়। কিন্তু সকল সময় শুধু একটি ক্রিয়াপদ দ্বারা একটি বাক্য গঠিত হয় না। ক্রিয়াটি সকর্ম্মক হইলে উহার **কর্ম্ম** থাকিবে। ঐ কর্ম্মের কোন **বিশেষণও** থাকিতে পারে। ইহাদের সকলেই বিধেয়াংশের মধ্যে গণ্য।

সরল বাক্যের বিবৃতি—নিম্নলিখিত উপায়ে যে কোন সরল বাক্যকে বিবর্দ্ধিত করা যায়। যেমন,—

উদ্দেশ্যের বিবৃতি :—

বিশেষণ পদ যোগে—তিনিই সেই **বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক** জগদীশচন্দ্র বসু। **ক্ষেপা** কুকুরটি দৌড়িতেছে।

বিবিধ সম্বন্ধ পদ যোগে :—

Possessives
- (কর্ত্তা) **আমার** ধনও নাই জনও নাই।
- (কর্ম্ম) **এক গ্লাস শীতল খাওয়ার জল** আন।
- (করণ) **আমার হস্তে** তোমার মৃত্যু।
- (সম্প্রদান) **বিধবার পুত্রটিকে** কয়েকটি টাকা দাও।
- (অধিকরণ) **মমালয়ে** আগমন করতঃ সুখী করিবেন।

বিশেষণীয় পদ সমষ্টি যোগে—**নাসিরুদ্দিনের মত ধার্ম্মিক** বাদশাহ খুব কমই দেখা যায়।

সমকারক পদ যোগে (Case in apposition)—
সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড বড়ই শান্তিপ্রিয় ছিলেন। হুমায়ুনের **পুত্র** আকবর অতি বিখ্যাত নরপতি ছিলেন।

ক্রিয়া বা বিধেয় পদের বিবৃতি ঃ—

ক্রিয়াবিশেষণ যোগে—**স্পষ্টরূপে** পড়। **আস্তে আস্তে** কথা বল। বালিকাটি **কাতরকণ্ঠে** কহিল। **অবলীলাক্রমে** করিব।

ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ সমষ্টি যোগে—যেমন (১) কয়েক দিনের জন্য। (১) মাতাপিতার সহিত। (৩) সেখান হইতে। **কয়েক দিনের জন্য** চল। **সেখান হইতে** আসিয়া পড়।

পরিপূরক পদ যোগে—প্রজাগণ তাহাকে **রাজা** বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। ক্রিয়ার সহিত প্রযুক্ত হইয়া বাক্যের অর্থ পূরণ করে বলিয়া ইহার নাম **পরিপূরক পদ** (Complement) হইয়াছে।

কারক পদ সহযোগে—কারকগুলি ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া উহাদের দ্বারা বিধেয়াংশের বিবৃতি ঘটে।

আপন কাজ করিতে থাক (কর্ত্তা)। **কাহাকে** জিজ্ঞাসা করিব (কর্ম্ম)? **স্বকর্ণে** শুনিয়াছি (করণ)। **ভিখারীকে** ভিক্ষা দাও (সম্প্রদান)। তাহাদের **মুখে** শুনিয়াছি (অপাদান)। **স্থিরসমুদ্রে** সকলেই কর্ণধার হইতে পারে (অধিকরণ)।

অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে—যেমন,—আমি **দাঁড়াইয়া** বলিব।

অব্যয় পদ যোগে—**সভ্য বই** মিথ্যা বলিও না। সময় **বৃথা** নষ্ট করিও না। জমিদার মহাশয় **স্বয়ং** আসিয়াছেন। অসৎ জীবন যাপন করা অপেক্ষা **বরং** মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলা হইয়াছে যে বাক্য ত্রিবিধ। সরল, মিশ্র ও যৌগিক। সরল বাক্যে একটি কর্ত্তা বা উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় পদ থাকিবে।

মিশ্র বাক্য—(Complex Sentence) একটি মূল বা প্রধান বাক্য এবং একটি বা অধিক উপাদান বাক্যের সংযোগে যে বাক্য গঠিত হয় তাহাকে মিশ্র বাক্য বলে।

মিশ্র বাক্য ও অসমাপিকা ক্রিয়া—

উদাহরণ, যথা—

(১) সন্ধ্যা **হইলে** গৃহে ফিরিও।

(২) যদু **আসিলে** তুমি যাইও।

(৩) বাবা **লিখায়** আমি গিয়াছিলাম।

(৪) তুমি **বলায়** সে আসিয়াছিল।

অনেকে এই শ্রেণীর অসমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত বাক্যগুলিকে মিশ্র বাক্য বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা **মিশ্র বাক্য** নয়। উহারা **সরল বাক্য**। ইহাদিগকে মিশ্র বাক্য বলিয়া ধরিলে—'হইলে,' 'আসিলে,' 'লিখায়,' 'বলায়,' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াপদগুলিকে সমাপিকা ক্রিয়া মধ্যে গণ্য

করা হয়। ইংরেজীতে এই শ্রেণীর উদাহরণগুলিকে Nominative Absolute ইত্যাদি ভাবে দেখান হয়।

অব্যয় পদ—কোন কোন অব্যয় পদ একটি অপ্রধান বাক্যকে মূল বাক্যের সহিত সংযুক্ত করে। যেমন—

(ক) বলা সহজ **কিন্তু** করা কঠিন। **যেমনি** কর্ম্ম **তেমনি** ফল।

(খ) **যত** পায় **তত** চায়।

(গ) তুমি চাহিয়াছিলে, **তাই** দিলাম। আমি বসিতে পারি না **কারণ** আমি দুর্ব্বল।

(ঘ) **পাছে** লোকে কিছু বলে, **সেজন্য** সাবধানে চলিও। দেখ **যেন** ভুলো না।

(ঙ) রমেশ এত মিথ্যাবাদী **যে** কেহই তাহাকে বিশ্বাস করে না। আজ এত শীত **যে** ঘরের বাহির হওয়া কঠিন।

(চ) তুমি **না** আসিলে সবই মাটি হইবে। তোমাকে **না** জানাইয়া কিছু করিব না।

(ছ) **যদি** বৃষ্টি হয় **তবে** বাহিরে যাইব না। **স্বয়ং** ভগবান আসিলেও তোমাকে বাঁচাইতে পারিবেন না। যে কেহ আসিতে চান আসুন, আপত্তি নাই।

সরল বাক্য বিশ্লেষণ রীতি

(Analysis of Simple Sentences)

প্রত্যেক সরল বাক্যে একটি উদ্দেশ্য ও একটি বিধেয় পদ থাকিবেই থাকিবে। আবার কোন কোন স্থলে উদ্দেশ্য ও

বিধেয় পদের প্রসারকও থাকিতে পারে। সুতরাং বাক্যের চারিটি অংশ।

১। উদ্দেশ্য।

২। বিধেয়।

৩। উদ্দেশ্যের প্রসারক।

৪। বিধেয়ের প্রসারক।

বাক্যের অন্তর্গত এই চারিটি অংশের পরিচয় প্রদানার্থ পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করাকেই বাক্য-বিশ্লেষণ বলে। নিম্নে এই সম্বন্ধে একটি আদর্শ প্রদত্ত হইল।

বাক্য :—বিমল সুখ জগতে দুর্লভ।

উদ্দেশ্য	উদ্দেশ্যের বিবৃতি	বিধেয়	পরিপূরক পদ	কারক
সুখ	বিমল	হয়	দুর্লভ	জগতে

নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ কর :—

১। জল উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হয়।

২। দারুণ গ্রীষ্মের সময় শরীর হইতে অবিরল ঘর্ম্ম বাহির হইতে থাকে।

৩। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগে একজন বিখ্যাত কবি।

৪। সূর্য্যমণ্ডলে সাতটি গ্রহ আছে।

৫। রোগীটির অবস্থা দেখিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

৬। 'এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়, হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার ?'

৭। আমি হাঁপাইতে হাঁপাইতে ষ্টেশনে আসিলাম।

অনুশীলনী

১। নীচের শব্দগুলিকে উদ্দেশ্যরূপে বসাইয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

জল, আকাশ, ময়ূর, শিশু, অশ্ব, মাতা, তরঙ্গ, নবীন, চন্দ্র।

২। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য পদগুলির পূর্ব্বে এক একটি বিশেষণ পদ ব্যবহার করিয়া উদ্দেশ্য গুলিকে প্রসারিত কর :—

— ভগবান। — অতিথি। — বন্ধু। — রমণী। — অরণ্য। — শিক্ষক। — বিচারক। — পিতা। — সম্রাট্।

৩। নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য পদগুলির পূর্ব্বে এক একটি সমকারক পদ বসাইয়া উদ্দেশ্যগুলিকে বিবর্দ্ধিত কর :—

— দুর্গাবতী। — রেজিয়া। —পঞ্চম জর্জ্জ। — পি, সি, রায়। — ভাগীরথী। — কাশী। —মক্কা নগরী।

৪। নিম্নলিখিত বিশেষণীয় পদ সমষ্টি উদ্দেশ্য পদের প্রসারক রূপে ব্যবহার কর :—

সদাশয় ও ন্যায়বান, দানশীলা ও প্রাতঃস্মরণীয়া, সাহসী ও প্রবল প্রতাপ, কালিদাসের ন্যায় শ্রেষ্ঠ মহাকবি, আমেরিকাবাসী হেন্‌রী ফোর্ডের ন্যায় বিরাট ধনশালী, যাহারা মেধাবী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও পরিশ্রমী। খরস্রোতা ও বিশাল প্রবাহা, বিক্রমপুরের অধিবাসী কায়স্থ বংশ সম্ভূত বৈজ্ঞানিক।

৫। নীচের বিধেয় পদগুলি প্রয়োগ করিয়া এক একটি বাক্য রচনা কর :—

ঘুমায়, বসে, দাঁড়ায়, হাসে, সাঁতার কাটে ও পড়ে।

৬। নিম্নলিখিত ক্রিয়াবিশেষণগুলি বিধেয় পদের প্রসারক রূপে প্রয়োগ কর :—

শীঘ্র, ধীরে, সুখে, দুঃখে, গতকল্য, আগামী কল্য, কদাচিৎ, যখন, তখনই, এই মাত্র, সম্যক, ঈষৎ, অধুনা, সতত, বিলক্ষণ।

৭। নিম্নলিখিত পদ সমষ্টি বিধেয় পদের প্রসারক রূপে ব্যবহার কর :—

সবিনয়ে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, মনোযোগের সহিত, চিরদিনের জন্য, নির্ব্বোধের মত, বিদ্যুৎ বেগে, বিনা যত্নে, বহু আত্মীয় পরিজন সহ।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যগুলি বিশ্লেষণ কর :—

(১) ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(২) বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

(৩) রুগ্ন হইলে ঔষধ সেবন করিবে।

(৪) 'জেপেলিন' নির্ম্মাতা কাউন্ট জেপেলিন জার্ম্মানদেশে জন্মগ্রহণ করেন।

৯। নিম্নলিখিত বিশেষণীয় পদ সমষ্টি ও উদ্দেশ্যগুলি যোগে এক একটি বাক্য রচনা কর :—

শ্রমকুণ্ঠ বিলাসী যুবক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেন্সেলার ও অন্যতম প্রধান বিচারপতি সার আশুতোষ, বিদ্বান্, বিচক্ষণ ও স্নেহশীল গুরু।

১০। নিম্নলিখিত অব্যয় পদগুলি ব্যবহার করিয়া এক একটি মিশ্র বাক্য রচনা কর:—নতুবা, যদি, তবে।

১১। নিম্নলিখিত শব্দযোগে এক একটি যৌগিক বাক্য রচনা কর:—

এবং, তথাপি, কিন্তু।

বাক্য বিশ্লেষণ—Analysis.

উদ্দেশ্যাংশ		বিধেয়াংশ			
উদ্দেশ্য বা কর্তা	উদ্দেশ্যের প্রসারক	বিধেয় বা ক্রিয়া	কারক পদ বিশেষণাদি সহ	পরিপূরক পদ	বিধেয়ের প্রসারক
রামচন্দ্র	অযোধ্যাধিপতি	নিহত করিয়াছিলেন	রাবণকে	ভীষণ যুদ্ধ করিয়া	সবংশে
লক্ষ্মণসেন	রাজা	অভ্যর্থনা করেন	কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণদিগকে	রাজদ্বারে আসিয়া	নাই
রস	আকের	পরিণত হয়	গুড়ে	জ্বাল দিলে	×

দ্বিতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা

(Revision of previous grammar)

(১) **সন্ধি ও সমাস**—এই সম্বন্ধে পূর্ব্ব শ্রেণীতেই তোমরা বিস্তারিতভাবে পড়িয়াছ। তবে মনে রাখিও সন্ধি ও সমাসের সাধারণ নিয়মগুলির সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি বিষয়ের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। সেইগুলি হইল শব্দ।

(২) **শব্দ**—বঙ্গ ভাষা একটি মিশ্র ভাষা। ইহাতে আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, ইংরেজী প্রভৃতি বহু ভাষার শব্দ বিমিশ্র অবস্থায় আছে। কিন্তু সন্ধি ও সমাসাদিতে সর্ব্বদাই এক জাতীয় শব্দ ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের এবং বাংলা শব্দের সহিত বাংলা শব্দের সন্ধি ও সমাস হয়। সংস্কৃত কি অন্য জাতীয়, যথা—আরবী, পার্শী, উর্দ্দু জাতীয় শব্দের সহিত বাংলা শব্দের কখনও মিলন হয় না।

(৩) **সূত্র ও শব্দ**—অতএব মনে রাখিও সন্ধি ও সমাসের এক পক্ষে যেমন নিয়মগুলি জানা থাকা আবশ্যক অপর পক্ষে তেমন শব্দার্থেরও ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পাত্রাদি তৈয়ার করিতে কুম্ভকারের যেরূপ চক্র ও মৃত্তিকা উভয়েরই সমপ্রয়োজন হয় এখানেও সেইরূপ। সূত্রগুলি হইল কুম্ভকারের কাঠাম বা চাক্ আর শব্দগুলি হইল মৃত্তিকা বিশেষ।

(৪) **সন্ধি ও সমাসের সম্পর্ক**—পরস্পর মিলন যোগ্য দুই বা বহু পদের মিলনের নাম **সমাস**। এইরূপ মিলন-কালে দুইটি সন্নিহিত বা নিকটবর্ত্তী বর্ণ মিলিয়া যে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তাহার নাম **সন্ধি**। সংস্কৃত ভাষায় সমাস ও সন্ধিতে অভেদ্য সম্পর্ক; সমাস স্থলে সন্ধি হইবেই হইবে; কিন্তু বঙ্গভাষায় সেইরূপ কোন একটা অভেদ্য সম্বন্ধ নাই। যেক্ষেত্রে সমাস ও সন্ধি করিলে শুনিতে খারাপ শুনা যায় তথায় সন্ধি বা সমাস না করাই ভাল।

(৫) **সন্ধির অপপ্রয়োগ**—তোমরা পূর্ব্ব শ্রেণীতে পড়িয়াছ যে—অ বর্ণে অ বর্ণে = আ; ই বর্ণে ই বর্ণে = ঈ; উ বর্ণে উ বর্ণে = ঊ ইত্যাদি হয়। কিন্তু এইরূপ সূত্রগুলি নিম্নের উদাহরণগুলিতে খাটিবে না। যেমন—

প্রথা + অনুযায়ী = প্রথানুযায়ী
অভাব + অভিযোগ = অভাবাভিযোগ
পদ্ধতি + অনুক্রমে = পদ্ধত্যনক্রমে, ইত্যাদি।

এখাঁনে ব্যাকরণগত কোন দোষ না থাকিলেও শুনিতে খারাপ শুনায় বলিয়া সন্ধি বা সমাস না করাই ভাল।

(৬) আরও কোন্ কোন্ স্থানে সন্ধি নিষিদ্ধ ঃ—

এক ভাষার শব্দের সহিত অপর ভাষার শব্দ যোগে কি কোন অসামঞ্জস্য শব্দ যোগে সন্ধি বা সমাস করাও প্রশস্ত নয়। যেমন—

ইংলণ্ড + অধিপতি = ইংলণ্ডাধিপতি

ভাল + আছি = ভালাছি।

কচু + আলু + আদা = কচ্বাল্বাদা

লাঠি + আঘাত = লাঠ্যাঘাত

দিল্লী + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর

সন্ধি ও সমাস করিবার পূর্ব্বে যে শব্দ ব্যবহার করা হইবে সেই শব্দটি বা শব্দ সমষ্টি ভালরূপ জানা আছে কি না বিবেচনা করিয়া সন্ধি বা সমাস করিতে হয়। নতুবা অনেক সময় ভুল হয়। যেমন—

ভুল	শুদ্ধ
ইতিপূর্ব্বে	ইতঃপূর্ব্বে
অধগতি	অধোগতি
মনযোগ	মনোযোগ
যশলাভ	যশোলাভ, ইত্যাদি

এই জাতীয় অনেকানেক ভ্রম প্রমাদের উদাহরণ অত্র পাঠেই প্রদত্ত হইয়াছে। সেগুলি উত্তমরূপে মনে রাখিও।

(৭) সন্ধি সম্বন্ধে পূর্ব্ব শ্রেণীতে তোমরা বিস্তারিত ভাবে পড়িয়াছ। এখানে স্বর, ব্যঞ্জনাদি সন্ধি মধ্যে যে সব **বিশেষ** কথা বলিবার আছে তাহাই আলোচিত হইবে।

মন্তব্য—স্বর, ব্যঞ্জন ও বিসর্গ সন্ধির সূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি কর ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য কর :—

(৮) **স্বরসন্ধি**—ঋ কার ও ঌ কারের সন্ধি সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু বলা হয় নাই। যেহেতু উহাদের দ্বারা গঠিত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। যে দুই একটি শব্দ আছে তাহাও সেরূপ প্রচলিত নয়। যেমন—

পিতৃ+ঋণ=পিতৄণ ; ভ্রাতৃ+ঋদ্ধি=ভ্রাতৄদ্ধি। দীর্ঘ ৠকার যুক্ত পদের মত ঌকার যুক্ত গঠিত পদও বঙ্গভাষায় খুব কম দেখা যায়। পিতৄণ, ভ্রাতৄদ্ধি প্রভৃতি জাতীয় শব্দ সন্ধি দ্বারা সিদ্ধ বটে, কিন্তু অপ্রচলিত।

(৯) স্বর সন্ধি দ্বারা গঠিত শব্দ ও অপরাপর কয়টী শব্দের বানান লক্ষ্য কর। সন্ধির অপব্যবহার হেতু এই সকল ভ্রম প্রমাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যেমন,—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূর্দ্ধ (ভূ+ঊর্দ্ধ)	ভূর্দ্ধ
মরুত্থান (মরু+উত্থান)	মরূত্থান
প্রত্যূ্য (প্রতি+ঊষ)	প্রত্যুষ বা প্রত্যূষ
অন্নেষণ (অনু+এষণ)	অন্বেষণ
বিম্বোষ্ট (বিম্ব+ওষ্ঠ)	বিম্বোষ্ঠ বা বিম্বৌষ্ঠ

শুদ্ধ	অশুদ্ধ
অক্ষোহিণী (অক্ষ + উহিনী)	অক্ষৌহিণী (নিপাতনে)
স্বৈরীণী (স্ব + ঈরিণী)	স্বৈরিণী
মনিষা (মনস্ + ঈষা) নিপাতনে	মনীষা

বিম্বোষ্ঠ, স্বৈরিণী প্রভৃতি শব্দ সন্ধি দ্বারা সিদ্ধ কিন্তু বাংলা ভাষায় উহাদের ব্যবহার খুব কম।

স্বর সন্ধির ন্যায় ব্যঞ্জন সন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি মধ্যেও এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে।

(১০) ব্যঞ্জন সন্ধির মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলি মনে রাখিও :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বৃক্ষছায়া (বৃক্ষ + ছায়া)	বৃক্ষচ্ছায়া
জগৎচন্দ্র (জগৎ + চন্দ্র)	জগচ্চন্দ্র
উজ্জল (উৎ + জ্বল)	উজ্জ্বল
এতদ্ঢক্কা (এতদ্ + ঢক্কা)	এতড্ঢক্কা
তচচ্ছ্রবণ (তদ্ + শ্রবণ)	তচ্ছ্রবণ
ষষ্ট (ষষ্ + থ)	ষষ্ঠ
দিঙমণ্ডল (দিক্ + মণ্ডল)	দিঙ মণ্ডল বা দিঙ্মণ্ডল
ম্রিণ্ময় (মৃৎ + ময়)	মৃন্ময় বা মৃণ্ময়ও হইতে পারে
দিগদর্শন (দিক্ + দর্শন)	দিগ্দর্শন বা দিদ্গর্শন
দিগ্পতি (দিক্ + পতি)	দিক্পতি
ক্ষুধপিপাসা (ক্ষুধ্ + পিপাসা)	ক্ষুৎপিপাসা

শুদ্ধ	অশুদ্ধ
বিপদকাল (বিপৎ+কাল)	বিপৎকাল
হরিশ চন্দ্র (হরিশ্+চন্দ্র)	হরিশ্চন্দ্র (নিপাতনে)
সংকল্প (সং+কল্প)	সঙ্কল্প বা সংকল্প
কিম্বা (কিং+বা)	কিংবা

এইরূপ, দিগ্‌গজ, সংবাদ, বশংবদ, সংবরণ, সংপ্রতি বা সম্প্রতি, সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস, সংকীর্ণ বা সঙ্কীর্ণ, ষাণ্মাষিক, তদ্গত প্রভৃতি শব্দের বানান ও তদ্‌সম্বন্ধীয় সূত্রগুলিও মনে রাখিও।

(১১) বিসর্গ সন্ধি মধ্যে শ, ষ, স বানানযুক্ত ও অপরাপর কয়েকটি শব্দও লক্ষ্য করা আবশ্যক। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শিরচ্ছেদ (শিরঃ+ছেদ)	শিরশ্ছেদ
দুরলভ (দুঃ+লভ)	দুর্লভ বা দুর্ল্লভ
চক্ষুরোগ (চক্ষুঃ+রোগ)	চক্ষুরোগ
ভ্রাতষ্পুত্র (ভ্রাতুঃ+পুত্র)	ভ্রাতুষ্পুত্র
আবিস্কার (আবিঃ+কার)	আবিষ্কার, কিন্তু নমস্কার, তিরস্কার, পুরস্কার শব্দের বানান অন্যরূপ। (সন্ধির সূত্র দ্রষ্টব্য)
মনযোগ (মনঃ+যোগ)	মনোযোগ
ইতিপূর্ব্বে (ইতঃ+পূর্ব্বে)	ইতঃপূর্ব্বে

সর্ব্ব নিম্নের দুইটি শব্দের অপপ্রয়োগ পূর্ব্বেও একবার দেখান হইয়াছে

এইরূপ, নিষ্কাম, মনস্কাম, তিরস্কৃত, বহিষ্কৃত, নিষ্ফল, নীরোগ, শিরোমণি, চতুষ্পার্শ্ব প্রভৃতি শব্দের বানান ও সূত্রগুলিও মনে রাখিবে।

কঠিনতর শব্দের সন্ধি ও সমাস

(১২) দুইটি শব্দের মিলনে যে সন্ধি হয় তৎসম্বন্ধে তোমাদিগকে পূর্ব্ব শ্রেণীতে বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। এখন দুই, তিন বা ততোধিক শব্দ মিলিত হইয়া কিরূপে সন্ধিবদ্ধ নূতন পদ গঠিত হয় তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

সন্ধির বিবিধ নিয়ম—মনে রাখিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দগুলিই দীর্ঘতর শব্দের মূল। ক্ষুদ্র শব্দগুলির সন্ধি সম্বন্ধে যে সব বিধি প্রদত্ত হইয়াছে তৎসমুদয় উত্তমরূপে মনে রাখিলে যে কোন দীর্ঘতম শব্দের মিলন কার্য্যও সুসম্পন্ন করা যাইবে। যেমন—

পীত + অম্বর = পীতাম্বর

পীত + অম্বর + অনুগ্রহ = পীতাম্বরানুগ্রহ

বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়

বিদ্যা + আলয় + আগত = বিদ্যালয়াগত

অনু + এষণ = অন্বেষণ

রথ + অনু + এষণ = রথান্বেষণ, ইত্যাদি।

সন্ধিবদ্ধ কর :—

সাদর + অভ্যর্থনা =

লোক + অপবাদ =

সম+অভি+বি+আ+হার=

যৎ+পর+ন+অস্তি=

ক্ষিতি+অপ্+তেজঃ+মরুৎ+ব্যোম=

(১৩) সন্ধি সম্বন্ধে যেই কথা সমাস সম্বন্ধেও তাহাই। দুই, তিন বা ততোধিক শব্দ মিলিত হইয়া কিরূপে তদ্দ্বারা সমাসবদ্ধ নূতন শব্দ গঠিত হয় তাহাও এখানে প্রদত্ত হইতেছে। যেমন—কীট ও পতঙ্গ=কীটপতঙ্গ ; আবার পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ=পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু=ব্রহ্মাবিষ্ণু ; আবার ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর=ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর। তদ্রূপ, অজাতমৃতমূর্খ, আসমুদ্রহিমাচল ইত্যাদি।

(১৪) নিম্নলিখিত কঠিনতর শব্দগুলির যে যে স্থানে যে সন্ধি ও সমাস হয়, সন্ধি স্থলে সূত্র বল ও সমাস স্থলে তাহাদের ব্যাসবাক্য লিখ এবং সমাসগুলির নাম কর :—

(ক) আনন্দাশ্রু
গৃহাগতাতিথি
যৎপরোনাস্তি
ক্ষিত্যপ্তেজোমরুৎব্যোম
কায়োমনোবাক্য
দশাশ্বমেধঘাট
ধনজনবিবর্জ্জিত
ধর্ম্মাধর্ম্ম
কর্ম্মাকর্ম্ম

(খ) বাষ্পাকুলিতলোচন
গললগ্নীকৃতবাস
কৃতাঞ্জলিপুটে
বালবৃদ্ধবনিতা
অন্তরাকাশ
সৎচিদানন্দ
মহারাজাধিরাজ
নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল
শুভাশুভ

(গ) এক শব্দ বল :—

(১) মণি এবং মাণিক্য, তদ্দ্বারা খচিত=

(২) চির কাল ব্যাপিয়া স্থায়ী যে বন্দোবস্ত=

(৩) জানু পর্য্যন্ত লম্বিত বাহু যাহার=

(৪) মেঘ দ্বারা মুক্ত যে আকাশ=

(৫) পিতার পিতামহ=

মন্তব্য—প্রধান প্রধান সমাস—দ্বন্দ্ব, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও বহুব্রীহি সমাসের সূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি কর ও নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখ :—

সমাসের অপপ্রয়োগ—সন্ধি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল সমাস সম্বন্ধেও এরূপ কয়েকটি উপদেশ মনে রাখিবে। এই নিয়মগুলি লক্ষ্য না করার দরুণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রমাদগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

(১৫) সমাসে বিভক্তির লোপ ও পূর্ব্ব পদের পরিবর্ত্তন সমাস হইলে সমস্যমান পদগুলির বিভক্তির লোপ হয় এবং পরে সমাসবদ্ধ পদটির উত্তর পুনরায় বিভক্তি যোগ করিয়া নূতন পদ প্রস্তুত করা হয়। যেমন—রাজগণকে, বিদ্যালয়ে ইত্যাদি পদ।

এই দুই স্থলে পূর্ব্বপদে ষষ্ঠী (র) বিভক্তির লোপ হইয়া মূল শব্দ যথাক্রমে হইল রাজগণ ও বিদ্যালয়। তৎপর যথাক্রমে 'কে' ও 'এ' বিভক্তির যোগে হইল রাজগণকে, বিদ্যালয়ে, ইত্যাদি।

পূর্ব্বপদে বিভক্তির লোপ না হওয়ার দরুণ যে সব ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হয় নিম্নে তাহারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল :—

(ক) অশুদ্ধ	শুদ্ধ
{ চোখেমুখে	চোখমুখে
{ হাতেপায়ে	হাতপায়ে
গুণীগণ, ধনীগণ	গুণিগণ, ধনিগণ,
সন্ন্যাসীগণ, অধিবাসীগণ,	সন্ন্যাসিগণ, অধিবাসিগণ,
পক্ষীশাবক, মন্ত্রীগণ,	পক্ষিশাবক, মন্ত্রিগণ,
জ্ঞানীগণ	জ্ঞানিগণ
স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ

ইহারা অর্থাৎ ব্রাকেটের বাহিরের সকলগুলিই ইন্ ভাগান্ত শব্দ। ইহাদিগকে সমাসবদ্ধ করিলে সর্ব্বত্রই পূর্ব্বপদের (ন্) কারের লোপ হইবে।

(১৬) অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রাজাগণ, মহিমাবর, যুবাজন	রাজগণ, মহিমবর
মহাত্মাগণ ইত্যাদি	যুবজন, মহাত্মগণ

ইহারা সকলেই অন্ ভাগান্ত শব্দ। ইহাদের বেলায়ও (ন্) কারের লোপ হয়।

পূর্ব্ব পদের পরিবর্ত্তন সম্পর্কে নিম্নলিখিত শব্দ কয়টির শুদ্ধাশুদ্ধতাও মনে রাখিবে। হংসাণ্ড, ছাগদুগ্ধ, কালিদাস, দেবিদাস ও ষষ্ঠিদাস ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে পূর্ব্ব পদটির বিভক্তি লোপ না-ও হইতে পারে। যেমন,—অলুক সমাসে (অলুক অর্থ ই লোপ না হওয়া) মনসিজ, সরসিজ, খেচর প্রভৃতি পদ।

বহুব্রীহি সমাসে 'সহ' শব্দ স্থানে 'স' আদেশ হয়। এই সম্পর্কে (অর্থাৎ ইহার অপব্যবহার হেতু) নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি প্রায় দৃষ্ট হয়। যেমন—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সাবধান পূর্ব্বক,	অবধান পূর্ব্বক বা সাবধানে,
সবিনয় পূর্ব্বক,	বিনয় পূর্ব্বক বা সবিনয়ে,
সক্ষম, সকৃতজ্ঞ	ক্ষম, কৃতজ্ঞ ইত্যাদি।

পূর্ব্বপদের পুংবদ্ভাব—সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ শব্দ সাধারণতঃ পুংলিঙ্গের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়। ইহার অপব্যবহার হেতু নিম্নলিখিত ভ্রম লক্ষিত হয়।

সমাসের পূর্ব্বে	**সমাসের পরে**
বৃদ্ধা ভিখারিণী	বৃদ্ধভিখারিণী
জ্যেষ্ঠা কন্যা	জ্যেষ্ঠকন্যা
তীক্ষ্ণা বুদ্ধি যাহার	তীক্ষ্ণবুদ্ধি
স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার	স্থিরপ্রতিজ্ঞ
মহতী মতি যাহার	মহামতি

(১৭) **পরপদের পরিবর্ত্তন**—সমাস হইলে রাজন্, অহন্ ও সখি শব্দ স্থানে 'রাজ', 'অহ' ও 'সখ' আদেশ হয়। যেমন—কাশ্মীররাজ, কোশলরাজ, পুণ্যাহ ও প্রিয়সখ ইত্যাদি।

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত পদগুলির শুদ্ধাশুদ্ধতা মনে রাখিবে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অহর্নিশি	অহর্নিশ
অহোরাত্রি	অহোরাত্র
মহারাজা	মহারাজ
দিবারাত্রি	দিবারাত্র
মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র, ইত্যাদি

(১৮) **প্রত্যয়ের অপব্যবহার**—বহুব্রীহি সমাস হইলে সমাসবদ্ধ পদটি বিশেষণ হয়। ইহার উত্তর আর বিশেষণীয় প্রত্যয় প্রযোজ্য হয় না। ইহার অপব্যবহার হেতু নিম্নলিখিত দোষগুলি ঘটিয়া থাকে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নীরোগী	নীরোগ
নির্গুণী	নির্গুণ
নির্ধনী	নির্ধন
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নির্দ্দোষী	নির্দ্দোষ

ণত্ব বিধি

১। ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা—ঋণ, তৃণ, কৃষ্ণ, বিষ্ণু। কিন্তু সমাস হইলে

পূর্ব্ব পদে ঋ, র, ষ থাকিলেও ন মূর্দ্ধন্য হইবে না। যেমন, হরিনাম, পিতৃনাম ইত্যাদি।

২। ঋ, র, ষ এই কয় বর্ণের পর স্বরবর্ণ, ক বর্গ, প বর্গ, য, ব, হ এবং অনুস্বার ং থাকিয়া পরে ন থাকিলে উহা ণ হইবে। যেমন—পরায়ণ, দ্রোণ, রুক্মিণী, পাষাণ, শ্রবণ, বৃংহণ, করণ, ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা ক্রিয়াপদের অন্তেস্থিত ন ণ মূর্দ্ধন্য, হইবে না। যেমন—করেন, ধরেন, মরেন,

৩। উপরের লিখিত বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ ব্যবধান স্থলে কিংবা সমাস স্থলে ণ হয় না। যেমন—প্রার্থনা, তর্জ্জন-গর্জ্জন অর্চ্চনা, ইত্যাদি।

৪। প্র, পরি উপসর্গের পরস্থিত 'নম' বা 'নী' ধাতুর দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা—প্রণাম, প্রণয়, পরিণতি, পরিণাম প্রভৃতি।

৫। সম্বোধন পদের অন্তেস্থিত কিংবা বিজাতীয় ভাষার শব্দের অন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যেমন—হে বনচারিন, ফ্রান্স, জার্ম্মানি ইত্যাদি শব্দ।

৬। ত বর্গ সংযুক্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয় না, কিন্তু ট বর্গের পূর্ব্বে স্বভাবতঃই ণ হয়। যেমন—ত বর্গ—বৃন্দ, গ্রন্থ ইত্যাদি। ট বর্গের পূর্ব্বে—কণ্টক, বণ্টন, দণ্ড, লুণ্ঠন ইত্যাদি।

৭। কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃ ণ হয়। যথা—

বাণী, ফণা, লাবণ্য, কল্যাণ, কোণ, অণু, বণিক, নিপুণ, গণ, গুণ, গৌণ, লবণ, পাণি, চিক্কণ, কঙ্কণ ইত্যাদি।

ষত্ব বিধি

১। অ, আ ভিন্ন স্বরবর্ণ এবং ক্ ও র্ অক্ষরের পরস্থিত দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা—ভবিষ্যৎ, জিগীষা, মুমূর্ষু ইত্যাদি।

২। সাৎ প্রত্যয়ের দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয় না। যথা—ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ, আত্মসাৎ।

৩। ক, খ, প, ফ পরে থাকিলে নিঃ, আবিঃ, বহিঃ, দুঃ, প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ স্থানে ষ হয়; যথা—নিষ্ফল, আবিষ্কৃত, দুষ্কৃতি ইত্যাদি।

৪। কম্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ এবং কর যুক্ত শব্দে 'স' হইবে। যেমন—মনস্কামনা, শ্রেয়স্কর ইত্যাদি।

৫। নমঃ, পুরঃ, তিরঃ শব্দের পর কৃ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ থাকিলে সেই সকল শব্দের 'স', 'ষ' হইবে না। যেমন—নমস্কার, পুরস্কার, তিরস্কার ইত্যাদি।

৬। সমাস হইলে পিতৃ ও মাতৃ শব্দের পরস্থিত স্বসৃ শব্দের প্রথম দন্ত্য স মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যেমন—পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা ইত্যাদি।

৭। কতগুলি শব্দে স্বভাবতঃ ষ ব্যবহার করিতে হয়। যেমন,—বর্ষ, রোষ, বর্ষণ, ঘর্ষণ, ধর্ষণ, ঈর্ষা, ঔষধ, বিষ, মূষিক, পৌষ, ভাষা, মেষ, পুরুষ, মহিষ, ভূষণ, ঈষৎ, পোষণ, ঘোষণা, বিষয়, দোষ প্রভৃতি।

অনুশীলনী

১। কোন্ কোন্ স্থলে ন মূর্দ্ধন্য হয় ?

২। কখন হয় না ?

৩। বৃন্দ, গ্রন্থ ইত্যাদি স্থলে ণ হয় না কেন ?

৪। কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত শব্দগুলির বর্ণাশুদ্ধি কর :—
ফাল্গুণ, গগণ, ফেণ, বিণয়, হরিণাম, দুর্ণাম, জার্ম্মাণি।

৫। কোন্ কোন্ স্থলে স মূর্দ্ধন্য ষ হয় না ?

৬। স্বভাবতঃই ণ ও ষ হয় এইরূপ কতকগুলি শব্দের নাম কর।

৭। ষত্ব সম্বন্ধীয় অশুদ্ধিগুলি সংশোধন কর :—
দোস, পরিস্কার, আবিস্কৃত, ভষ্ম, জিগীসা, চতুস্পার্শ্ব, তুরস্ক, বিষ্ময়।

৮। অর্থগত পার্থক্য বল :—
আপন, আপণ ; মন, মণ ; গুন, গুণ ; মাস, মাষ ; আষাঢ়, অসাড় ; বিষ, বিশ ; পুরুষ, পুরীষ।

৯। অন্যান্য অশুদ্ধি :—অশুদ্ধি সংশোধন কর—
অত্যাধিক, শুদ্ধচারিণী, উচ্চভিলাষ, উপরোক্ত, জগবন্দু, পশ্বধম, সম্মিলন, মনহর, মনোকষ্ট, ভূম্যাধিকারী, পৃথকান্ন।

১০। নিম্নলিখিত সমাস ঘটিত অশুদ্ধিগুলি সংশোধন কর :—
আকণ্ঠ পর্য্যন্ত, জামাতাগণ, দিবারাত্রি, নিরাশা, প্রিয়সখা, ভ্রাতাগণ, মহিমাবর, মহাত্মাগণ, মাতাহীন, শশীভূষণ, মহদুপকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দ গঠন বিধি

পদ পরিবর্ত্তন

বিশেষ্য পদকে বিশেষণ পদে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে বিশেষ্যের উত্তর যথাসম্ভব ষ্ণ, ষ্ণেয়, ষ্ণিক, ইন্, ময়ট্, মতুপ্, বতুপ্ ইত্যাদি তদ্ধিত প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আকুল, অন্বিত, পরায়ণ, উচিত ইত্যাদি শব্দ যোগ করিয়াও বিশেষ্যকে বিশেষণে নেওয়া হইয়া থাকে।

বিশেষ্য হইতে বিশেষণ

(Adjectives derived from Nouns)

(১)	বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ
	শিব	ষ্ণ	শৈব
	বিধি	ষ্ণেয়	বিধেয়
	ন্যায়	ষ্ণিক	নৈয়ায়িক
	গুণ	ইন্	গুণী
	জল	ময়ট্	জলময়

বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ	বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ
শ্রী	মতুপ্	শ্রীমান্	জ্ঞান	বতুপ্	জ্ঞানবান্
বুদ্ধি	মতুপ্	বুদ্ধিমান	ভাগ্য	বতুপ	ভাগ্যবান্

(২)

বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ	বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ
শোক	অন্বিত	শোকান্বিত	জল	শূন্য	
দুঃখ	আকুল	দুঃখাকুল	সময়	উচিত	সময়োচিত
বিপদ	আপন্ন	বিপদাপন্ন	কর্ত্তব্য	পরায়ণ	কর্ত্তব্যপরায়ণ

(৩) কৃৎ প্রত্যয়যুক্ত বিশেষ্য পদকে বিশেষণে নিতে হইলে উহা যে ধাতু হইতে উৎপন্ন সেই ধাতুর উত্তর ক্ত, ক্তবতু, ণিন্, ঘ্যণ্, ণক, শান, অনীয় প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিতে হয়।

বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ	বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ
ভ্রমণ	ক্ত	ভ্রান্ত	গমন	ণিন্	গামী
গমন	ক্ত	গত	মান	ঘ্যণ্	মান্য
গমন	ক্তবতু	গতবান	করণ	ণক্	কারক

(৪) কতকগুলি বাংলা শব্দের উত্তর এ, ও, ঈ, আ প্রভৃতি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগেও বিশেষ্য হইতে বিশেষণ পদ গঠন করা যায়। যেমন,—

বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ	বিশেষ্য	প্রত্যয়	বিশেষণ
পাহাড়	এ	পাহাড়ে	দরকার	ঈ	দরকারী
বন	ও	বুনো	বেদরকার	ঈ	বেদরকারী
মাঠ	ও	মেঠো	ঢাকা	ই	ঢাকাই
জল	আ	জলা	খাগড়া	ই	খাগড়াই

তদ্রূপ,—পাটনাই, বাদশাই, জমকাল, ধারাল, ভেজাল, মেয়েলি, চালাকি ইত্যাদি।

বিশেষণ হইতে বিশেষ্য পদ

(Nouns derived from Adjectives)

(১) বিশেষণকে বিশেষ্যে নিতে হইলে বিশেষণ পদের উত্তর যথাসম্ভব ত্ব, তা, ইমন, ষ্ণ, ষ্ণেয় প্রভৃতি প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। যেমন,—

বিশেষণ	প্রত্যয়	বিশেষ্য	বিশেষণ	প্রত্যয়	বিশেষ্য
লঘু	ত্ব	লঘুত্ব	লঘু	ষ্ণ	লাঘব
গুরু	ত্ব	গুরুত্ব	মহৎ	ষ্ণ্য	মাহাত্ম্য
পটু	তা	পটুতা	মহৎ	ইমন্	মহিমা
সহিষ্ণু	তা	সহিষ্ণুতা	ধীর	ষ্ণ্য	ধৈর্য্য
লঘু	ইমন্	লঘিমা	সুজন	ষ্ণ্য	সৌজন্য
গুরু	ইমন্	গরিমা	মধুর	ষ্ণ্য	মাধুর্য্য
গুরু	ষ্ণ	গৌরব	মহাত্মন্	ষ্ণ্য	মাহাত্ম্য
গঙ্গা	ষ্ণেয়	গাঙ্গেয়	অতিথি	ষ্ণেয়	আতিথেয়
নর	ষ্ণায়ন	নারায়ণ	অর্জ্জুন	ষ্ণি	আর্জ্জুনি

(২) কৃৎ প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ পদকে বিশেষ্য পদে পরিণত করিতে হইলে ঐ বিশেষণ পদ যে ধাতু হইতে উৎপন্ন তাহার উত্তর ক্তি, অনট্, অল্, ঘ এ্ঞ প্রভৃতি ভাববাচ্যের প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন—কৃ+ক্তি, কৃতি; কৃ+অনট্, করণ; ভী+ক্তি, ভীতি; ভী+অল্, ভয়।

(৩) কতকগুলি বাংলা বিশেষণ পদের উত্তর ই, মি,

আমি, গিরি, আনা, পনা প্রভৃতি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় যোগেও বিশেষণ হইতে বিশেষ্য পদ গঠন করা যায়, যথা—

বিশেষণ	প্রত্যয়	বিশেষ্য	বিশেষণ	প্রত্যয়	বিশেষ্য
খাড়া	ই	খাড়াই	দুষ্ট	আমি	দুষ্টামি
লম্বা	ই	লম্বাই	বোকা	আমি	বোকামি
কুড়ে	মি	কুড়েমি	বাবু	গিরি	বাবুগিরি
নেকা	মি	নেকামি	বাবু	আনা	বাবুআনা
মূর্খ	আমি	মূর্খামি	গুরু	গিরি	গুরুগিরি

অনুশীলনী

১। বিশেষ্যকে বিশেষণে এবং বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তন করিবার নিয়ম কি ?

২। বিশেষণকে বিশেষ্যে নিতে হইলে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ প্রত্যয় ব্যবহার হয় ?

৩। পদ পরিবর্ত্তন কর :—ধন, বিধি, বিষ্ণু, দীর্ঘ, বৃদ্ধ, হর্ষ, বিষণ্ণ, মহৎ, শ্রেষ্ঠ।

৪। নিম্নলিখিত যুগ্ম শব্দগুলির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য প্রদর্শন কর :—ভোজ্য, ভোগ্য, দত্ত, দাতব্য, দর্শনীয়, দ্রষ্টব্য, পরিশ্রমী, পরিশ্রান্ত, শয়ান, শয়িত, তোলা জল, জল তোলা, কৃত কর্ম্ম, করণীয় কর্ম্ম বা কাজ, পানীয়-দুগ্ধ, পেয় দুগ্ধ।

৫। বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া বাক্য রচনা কর :—
ঢাকা, মাঠ, প্রজা, গুরু, লঘু, সুন্দর, বোকা ও পাগল।

৬। কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক অশুদ্ধি সংশোধন কর :—

আগত কল্য, অশ্রুজল, যথেষ্ট ক্ষতি, প্রবীণ বৃক্ষ, সমতুল্য, উচ্ছন্ন, অনুবাদিত

———

তৃতীয় অধ্যায়

কারক প্রকরণ

(কারকাদির বিশেষ আলোচনা)

কারকাদির সাধারণ নিয়ম—পূর্ব্বে তোমরা পড়িয়াছ যে কর্ত্তায় সাধারণতঃ প্রথমা, কর্ম্মে দ্বিতীয়া, করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী এবং অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

নিয়মের ব্যতিক্রম—কিন্তু অনেক স্থলে একই কারকে বিভিন্ন বিভক্তির ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। বাচ্যভেদেও বিভক্তি প্রয়োগের পার্থক্য হয়।

কর্ত্তৃকারকে :—

প্রথমা—**হাঁস** জলে সাঁতার কাটে।

দ্বিতীয়া—(কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে) **আমাকে** একাজ করিতে হইবে। **তোমাকে** আসিতে হইবে।

তৃতীয়া—(কর্ম্মবাচ্যে) **ভাস্কোডিগামা কর্ত্তৃক** আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(প্রাণি-কর্ত্তায় 'কর্ত্তৃক' এবং প্রাণী ও অ-প্রাণী কর্ত্তা স্থানে দ্বারা, দিয়া বিভক্তি ব্যবহৃত হয়)

ষষ্ঠী—(কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে) **আমার** আজ ইতিহাস পড়া হইবে না; **তাহার** আসিতে হইবে।

সপ্তমী—(কর্ত্তৃবাচ্যে) লোকে বলে, চোরে লইয়া গেল।

কর্ম্মকারকে :—

প্রথমা—(কর্ম্মবাচ্যে ও কর্ম্মকারকে) শিক্ষক কর্ত্তৃক ছাত্র উপদিষ্ট হইতেছে।

দ্বিতীয়া—(কর্ত্তৃবাচ্যে কর্ম্মে) বিধুকে জিজ্ঞাসা কর। কখন কখন বিভক্তির লোপও হয়। যেমন, চাকর ডাকিয়া ইহা করাও, গরুগুলি খেদাও।

ষষ্ঠী—পিতামাতার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে নাই।

সপ্তমী—দীনজনে কৃপা কর।

করণকারকে :—

প্রথমা—পাশা খেলি রাজ্য হরে। তাহারা গতকল্য তাস খেলিয়াছিল।

পঞ্চমী—মূর্খ পুত্র হইতে সুখলাভ অসম্ভব।

সপ্তমী—ভৃত্যটি কানে কম শুনিত। বাদুড় দিনের বেলায় চক্ষে দেখে না। ভাঙ্গা কাচে তাহার হাত কাটিল।

সম্প্রদানকারকে :—

চতুর্থী—অন্নহীনকে অন্ন দান কর। ক্ষুধার্ত্তকে আহারীয় দেও। যেখানে দান কার্য্য বাধ্যতামূলক সেখানে সম্প্রদান কারক হইবে না—পুরহিতকে দক্ষিণা দাও। চাকরকে মাহিয়ানা দাও। স্বত্ব

ত্যাগ পূর্ব্বক না দিলেও সম্প্রদান কারক হয় না। যেমন—বেণীকে জামা দাও ; ধোপাকে কাপড় দাও ইত্যাদি।

সপ্তমী—**ভগবানে** আত্মসমর্পণ কর।

অপাদানে :—

তৃতীয়া—**চোক দিয়া** আলো বাহির হইল। **নাক দিয়া** যেন আগুন ছুটিল। **মুখ দিয়া** রক্ত পড়িতেছে। **পা দিয়া** ঘাম বাহির হইল।

পঞ্চমী—**বীজ হইতে** গাছ হয়।

ষষ্ঠী—এখানে **মশার উপদ্রব** বড় বেশী।

সপ্তমী—**অনুগ্রহে** বঞ্চিত আছি।

অধিকরণে :—

প্রথমা—শীঘ্রই তিনি **বিলাত** যাত্রা করিবেন। কালিদাস **কলিকাতা** কাজ করে।

পঞ্চমী—চল **মাঠে** (মাঠ হইতে, এই অর্থ) বেড়াইয়া আসি। তাহারা **ছাদ হইতে** (ছাদে দাঁড়াইয়া ইত্যর্থ) তামাসা দেখিতেছে। অধিকরণ কারক দুই প্রকার। কালাধিকরণ ও বিষয়াধিকরণ।

কালাধিকরণ—**প্রভাতে** শয্যা হইতে উঠিবে।

বিষয়াধিকরণ—আবার চারি প্রকার। (ক) একদেশ (খ) বিষয় (গ) ব্যাপ্তি (ঘ) সামীপ্য।

একদেশ—আমি **কাশীতে** থাকি।

বিষয়—কেশব **সঙ্গীতে** ব্যুৎপন্ন। **অঙ্কে** বিশারদ।

ব্যাপ্তি—**তিলে** তৈল আছে।

সামীপ্য—**গঙ্গায়** বাস করিলে সহস্র তীর্থ পর্য্যটনের ফল লাভ হয় (গঙ্গার সমীপে এই অর্থে)।

বিভক্তির বিশেষ ব্যবহার—কারক ব্যতীতও শব্দের শেষে বিভক্তি আসিতে পারে। যেমন—

প্রথমা বিভক্তি—

১। লিঙ্গার্থে—অর্থাৎ যে স্থলে ক্রিয়াপদ নাই, কেবল বস্তু নির্দ্দেশ করিবার জন্য শব্দ প্রয়োগ আবশ্যক সেই স্থলে, যেমন,—বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র এখানে সবই সমান।

২। অব্যয় যোগে—**বিদ্যা** বিনা জীবন বৃথা।

৩। সম্বোধনে— মাধব, বসিয়া আছ কেন ?
প্রভু, আমায় ক্ষমা করুন।
বিধু, এখানে এস।

সম্বোধনে পুরুষ বাচক শব্দের ই স্থানে এ এবং উ স্থানে ও কার হয়। যথা—**মতি—মতে ; বিধু—বিধো**।

স্ত্রীবাচক শব্দের আকারান্ত পদে আকার স্থানে একার হয়। যথা— **বিদ্যা—বিদ্যে**।

স্ত্রীবাচক শব্দের অন্তে ঈ ও ঊ থাকিলে সম্বোধন স্থলে তাহা হ্রস্ব হয়। যথা—**দেবী—দেবি ; বধূ—বধু**।

মাতা, পিতা প্রভৃতি সম্বোধনে—মাতঃ, পিতঃ, হয়।

দ্বিতীয়া বিভক্তি—ব্যাপ্তি অর্থে—ছয় মাইল ব্যাপিয়া দীর্ঘ এই পর্ব্বত। সাত দিন জ্বর স্থায়ী হইবে।

ধিক্, বিনা প্রভৃতি শব্দ যোগে—পাপীকে ধিক্। সূর্য্য বিনা পৃথিবী অন্ধকার।

পঞ্চমী বিভক্তি—অপেক্ষার্থে—ধন হইতে মান বড়। জল হইতে বায়ু বেশী প্রয়োজনীয়।

পৃথক, ভিন্ন প্রভৃতি শব্দ যোগে—হরি হইতে হর ভিন্ন নয়। বন্ধুবান্ধব হইতে ভিন্ন। বন্ধুগণ হইতে পৃথক।

সম্বন্ধ পদ কারকের অন্তর্গত নহে। যেহেতু ক্রিয়ার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। একথা পূর্ব্ব শ্রেণীতেও তোমাদিগকে একবার বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠী বিভক্তি—সম্বন্ধে—সতীশের কাকা; রাজার ধন; হরিণের শিং; সিংহের গর্জ্জন; ব্যাঘ্রের চর্ম্ম।

সম্বন্ধ বহু প্রকার। যথা—

১। অঙ্গাঙ্গীভাব সম্বন্ধ—জাহাজের মাস্তুল।
২। জন্য-জনক „ মথুর বাবুর কন্যা
৩। কার্য্যকারণ „ রূপার থালা
৪। নিমিত্ত „ গ্রীষ্মের (নিমিত্ত) অবকাশ
৫। অভেদ „ বিদ্যার সাগর
৬। সাধারণ „ জজের খানসামা
৭। আধারাধেয় „ শিশির ঔষধ, গামলার জল।

সহ, সহিত, অপেক্ষা, সমানার্থ শব্দ যোগে—(ষষ্ঠী) কাহারও সহিত কলহ করিও না। বিদ্যার সমান ধন নাই। তোমার অপেক্ষা ভাল।

হেতু ও নিমিত্ত প্রভৃতি অর্থে— অন্যের জন্য বন্ধুকে নষ্ট করা উচিত নয়।

নির্দ্ধারণে—নরের অধম; ধনীর শ্রেষ্ঠ; রাজার প্রধান।

সপ্তমী বিভক্তি—

১। হেতু অর্থে—কি দোষে (হেতু) সীতাকে পরিত্যাগ করা হইয়াছিল বল?

২। ক্রিয়াবিশেষণ যোগে—ধীরে পড়, সুখে থাক।

৩। নির্দ্ধারণে—কেশে ধরিয়া টানিও না। শুধু পৈতাতেই ব্রাহ্মণ হয় না।

অনুশীলনী

১। সাধারণতঃ কোন্ কারকে কোন্ বিভক্তি হয়?

২। কোথায় কোথায় উহাদের ব্যতিক্রম হয় তাহার দৃষ্টান্ত বল।

৩। এমন একটি বিভক্তির নাম কর যাহা সকল কারকেই ব্যবহৃত হয়?

৪। কর্ত্তৃকারকে ২য়া, ৬ষ্ঠী এবং ৭মী বিভক্তি, কর্ম্মে ১মা ও ৭মী, করণে ১মা ও ৫মী, সম্প্রদানে ৭মী এবং অপাদানে ৩য়া ও ৭মী বিভক্তি ব্যবহার করিয়া এক একটী বাক্য রচনা কর।

৫। বড় হরপের পদ সমূহের কারক নির্দ্দেশ কর :—

(ক) **দুগ্ধ** মন্থন করিলে মাখন উৎপন্ন হয়।

(খ) **বিপদে** অধীর হওয়া **কাপুরুষের** লক্ষণ।

(গ) শ্রীকৃষ্ণ **দ্বারকার রাজা** ছিলেন।

(ঘ) আট **পণে** আনিয়াছি আধ সের **চিনি**।

(ঙ) '**কুকথায়** পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।'

(চ) 'অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির।
আমাহতে একার্য্য না হবে সাধন।'

চতুর্থ অধ্যায়

বাক্য প্রকরণ (২)

বাক্য—তোমরা প্রথমেই পড়িয়াছ যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তা ও সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত পূর্ণভাবপ্রকাশক পদ সমূহকেই **বাক্য** বলে। শুধু **উদ্দেশ্য** বা শুধু **বিধেয়** দ্বারা মনের একটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয় না বলিয়া উহারা বাক্য নহে। উহারা কর্ত্তা ও ক্রিয়ারূপে সম্পর্কান্বিত হইয়া কোন বাক্য মধ্যে বসিলেই বাক্যে পরিণত হয়।

বাক্যাংশ—উদ্দেশ্য ও বিধেয়বিহীন অর্থাৎ কর্ত্তা ও

ক্রিয়াহীন পদ সমষ্টিকে **বাক্যাংশ** বা Phrase বলে। উহারা একাধিক পদ সহযোগে গঠিত হয় বলিয়া শুধু শব্দ বা পদ হইতে অধিক মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে।

বাক্যাংশের প্রকারভেদ—পদ সমষ্টি বা Phrase গুলি সাধারণতঃ তিন প্রকারের। যথা, **বিশেষ্য স্থানীয় পদসমষ্টি, বিশেষণীয় পদসমষ্টি** ও **ক্রিয়া-বিশেষণীয় পদসমষ্টি**। ইংরেজীতে উহাদিগকে যথাক্রমে Noun Phrase, Adjectival Phrase ও Adverbial Phrase বলে।

বিশেষ্য স্থানীয় পদসমষ্টি—একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষ্য-বিবর্দ্ধক শব্দ সহযোগে যে পদসমষ্টি গঠিত হয় তাহাকে বিশেষ্য স্থানীয় পদসমষ্টি বলে। যেমন—এক পেয়ালা দুধ, দুই সপ্তাহের অবকাশ, পাঁচ মণ চাউল।

নাম-বিশেষণীয় পদসমষ্টি—একাধিক বিশেষণ বাচক পদ সহযোগে যে পদসমষ্টি গঠিত হয় তাহাকে বিশেষণীয় পদ সমষ্টি বলে। যেমন পাঁচ ফুট উচ্চ (প্রাচীর), নবম বৎসর বয়স্ক (বালক), তিন হাত গভীর (জল) ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ সমষ্টি—একাধিক ক্রিয়া বা বিধেয় বিশেষণ বাচক পদ সহযোগে যে পদ সমষ্টি গঠিত হয় তাহাকে ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ সমষ্টি বলে। যেমন—কোন এক সময়ে, প্রতি দুই দিন অন্তর, অল্প অল্প করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, চিরদিনের জন্য ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন ক্রিয়া বা বিধেয় পদ দ্বারাও পদ সমষ্টি হইতে পারে। যেমন, সঞ্চয় করা, প্রকাশ পাওয়া, স্তম্ভিত হওয়া, লম্ফ দেওয়া, খুলিয়া ফেলা ইত্যাদি।

বাক্য বিবর্দ্ধন
(Extension of Predicate)

বাক্য বিবর্দ্ধন—বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশকে নানা ভাবে বিবর্দ্ধিত অর্থাৎ সম্প্রসারিত করার নাম **বাক্য বিবর্দ্ধন**।

উদ্দেশ্যাংশের বিবর্দ্ধন—বিশেষণ, বিশেষণীয় পদ বা পদ সমষ্টি, সম্বন্ধ পদ বা সমকারক পদ দ্বারা কিরূপে সরল উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় তাহা সমস্তই তোমরা পূর্ব্ব শ্রেণীতে পড়িয়াছ। এখন বিধেয়াংশের প্রসারণাদি লক্ষ্য কর।

বিধেয়াংশ—উদ্দেশ্যের ন্যায় বিধেয়গুলিও দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা—সরল বিধেয় ও সম্প্রসারিত বিধেয়। যে বাক্যে একটি মাত্র বিধেয় পদ থাকে তাহাকে সাধারণতঃ সরল বিধেয় বাচক বাক্য বলে। যেমন—দাঁড়াও, যাও, বস। নিম্নলিখিত রূপে সরল বিধেয়কে সম্প্রসারিত বিধেয় পদে প্রসারিত করা যাইতে পারে।

বিধেয়ের সম্প্রসারণ

উদাহরণ (Examples) :—

উড়ো জাহাজ আসিতেছে। (সরল বিধেয়যুক্ত বাক্য)

(ক) ক্রিয়াবিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণীয় পদ সমষ্টি যোগে—

উড়ো জাহাজ অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে।

(খ) অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে—

উড়ো জাহাজ শো শো শব্দ করিয়া (বা করিতে করিতে) অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে।

(গ) কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ প্রভৃতি কারক যোগে—

উড়ো জাহাজ শো শো শব্দ করিয়া অতি দ্রুতবেগে যাত্রী সহ ঢাকা অভিমুখে আসিতেছে।

পূর্ণ সম্প্রসারিত অবস্থা—অতি প্রকাণ্ড একটা উড়ো জাহাজ কলিকাতা হইতে যাত্রী লইয়া বিদ্যুতের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে ও সশব্দে ঢাকা অভিমুখে আসিতেছে।

অপর দৃষ্টান্ত

১। লোক ছুটিল।

শহরের শত শত পুরুষ ও মেয়ে লোক ছুটিল।

শহরের শত শত লোক আপনি আপন কাজকর্ম্ম ফেলিয়া উহা দেখিবার জন্য রমণার দিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিল।

উড়ো জাহাজটি ঢাকায় পহুঁছিলে শহরের শত শত পুরুষ ও মেয়ে লোক উহা দেখিবার জন্য রমণার প্রকাণ্ড ময়দানের দিকে ছুটিল, যেখানে শীঘ্রই লোকের ভীড় এত বাড়িয়া গেল যে লোকের দাঁড়াইয়া থাকাও কষ্টকর হইল।

২। গোল টেবিল বসিয়াছিল।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গোল টেবিল বৈঠক বসিয়াছিল।

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরে যে গোল টেবিল বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে সম্রাটের পক্ষ হইতে ভারতবাসিগণকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন ভার প্রদান করা হইয়াছিল।

বাক্যের প্রকারভেদ—বাক্য প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা,—**সরল, মিশ্র ও যৌগিক**।

(১) **সরল বাক্য**—যে সকল বাক্য একটিমাত্র কর্ত্তৃপদ এবং একটি সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে গঠিত হয় তাহাদিগকে সরল বাক্য বলে। যথা—ভোর হইয়াছে. কোকিল ডাকিতেছে। বিনোদ পড়িতেছে।

(২) **মিশ্র বাক্য**—দুই বা ততোধিক বাক্য অব্যয়াদি দ্বারা যুক্ত হইয়া যে পূর্ণার্থ বোধক বাক্য গঠিত হয় তাহাকে মিশ্র বাক্য বলে। যথা— আপনি যদি এরূপ কথা বলেন তবে আর উপায় দেখি না। সুধীর বলিল যে সরমা ইহা করিয়াছে।

অপর উদাহরণ :—

'বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাণ্ডার,
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার ?'

(৩) **যৌগিক বাক্য**—পরস্পর সম্পর্কবিহীন দুই বা ততোধিক বাক্য এবং, ও, আর, কিন্তু, কিংবা, যেমন, তথাপি, তবু প্রভৃতি অব্যয় শব্দ দ্বারা গঠিত হইলে তাহাদিগকে যৌগিক বাক্য বলে। যথা—কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বিদেশে নোভেল প্রাইজ লাভপূর্ব্বক এত প্রশংসিত হইয়াছেন ও হইতেছেন দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজন যেমন সুখ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন তাঁহার দেশ-বাসীও তদপেক্ষা কম সুখ ও গর্ব্ব বোধ করিতেছেন না।

অপর উদাহরণ ঃ—

'ফুটিল মালতী ফুল
সৌরভ ছুটিল
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল।'

অনুশীলনী

১। বাক্যাংশ কাহাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

২। বিশেষ্য ও বিশেষণীয় পদ সমষ্টির এক একটি উদাহরণ দাও।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলির মধ্যে কোন্‌টি কি প্রকার বাক্যাংশ তাহা নির্দ্দেশ কর ও তদ্দ্বারা এক একটি বাক্য রচনা কর ঃ—

এক ঝুড়ি আনারস। তিন মাসের ছুটি। পিতৃমাতৃহীন নিঃসহায় বালক। পাঁচ ফুট উচ্চ প্রাচীর। এক হাঁটু গভীর জল। সঙ্গীতে পারদর্শী। কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে দৃঢ়চিত্ত। চির দিনের জন্য। অতিশয় কৃতিত্বের সহিত। কোন এক সময়ে। বৎসর বৎসর।

৪। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বিধেয়াংশ যত প্রকারে দীর্ঘ করিতে পার কর ঃ—

(ক) বালকগণ বলিয়া উঠিল।

(খ) কর্ম্মপ্রার্থিগণের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইবে।

(গ) মহসীন দান করিতেন।
(ঘ) পিতা পুত্রের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন।
(ঙ) কখনও অধীর হইও না।
(চ) কার্য্যকালে কোন উপকারে আসে না।
(ছ) বালকটি ব্যুৎপন্ন।
(জ) বিল্বফল সুস্বাদ।
(ঝ) গাড়ী বেগে আসিতেছে।

৫। নিম্নলিখিত বাক্যাংশগুলি বিধেয় ভাগে প্রয়োগ করিয়া বাক্য রচনা কর:—

সানুনয়ে, কাতরকণ্ঠে, অবিলম্বে, এখনই, চিরদিন, আস্তে আস্তে, উচ্চৈঃস্বরে।

৬। নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র বাক্যগুলি যত প্রকারে পার সম্প্রসারিত কর:—

(ক) রাম রাবণকে বধ করিয়াছিলেন।
(খ) রাম দশরথের পুত্র এবং রাবণ লঙ্কার রাজা ছিলেন।
(গ) লোকটি অন্ধ ছিল। এ জগতে তাহার কেহই ছিল না। সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইত।
(ঘ) রাত্রি প্রভাত হইল। পাখিগণ রব জুড়িল। বাগানে নানা প্রকার ফুল ফুটিল।

জটিল ও যৌগিক বাক্য

(বিস্তারিত আলোচনা)

(Complex and Compound Sentences)

সরল বাক্যে মাত্র একটি উদ্দেশ্য ও একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকে। সুতরাং এই শ্রেণীর বাক্যাদি বুঝিতে কোনই অসুবিধা নাই। উহাদের ভাব ও ভাষা উভয়ই খুব সরল ও

প্রাঞ্জল। সরল ভাষায় মনের ভাব লিখা বা প্রকাশ করাও অতি সহজ। ইহাতে ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কাও কম থাকে। বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন 'সরলতা ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।'

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একটি প্রধান বাক্য ও একাধিক অপ্রধান বাক্যের সহযোগে যে বাক্যাদি গঠিত হয় তাহাকে মিশ্র বাক্য বলে। এই শ্রেণীর বাক্যগুলি সাধারণতঃই জটিল হয়। ইহার নাম যেমন 'জটিল' ইহার অর্থ বুঝাও তেমন একটু শক্ত এবং এই ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করাও (লিখা বা বলাও) একটু কষ্টকর। মিশ্র বাক্যে একটিমাত্র প্রধান বাক্য থাকে কিন্তু **যৌগিক বাক্যে** একাধিক প্রধান বাক্য থাকে। সুতরাং ইহা মিশ্র বাক্য হইতেও দীর্ঘতর হয়। মিশ্র বা যৌগিক বাক্যগুলিতে যে যে বাক্য অপ্রধান ভাবে ব্যবহৃত হয় উহাদিগকে **উপাদান বাক্য** বা Subordinate Clause বলে।

উপাদান বাক্যের আকার ও প্রকার ভেদ—

(১) আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে দুধ অপেক্ষা দধি ও ঘোল বেশী পুষ্টিকর।

(২) যে মিথ্যা কথা বলে তাহাকে কেহই বিশ্বাস করে না।

উপরের উদাহরণে 'আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলেন' ও 'তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না' প্রভৃতি প্রধান বাক্য এবং 'যে দধি ও ঘোল বেশী পুষ্টিকর' এবং 'যে সর্ব্বদা মিথ্যা

কথা বলে' প্রভৃতি বাক্যগুলি অপ্রধান বাক্য। অপ্রধান বাক্যগুলি সাধারণতঃ তিন জাতীয়। (১) বিশেষ্য স্থানীয় (২) বিশেষণ স্থানীয় (৩) ক্রিয়াবিশেষণ স্থানীয়।

বিশেষ্যস্থানীয় উপাদান বাক্য (Noun Clause)—

যে বাক্যগুলি বিশেষ্যবৎ ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যস্থিত কোন পদের সহিত সম্পর্কান্বিত থাকে তাহাদিগকে বিশেষ্য স্থানীয় উপাদান বাক্য বলে। যথা—

প্রধান বাক্য	বিশেষ্য স্থানীয় অপ্রধান বা উপাদান বাক্য	প্রধান বাক্যস্থিত যে পদের সহিত সম্পর্কান্বিত
১। আমি জানি	যে ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বিনা তারে টেলিগ্রাম আবিষ্কার করিয়াছেন।	'জানি' ক্রিয়ার কর্ম্ম
২। দার্শনিক ডারউইন বলেন	যে মানুষ বানরের বংশধর।	'বলেন' ” ”
৩। অনেকে বলেন	যে নবীন সেন ইংরেজ কবি টেনিসনের সমকক্ষ।	” ” ”
৪। কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন	'ছোট হই, নত নহি হই কোন মতে।'	লিখিয়াছেন ক্রিয়ার কর্ম্ম

মন্তব্য—বিশেষ্য স্থানীয় উপাদান বাক্য বিশেষ্যের মত—(ক) **কর্ত্তা** (খ) **কর্ম্ম** (গ) **সমকারক পদ** ইত্যাদির কার্য্য করিতে পারে।

নাম বিশেষণীয় উপাদান বাক্য (Adjectival clause)—যে অপ্রধান বাক্য বিশেষণবৎ ব্যবহৃত হইয়া প্রধান বাক্যস্থিত কোন বিশেষ্য বা সর্ব্বনাম পদকে বিশেষ করে তাহাকে **বিশেষণীয় উপাদান বাক্য** বলে। যথা—(১) যে বালকটি এবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে তাহার বাড়ী ঢাকা জেলায়। (২) এমন একটি গাছের নাম বল যাহা কোন কাজে লাগে না। প্রথম উদাহরণে 'তাহার বাড়ী ঢাকা জেলায়' এবং দ্বিতীয় উদাহরণে 'যাহা কোন কাজে লাগে না' ইত্যাদি বিশেষণীয় উপাদান বাক্য। উহারা যথাক্রমে 'বালক' ও 'যাহা' পদের বিশেষণ। অপর দৃষ্টান্ত—এমন একটি দেশের নাম কর যে দেশে বৎসরে ছয় মাস সূর্য্যোদয় হয় না? (আইস্‌ল্যাণ্ড)।

মন্তব্য—বিশেষণীয় উপাদান বাক্য ঠিক বিশেষণের মতই কাজ করে। উক্ত উপাদান বাক্যটি প্রধান বাক্য হইতে সরাইয়া লইলেও বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থাকে না।

ক্রিয়াবিশেষণীয় উপাদান বাক্য (Adverbial clause)—যে অপ্রধান বাক্য ক্রিয়াবিশেষণবৎ ব্যবহৃত

হইয়া প্রধান বাক্যস্থিত কোন ক্রিয়াপদকে বিশেষ করে তাহাকে **ক্রিয়াবিশেষণীয় উপাদান বাক্য** বলে। যেমন—

মূল বাক্য	উপাদান বাক্য	প্রধান বাক্যের যে পদের সহিত সম্বন্ধ
ঔষধ সেবন করিবে	রুগ্ন হইলে	'সেবন করিবে'
আমি বাড়ী ছিলাম না	যখন সে আসিয়াছিল	ক্রিয়ার বিশেষণ
ততদিন কেহই তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।	যতদিন তোমরা একত্র থাকিবে	ইত্যাদি।
আগামী সোমবার একবার আসিও	পারিলে	

মন্তব্য :—ক্রিয়াবিশেষণীয় উপাদান বাক্য ক্রিয়াবিশেষণের মতই কাজ করে। উক্ত উপাদান বাকটি অনাবশ্যক বোধে বাদ দিলেও প্রধান বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকে না।

বাক্য পরিবর্ত্তন বিধি

(Conversion of Sentences)

বাক্য-পরিবর্ত্তন কাহাকে বলে ?—একই মনের ভাব শব্দাদির পরিবর্ত্তন করিয়া বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করা

যাইতে পারে। এইরূপ বাক্যের অর্থ ঠিক রাখিয়া উহার আকার পরিবর্ত্তনের নামকে **বাক্য পরিবর্ত্তন** কহে। ।বাক্য তিন প্রকারের, যথা—সরল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্য। বাক্য যেমন তিন প্রকারের বাক্য পরিবর্ত্তনও তেমনি তিন ভাগে বিভক্ত, যেমন—**সরল হইতে যৌগিক, সরল হইতে মিশ্র, মিশ্র হইতে যৌগিক**। কিন্তু উহাদের বিপরীত প্রক্রিয়াগুলি ধরিলে বাক্য পরিবর্ত্তন ষড়বিধ। যেমন,—(১) সরল হইতে যৌগিক, (২) যৌগিক হইতে সরল, (৩) সরল হইতে মিশ্র, (৪) মিশ্র হইতে সরল (৫) মিশ্র হইতে যৌগিক (৬) যৌগিক হইতে মিশ্র।

বাক্য পরিবর্ত্তন কালে কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হয়—

১। বাক্যটি সরল, মিশ্র অথবা যৌগিক—কিরূপ বাক্য।

২। বাক্যটির উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাগ পৃথক করা।

৩। উদ্দেশ্য ভাগে কর্ত্তা বা নাম পদ ও উহার বিশেষণাদি যাহা থাকে তৎসমুদয় নির্দ্দেশ করা এবং উহাদের বিবৃতি-সূচক পদগুলি বাছিয়া লওয়া।

৪। বিধেয় ভাগে ক্রিয়াটিকে সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ করিয়া কারক বা পরিপূরক পদ প্রভৃতি যাহা থাকে তাহার উল্লেখ।

মিশ্র বাক্যের প্রধান লক্ষণ কি?—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কতকগুলি বাক্যাংশ লইয়া মিশ্র বাক্য গঠিত হয়;

ইহাদের মধ্যে একটি মুখ্য ও অপরগুলি গৌণ থাকে। ঐ সকল বাক্যের বাক্যাংশগুলিকে পৃথক করিয়া এক একটি সরল বাক্যে পরিণত করিলে যৌগিক বাক্যে পরিণত হয়। আবার সুবিধা মত বাক্যাংশগুলি উঠাইয়া দিলে বা উহার সঙ্কোচ করিলেই উহা হইতে যথাক্রমে যৌগিক ও সরল বাক্য গঠন করা যায়।

যৌগিক বাক্যের প্রধান লক্ষণ—উহাতে এক বা একাধিক মুখ্য বাক্য এবং একাধিক বাক্যাংশ থাকিতে পারে। উহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে পৃথক করিয়া লইয়া তারপর অপ্রধান বাক্য ও বাক্যাংশগুলির সঙ্কোচ সাধন করিলেই উহা হইতে সরল ও মিশ্র বাক্য প্রস্তুত করা যায়। নিম্নের দৃষ্টান্তগুলি লক্ষ্য কর :—

সরল বাক্য হইতে মিশ্র বাক্য—

সরল বাক্য—অলস লোকগণ সমাজের কোনকাজই করে না।

মিশ্র বাক্য—যে সকল লোক অলস, তাহারা সমাজের কোন কাজই করে না।

সরল—ভাল ছেলেরা শিক্ষকগণ শ্রেণীতে না থাকিলেও গোলমাল করে না।

মিশ্র—যদি শিক্ষকগণ শ্রেণীতে না'ও থাকেন তথাপি ভাল ছেলেরা গোলমাল করে না।

সরল বাক্য হইতে যৌগিক বাক্য

সরল—বালকগণ একত্র হইয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

যৌগিক—বালকগণ একত্র হইল এবং গোলমাল করিতে লাগিল।

সরল বাক্য হইতে মিশ্র বাক্যে প্রবর্ত্তনের আরও কতিপয় উদাহরণ

সরল—নূতন পাঠ শিখিয়া পুরাতন পাঠ পড়িবে।

মিশ্র—যে পাঠ নূতন তাহা শিখিয়া পরে পুরাতন পাঠ পড়িবে।

সরল—নির্ব্বোধের বৃথা জন্ম।

মিশ্র—যে বালক লেখাপড়া কিছুই জানে না তাহার জন্ম বৃথা।

সরল—মিথ্যাবাদীকে সকলেই ঘৃণা করে।

মিশ্র—যে মিথ্যাবাদী তাহাকে সকলেই ঘৃণা করে।

মন্তব্যঃ—উপরের দৃষ্টান্তগুলি ঠিক বিপরীত ভাবে ধরিলেই জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিবর্ত্তন করা হয়। যেমন—

মিশ্র—যে পাঠ নূতন তাহা শিখিয়া পরে পুরাতন পাঠ পড়িবে।

সরল—নূতন পাঠ শিখিয়া পরে পুরাতন পাঠ পড়িবে।

ইহাকে আবার যৌগিক বাক্যেও পরিণত করা যায়। যেমন—

যৌগিক—প্রথমে নূতন পাঠ অভ্যাস কর, তারপর পুরাতন পাঠ পড়। ইত্যাদি।

এখানে মনে রাখিও সম্প্রসারণে বাক্যের বৃদ্ধি ও সঙ্কোচনে বাক্যের আকার ক্ষুদ্র হয়; এবং সম্প্রসারণ, সঙ্কোচনের ঠিক বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া।

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিবর্তন

জটিল বাক্যকে মিশ্র বাক্যও বলা হয়।

জটিল—মধুমক্ষিকারা পরিশ্রম করিয়া চাকে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে।

যৌগিক—মধুমক্ষিকারা পরিশ্রম করে এবং চাকে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে।

জটিল—ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী হইলেও সহায়সম্পদহীন।

যৌগিক—ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী বটে কিন্তু তাহার ধনবল, জনবল কিছুই নাই।

জটিল—যদি কথামত কাজ না কর তবে কেহই বিশ্বাস করিবে না।

যৌগিক—কথামত কাজ কর নচেৎ কেহই বিশ্বাস করিবে না।

মন্তব্য :—উপরের দৃষ্টান্তগুলি ঠিক বিপরীতভাবে ধরিলেই যৌগিক বাক্যকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করিবার অনুশীলন করা হইবে। যেমন—

যৌগিক—ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী বটে, কিন্তু তাহার ধনবল, জনবল কিছুই নাই।

মিশ্র—ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী হইলেও সহায়-সম্পদহীন। ইহাকে আবার সরল বাক্যেও পরিণত করা যায়।

সরল—ছেলেটি শিক্ষিত ও বিনয়ী কিন্তু সহায়-সম্পদহীন।

বাচ্য পরিবর্ত্তন (Change of Voice)

(অতিরিক্ত আলোচনা)

বাক্য পরিবর্ত্তন ও বাচ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া এখানে বাচ্য পরিবর্ত্তনের একটু বিশেষ আলোচনা করা আবশ্যক।

১। উভয়ক্ষেত্রেই প্রধান বাক্যটি যে শ্রেণীর (সরল, জটিল, যৌগিক) পরিবর্ত্তিত বাক্যটিও যথাসম্ভব সেই শ্রেণীর করা ভাল।

২। ক্রিয়ার কাল সম্বন্ধেও সেই কথা। মূল ক্রিয়াটিতে যে কাল থাকে পরিবর্ত্তিত ক্রিয়াটিতেও সেই কাল ব্যবহার করা উচিত।

৩। বাক্যে ব্যবহৃত অসমাপিকা ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না।

৪। উভয় ক্ষেত্রেই ভাব ঠিক রাখিয়া ভাষার পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

৫। পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়াগুলি বেশ স্পষ্ট ভাবে মনে রাখা উচিত।

৬। বাক্যস্থিত উদ্দেশ্য, বিধেয় ভাগ পৃথক করিয়া তৎপর নিয়মানুযায়ী পরিবর্ত্তন কার্য্যে ব্রতী হইলে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম থাকে।

উদাহরণ (Examples) :—

মূলবাক্য—ভগবান্ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

ইহা একটি অনুজ্ঞা বিভক্তিযুক্ত সরল বাক্য।

পরিবর্ত্তিত বাক্য—স্থলেও সরল বাক্য ও অনুজ্ঞা বিভক্তি-যুক্ত রাখাই ভাল। যেমন—ভগবান কর্ত্তৃক তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা হউক।

মূল বাক্য—যে সকল দেশ ব্রিটিশগণ শাসন করেন তাহা-দিগকে ব্রিটিশ রাজ্য বলে।

ইহা একটি অপ্রধান ও একটি প্রধান বাক্যযুক্ত মিশ্রবাক্য —বর্ত্তমান কালীয়।

পরিবর্ত্তিত—যে সকল দেশ ব্রিটিশগণ কর্ত্তৃক শাসিত হয় তাহাদিগকে ব্রিটিশ রাজ্য বলা হয়।

মূলবাক্য—শিক্ষক মহাশয় রচনাটি পাঠ করিয়াছেন ও তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

ইহা একটি যৌগিক বাক্য—অতীতকালীয়।

পরিবর্ত্তিত—শিক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক রচনাটি পঠিত হইয়াছে ও তৎকর্ত্তৃক তাহা সংশোধিত হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। বাক্য কত প্রকার ও কি কি ?

২। বাক্য ও বাচ্য পরিবর্ত্তনের নিয়মগুলি সংক্ষেপে বল।

৩। সরল বাক্যগুলি যে মিশ্র ও যৌগিক বাক্য সমূহের ভিত্তি স্বরূপ ইহা ভালরূপে বুঝাইয়া দেও।

৪। (ক) নিম্নলিখিত বিযুক্ত বাক্যগুলিকে সংযুক্ত কর :—

(১) রহিম ও করিম দুই ভাই। উভয়েই এক মায়ের গর্ভজাত।

(২) অলি একটি ঘড়ী কিনিয়াছে। ঘড়ীটি নূতন।

(৩) দিবা অবসান হইল। পাখীগণ কুলায় গমন করিল।

(৪) স্ত্রীলোকটি বিধবা। জগতে আপনার বলিতে তাহার কেহই নাই। সে অতি নিঃসহায়া।

(৫) সার আশুতোষ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। তিনি ডাক্তার ছিলেন। পিতা ছিলেন ডাক্তার, আর পুত্র ছিলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

(৬) রাজা রামমোহন রায় কুলীনব্রাহ্মণবংশসম্ভূত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন।

(৭) মহামতি পঞ্চম জর্জ্জ ভারতের সম্রাট্। তিনি পত্নীসহ এদেশে আসিয়াছিলেন।

৪। (খ) উপাদান বাক্যগুলি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ও কি কি? প্রত্যেক প্রকার উপাদান বাক্যের পাঁচটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৫। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে সরলতর বা একাধিক বিযুক্ত বাক্যে প্রকাশ কর :—

(১) বালকটি পাকা কলাটি খাইয়া ফেলিয়াছে।

(২) রামজীবন নামে একজন ভৃত্য আমাদের বাড়ীতে চাকুরী করিত।

(৩) চলচ্ছক্তিহীন অন্ধটিকে ভিক্ষা দাও।

৬। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে মিশ্র বাক্যে পরিণত করিয়া প্রধান বাক্যগুলির সহিত অপ্রধান বাক্যের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ কর :—

(১) সম্রাট বলবন অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। ঐতিহাসিক মাত্রেই একথা বলেন।

(২) রাজা রামচন্দ্রকে সকলেই ভক্তি করে। কারণ তিনি একজন আদর্শ রাজা ছিলেন।

(৩) বালকটি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইবে। সে ভাল পরীক্ষা দিয়াছে।

(৪) তুমি সহায়সম্পদহীন। তুমি একাজ পারিয়া উঠিবে না।

(৫) নূরজাহান জাহাঙ্গীরের পত্নী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ রূপ লাবণ্য ছিল।

(৬) তাজমহল একটি জগদ্বিখ্যাত সমাধি-মন্দির। ইহা সম্রাট সাহজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(৭) দিল্লী ভারতের বর্ত্তমান রাজধানী। ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরী।

(৮) পিতা গৃহে আসিয়া পুত্রকে ডাকিলেন। পুত্রটি সকলের ছোট ছিল।

৭। নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর :—

(১) কথাটি মায়ের নিকট হইতে জানিতে পারিবে।

(২) ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া দেখিল। ক্ষেত্রের শস্যগুলি পাকিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

(৩) অসৎ সঙ্গ ত্যাগ কর।

(৪) সাধ্বী নারী পূজনীয়া।

(৫) বিদ্বানকে সকলেই আদর করে।

(৬) মানীর অপমান মৃত্যু তুল্য।

(৭) কখনও চলন্ত গাড়ীতে উঠিও না।

৮। নিম্নলিখিত জটিল বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর :—

(১) যাহারা অবোধ তাহাদের জন্ম বৃথা।

(২) যদি কোন কাজের জন্য পরের উপর নির্ভর করিয়া থাক তবে কখনও সে কাজ হইবে না।

(৩) যখন সমুদ্র স্থির থাকে তখন সকলেই কর্ণধার হইতে পারে।

(৪) যাহারা পরিশ্রমী তাহারা কখনও দুঃখভোগ করে না।

৯। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে যেটি জটিল তাহাকে যৌগিক এবং যেটি যৌগিক তাহাকে জটিল বাক্যে পরিণত কর :—

(১) যদিও লোকটি দরিদ্র তথাপি সে অসৎ নয়।

(২) যদি ঔষধ না খাও তবে অনর্থক কষ্ট পাইবে।

(৩) 'যে চাষা আলস্য ভরে
বীজ না বপন করে
পক্ব শস্য পাবে সে কোথায় ?'

(৪) 'যদি তুমি ওহে বীর,
ব্যথিতের অশ্রু নীর
নিজ করে না কর মোচন
তব অশ্রু নিরখিয়া—
দুঃখী হবে কার হিয়া
কে তাহা করিবে নিবারণ ?'

(৫) 'যদি তব শক্তি থাকে
পড়িতে দেখহ কাকে
হাতে ধরি তোল তারে তোল।'

(৬) 'বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।'

১০। নিম্নলিখিত অসরল বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর :—

(১) সত্বর যাও, নতুবা গাড়ী পাইবে না।

(২) রাত্রি অধিক হইয়াছিল, এজন্য আমি যাই নাই।

(৩) আমি ৩ দিবস অসুস্থ ছিলাম এজন্য বিদ্যালয়ে হাজির হইতে পারি নাই।

(৪) অলসতা বর্জ্জন কর, পরিণামে সুখী হইবে।

(৫) কখনও অহঙ্কার করিও না, পতন হইবে।

(৬) অগ্রে নূতন পাঠ পড়িবে পশ্চাৎ পুরাতন পাঠ আবৃত্তি করিবে।

(৭) আত্মনির্ভরশীল হও, জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে।

১১। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি কি প্রকার বাক্য তাহা বল :—

(১) সন্ধ্যা সমাগত হইল এবং আকাশে নক্ষত্ররাজি উদিত হইল।

(২) সুখে দুঃখে ভগবানকে ডাকিও, সুখী হইবে।

(৩) সজোরে করাঘাত কর, দ্বার খুলিয়া যাইবে।

(৪) চেষ্টা কর সফল হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

কৃৎ ও তদ্ধিত প্রকরণ

১। ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে প্রত্যয় যুক্ত হইয়া শব্দ রচিত হয় তাহার নাম **কৃৎ প্রত্যয়**। কৃদন্ত শব্দের সহিত শব্দ বিভক্তি যোগে **কৃদন্ত পদ** প্রস্তুত হয়।

২। তোমাদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ধাতু দুই প্রকার, যথা,—**সংস্কৃত** ও **বাঙ্গালা**। সুতরাং কৃৎ প্রত্যয়গুলিও দ্বিবিধ। সংস্কৃত

ধাতুর সহিত সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ধাতুর সহিত বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়—জ্ঞা ধাতু+ক্ত=জ্ঞাত; গম্+ক্ত =গত।

বাঙ্গালা ধাতু ও প্রত্যয়—চোর+আ=চোরা; কাঁদ+আ=কাঁদা। তদ্রূপ, চাষা, ভোলা, শুনা ইত্যাদি।

ধাতুর সহিত প্রত্যয়ের যোগে—প্রত্যয় যোগে, ধাতু ও প্রত্যয় উভয়েরই পরিবর্ত্তন হয়।

প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তন—উহার কতক অংশ **ইৎ** অর্থাৎ লোপ পায়।

ধাতুর পরিবর্ত্তন—ইহাতে গুণ, বৃদ্ধি, বর্ণ-বিশেষের আগম, লোপ, পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বুঝায়।

শব্দে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দের সংজ্ঞা

টি—ধাতুর অন্ত্যস্বর অবধি সমুদয় বর্ণকে টি বলে।

উপধা—ধাতুর অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ব বর্ণকে উপধা বলে। যেমন, খাদ্ ধাতুর দ্ অন্ত্যবর্ণ, উহার পূর্ব্ব বর্ণ আ উপধা।

গুণ—ই, ঈ স্থানে এ; উ, ঊ স্থানে ও; ঋ, ৠ স্থানে অর্; ঌ স্থানে অল্ হওয়াকে গুণ বলে।

বৃদ্ধি—অ আ স্থানে আ, ই ঈ এ, ঐ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ও, ঔ স্থানে ঔ, এবং ঋ ৠ স্থানে আর্ হওয়াকে বৃদ্ধি বলে।

কৃৎ প্রত্যয়ের বাচ্য—কৃৎ প্রত্যয়ের বাচ্য দুই প্রকার যথা—(ক) কারক বাচ্য, (খ) ভাববাচ্য।

কারক অর্থে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তাহাকে কারক বাচ্যের এবং ক্রিয়া অর্থে যে প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় তাহাকে ভাববাচ্যের প্রত্যয় বলে। যেমন,—

কারক অর্থে, দা ধাতু + তৃন্ = দাতা, দান করে যে, 'কর্ত্তৃকারক। ধা ধাতু + তৃন্ = ধাতা, ধারণ করে যে, কর্ত্তৃকারক। ক্রিয়া অর্থে গম্ + অনট্ = গমন, যাওয়া ক্রিয়া অর্থে, শে + অনট্ = শয়ন, শয়ন করা অর্থে।

কারক যত প্রকার কারক বাচ্যও তত প্রকার। যথা,—

কর্ত্তৃবাচ্য—পাক করে যে, এই অর্থে পচ্ + ণক = পাচক, রক্ষক ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্য—করিতে হইবে যাহা, এই অর্থে কৃ + তব্য = কর্ত্তব্য, হন্তব্য ইত্যাদি।

করণবাচ্য—ছাঁকা হইবে যদ্দ্বারা = ছাঁকনী; ক্ষেপণ করিতে হইবে যদ্দ্বারা এই অর্থে ক্ষেপ + অনট্ = ক্ষেপণী, লেখনী।

সম্প্রদানবাচ্য—দান করা যায় যাহাকে এই অর্থে, দা + অনীয় = দানীয়।

অপাদানবাচ্য—ভয় পাওয়া যাহা হইতে এই অর্থে, ভী + মক্ = ভীম; ভী + আনক = ভয়ানক, অপা।

অধিকরণবাচ্য—বাস করা যায় যে স্থানে এই অর্থে বাস + স্থা + অনট্ = বাসস্থান।

ভাববাচ্য—ধাতুর অর্থ ও কৃদন্ত পদের অর্থ এক হইলে ভাববাচ্যের প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন,—পঠ্ ধাতুর অর্থ পাঠ করা, পঠন শব্দের অর্থও পাঠ করা। ভাববাচ্য নিষ্পন্ন পদগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলিয়া জানিবে। সকল প্রত্যয় সকল বাচ্যে বা সকল ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয় না। কতিপয় প্রত্যয়ের বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

কোন্ ধাতু, কোন্ প্রত্যয়, কোন্ অংশ ইৎ, কোন্ অংশ স্থায়ী এবং কোন্ বাচ্যে অর্থাৎ কি অর্থে প্রত্যয় যুক্ত হইল নিম্নের উদাহরণ সমূহে প্রত্যেক স্থলে সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া লক্ষ্য কর।

কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়

শব্দ গঠন :—কর্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর—তৃন্, ণক, ণিন্, ইন্, ঘিণ, অন, ষক, ড, ষণ, ট, থ, ক্বিপ, শান, স্যতৃ, ক্ত, ক্তবতু, ইষ্ণু, র, উ, ড়ু, উক প্রভৃতি প্রত্যয় হয়।

১। **তৃন্**—ন ইৎ। দান করে যে, দা—তৃন্=দাতৃ। প্রথমার একবচনে দাতা।

তদ্রূপ—ধা—ধাতা, পা—পাতা, কৃ—কর্ত্তা, বচ্—বক্তা, নী—নেতা, জি—জেতা, হন্—হন্তা, ক্রী—ক্রেতা, নি—যন্—নিয়ন্তা; দৃশ্—দ্রষ্টা, পালি—পালয়িতা।

২। **ণক**—ণ্ ইৎ। করে যে, কৃ+ণক=কারক, তদ্রূপ, দায়ক, পাক করে যে, পচ্+ণক=পাচক, গৈ—গায়ক, চালি-চালক, জনি—জনক, হৃ—হারক; বি—ধা—বিধায়ক, অনু—বদ্—ণক=অনুবাদক।

৩। **ণিন্**—ণ্ ইৎ। পান করে যে, পা+ণিন্—পায়িন্। ১মার একবচনে পায়ী। তদ্রূপ, দা—দায়ী, গ্রহ—গ্রাহী, স্থা—স্থায়ী, কৃ—কারী, বদ্—বাদী, আ+গম্—আগামী, বি+অব+সো—ব্যবসায়ী, জীব—জীবী, মন্ত্র—মন্ত্রী, প্রতি+বস্—প্রতিবাসী।

৪। **ইন্**—রক্ষা করে যে, রক্ষ্+ইন=রক্ষী, জি—জয়ী, ক্ষি—ক্ষয়ী, বি+ক্রী—বিক্রয়ী, পরি+শ্রম্—পরিশ্রমী।

৫। **ঘিণ**—ণ্ ইৎ, ইন্ থাকে। ত্যাগ করিতে শীল, ত্যজ্+ঘিণ=ত্যাগী, যুজ্—যোগী, ভজ্—ভাগী, বি—বিচ্=বিবেকী, অনু+রাজ—অনুরাগী, প্রতি—যুজ্=প্রতিযোগী।

৬। **অন**—শোভা করে যে, শোভি+অন্=শোভন, নন্দি—নন্দন, মধু—সূদ্—মধুসূদন, ভূষ্—অন,—ভূষণ।

৭। **ষ্বক**। ষ্ ইৎ। খনন করে যে, খন্ + ষক = খনক, রন্জ + ষক = রজক, নৃ + ষক = নর্ত্তক।

৮। **ড**—ড ইৎ। জল দান করে যে, জল + জন্ – জলজ, পাদ—পা—পাদপ, দ্বি + জন্—দ্বিজ, পুৎ + ত্রৈ—পুত্র, ভুজ—গম—ভুজগ, মনু + জন্—মনুজ, বিহ + গম্ = বিহগ, বিহঙ্গ, প্র + জন্—প্রজা, গিরি + শী—গিরিশ, গৃহ + স্থা—গৃহস্থ।

৯। **ষণ্**—ষ্, ণ্ ইৎ। মালা করে যে, মালা + কৃ + ষণ্ = মালাকার, কুম্ভকার, চর্ম্মকার, কর্ম্মকার, গ্রন্থকার, তন্তুবায়।

১০। **ট্** ইৎ। বিভা করে যে, বিভা + কৃ—বিভাকর, জল + চর্—জলচর, দিবাকর, নিশাচর, স্বাস্থ্যকর।

১১। **খ**—খ, ইৎ। ভুজ দ্বারা গমন করে যে, ভুজ + গম্ + খ = ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম। ভয় + কৃ—ভয়ঙ্কর, বিহ + গম্—বিহঙ্গম, ধুর—ধৃ + খ = ধুরন্ধর, বিশ্ব + ভৃ—বিশ্বম্ভর, বসু + ধৃ + খ (স্ত্রীলিঙ্গে আ) বসুন্ধরা।

১২। **ক্বিপ্**—সমুদয় বর্ণ ইৎ। গমন করে যে, গম্ + ক্বিপ্ = জগৎ। বিজ্ঞান + বিদ্—বিজ্ঞানবিদ্, সম্ + রাজ্ + ক্বিপ্ = সম্রাট্, শাস্ত্র + বিদ্ + ক্বিপ = শাস্ত্রবিদ্।

১৩। **শান্**—শ্ ইৎ। মরার মত হইয়াছে যে, মৃ + শান্ = ম্রিয়মাণ, বিদ্ + শান্ = বিদ্যমান, বৃৎ—বর্ত্তমান, বি + রাজ্—শান্ = বিরাজমান, যজমান, শয়ান।

১৪। **স্যতৃ**—ঋ ইৎ। ভূ + স্যতৃ = ভবিষ্যৎ।

১৫। **ক্ত**—ক্ ইৎ। ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত হয়। পড়িয়াছে যে, পত্ + ক্ত = পতিত, গম্—গত, মুহ—মুগ্ধ, মূঢ় ; মৃ—মৃত, প্র—আপ—প্রাপ্ত, নম্—নত, ভী—ভীত, বি + পদ্—বিপন্ন, বি + ষদ্—বিষণ্ণ, স্থা—স্থিত, উৎ + ই—উদিত, নশ্—নষ্ট।

১৬। **ইষ্ণু**—চলে যে, চল্ + ইষ্ণু, চলিষ্ণু, বর্দ্ধিষ্ণু, সহিষ্ণু।

১৭ **বর**—নাশ হয় যে, নশ্ + বর = নশ্বর।

১৮। **উর**—ভাঙ্গে যে জিনিষ, ভন্জ + উর, ভঙ্গুর, বিদুর।

১৯। **উক**—জাগে যে, জাগৃ + উক = জাগরূক, বাবদূক (পুনঃ২ বলে যে)।

২০। **র**—নত হয় যে, নম্—নম্র, হিংসা করে যে, হিন্‌স + র = হিংস্র, চন্দ্র, বজ্র।

২১। **উ**—মর মর হইয়াছে যে, মুমূর্ষ্ + উ = মুমূর্ষু, ভিক্ষু।

২২। **ডু**—স্বয়ম + ভূ + ডু = স্বয়ম্ভু, প্র + ভূ + ডু = প্রভু।

২৩। **ত্র**—শাসন করে যে, শস্ + ত্র = শাস্ত্র, নী + ত্র = নেত্র, ধা + ত্র (স্ত্রীলিঙ্গে ঈ) ধাত্রী।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেকানেক প্রত্যয় আছে। এই সকল প্রত্যয়ের বিষয় বিশেষ ভাবে জানিতে হইলে বাংলা ভাল অভিধান পড়া আবশ্যক।

কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয়

১। **তব্য**—ভবিষ্যৎ অর্থ বুঝাইতে সাধারণতঃ এই প্রত্যয় হয়। করিতে হইবে যাহা, কৃ + তব্য, দা—দাতব্য, বচ্—বক্তব্য, গম্—গন্তব্য, জ্ঞা—জ্ঞাতব্য, দৃশ্—দ্রষ্টব্য, হন্—হন্তব্য।

২। **অনীয়**—যোগ্যতা অর্থে সাধারণতঃ এই প্রত্যয় হয়। দর্শনের যোগ্য, দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়, কৃ—করণীয়, পূজি—পূজনীয়, গণি—গণনীয়, শুচ্—শোচনীয়, স্মৃ—স্মরণীয়, লুভ্—লোভনীয়।

৩। **য**—সাধারণতঃ যোগ্যতা অর্থে এই প্রত্যয় হয়। "দেওয়ার যোগ্য, দা+য=দেয়, গম—গম্য, জি—জেয়, পা—পেয়, লভ্—লভ্য, হন্—বধ্য, সহ্—সহ্য, শন্—শস্য, জন্—জন্য, বি+ধা+য=বিধেয়, উপ+লভ্+য=উপলভ্য।

৪। **ণ্যৎ**—গ্রহণের যোগ্য, গ্রহ্+ণ্যৎ=গ্রাহ্য, কৃ—কার্য্য, বচ্—বাচ্য, বহ্—বাহ্য, ঋ+ণ্যৎ=আর্য্য।

৫। **ক্যপ্**—শাসন করা যায় যাহাকে, শাস্+ক্যপ্=শিষ্য, ভৃ—ভৃত্য, কৃ—কৃত্য।

৬। **ক্ত**—পাঠ করা হইয়াছে যাহা, পঠ্+ক্ত=পঠিত, অধি+ই+ক্ত=অধীত, আ+নী+ক্ত=আনীত, কৃ+ক্ত=কৃত।

ভাববাচ্যের প্রত্যয়

১। **ঘঞ্**—ঘ্ ঞ ইৎ। পাক করা, পচ্+ঘঞ্=পাক্, লভ্—লাভ, ভূ—ভাব, নশ্—নাশ, শুচ্—শোক, প্র+কাশ—প্রকাশ, বি+বদ্—বিবাদ, বি+সদ্—বিষাদ, প্র+হৃ—প্রহার, তদ্রূপ—প্রমাদ, উন্মাদ, অবসাদ, ব্যবসায়।

২। **ক্তি**—স্তব করা, স্তু+ক্তি=স্তুতি, ভজ—ভক্তি, মুচ্—মুক্তি, গম্—গতি, ক্লম্—ক্লান্তি, ভ্রম্—ভ্রান্তি, দৃশ্—দৃষ্টি, বিপত্তি ও সম্পত্তি। তদ্রূপ, স্থিতি, সৃষ্টি, প্রাপ্তি, কীর্ত্তি।

৩। **অনট্**—ট্ ইৎ। দেখা অর্থে, দৃশ্+অনট্—দর্শন, শ্রু—শ্রবণ, হৃ—হরণ, গ্রহ্—গ্রহণ, কৃ—করণ,—শী—শয়ন, স্মৃ—স্মরণ, মৃ—মরণ। তদ্রূপ—কর্ষণ, গমন, চলন, ধাবন, উত্থান, উপাধান, অবধান।

৪। **অল্**—ল্ ইৎ। ক্রয় করা, ক্রী+অল্, ক্রয়, ভী—ভয়, জি—জয়, ক্রুধ্—ক্রোধ, স্তু—স্তব, ভূ—ভব, বিদ্—বেদ, লুভ্—লোভ। হন্—বধ। মুহ্—মোহ। তদ্রূপ, লয়, খেদ, স্নেহ, দেহ, আদর্শ, উদয়, আগম।

৫। **ক্ত**—ক্ ইৎ। মুহ্+ক্ত, মুগ্ধ, ছিদ্—ছিন্ন, কৃ—কৃত, গৈ—গীত, বচ্—উক্ত, বপ্—উক্ত, ভক্ষ—ভক্ষিত, তদ্রূপ—উত্তীর্ণ, আশ্বস্ত, আকীর্ণ, আসক্ত, ক্লান্ত, ক্ষান্ত, স্থিত, ভগ্ন, আহূত।

৬। **টক্**—ট্ ইৎ। যদ্+দৃশ্+টক্, যাদৃশ, তদ্+দৃশ্+টক্=তাদৃশ।

৭। **ক্যপ্**—ক্ প্ ইৎ। কৃ+ক্যপ্=কৃত্য, ভৃ+ক্যপ্ ভৃত্য, নৃ+ক্যপ্=নৃত্য।

৮। **অন**—বন্ধ+অন, বন্ধন, ঘট+অন, ঘটন। তদ্রূপ, বেদনা, বন্দনা, মন্ত্রণা, রচনা, ভাবনা, প্রার্থনা, অর্চ্চনা।

৯। **কি**—ক্ ইৎ। বি+ধা+কি=বিধি, জল+নি+ধা+কি=জলনিধি।

১০। **ত্র**—অস্+ত্র, অস্ত্র, নী—নেত্র, বস্—বস্ত্র।

১১। **ইত্র**—চর্+ইত্র, চরিত্র, পূ+ইত্র—পবিত্র।

১২। **ওয়া**—(অসমাপিকা ক্রিয়া স্থলে) যা—যাওয়া, দা—দেওয়া, শী—শোওয়া, হ—হওয়া।

১৩। **ইয়া**—কৃ+ইয়া, করিয়া, দা—দিয়া, ধৃ—ধরিয়া, পড়—পড়িয়া।

১৪। **অত**—কৃ—করত, ছাত্রটি গৃহে আগমন করত নিদ্রাভিভূত হইল।

খাস বাঙ্গালা কৃৎ প্রত্যয়

কতকগুলি কৃৎ প্রত্যয় আছে তাহারা সাধারণতঃ বাঙ্গালা ধাতুর সহিত ব্যবহৃত হয়। যথা—

কর্ত্তৃবাচ্য—অ—কাঁদ্‌+অ=কাঁদ কাঁদ, পড়্‌+অ=পড় পড়, মর্‌+অ=মর মর, চুরি করে যে চোর+আ—চোরা, চাষ করে যে, চাষ+আ=চাষা। ভাজে যে ভাজা। ভোলে যে, ভোল+আ= ভোলা।

উনি—রাঁধে যে, রাঁধ+উনি=রাঁধুনি।

তা—ফিরিয়াছে যে, ফের+তা=ফেরতা।

অন্ত—ফুটিতেছে যে, ফুটন্ত, ঘুমাইতেছে যে ঘুমন্ত, তদ্রূপ, জীবন্ত, জাগন্ত, বাড়ন্ত, অফুরন্ত, ফলন্ত, জীয়ন্ত।

কর্ম্মবাচ্য—আ—দেখা হইয়াছে যাহা, দেখ্‌+আ; তদ্রূপ, শোনা, বাঁধা, পড়া, তোলা।

ন—দেখান হয় যাহা, দেখা+ন=দেখান, লুকান।

ত—চলে যাহা, চলিত।

করণবাচ্য—আনি, নি—ছাঁকা যায় যদ্দ্বারা, ছাঁকনি, ভাজনি, ঢাকনি (ঢাক+অনি)।

করণবাচ্য—অন—চল্‌+অন=চলন, দেখন, পড়ন।

আ—দেখ্‌+আ=দেখা, কর্‌+আ=করা, শোন্‌+আ=শোনা।

তি—কাট্‌+তি=কাটতি, বাড়তি, ঘাট্‌তি।

আই—ধোল+আই=ধোলাই—তদ্রূপ খোদাই, ঢালাই, বাঁধাই।

অধিকরণ বাচ্য—তি—বসে যেখানে, বস্‌তি।

আ—ভাজা যায় যাহাতে=ভাজা।

তদ্ধিত প্রকরণ

শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে সকল প্রত্যয় যোগে নূতন শব্দ গঠিত হয় সেই প্রত্যয়গুলিকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে।

কৃৎ প্রত্যয়ের ন্যায় তদ্ধিত প্রত্যয়ও বহুবিধ। সকল শব্দের উত্তর সকল প্রত্যয় হয় না। সচরাচর প্রচলিত কতিপয় প্রত্যয়ের ব্যবহার নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

অপত্যার্থে—ষ্ণ, ষ্ণ্য, ষ্ণি, ষ্ণিক, ষ্ণেয়, ষ্ণায়ন প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ	অপর দৃষ্টান্ত
১। কশ্যপ	ষ্ণ	কাশ্যপ	রাঘব, পাণ্ডব, মানব, যাদব, পার্থ, রাবণ, বৈষ্ণব।
২। দিতি	ষ্ণ্য	দৈত্য	আদিত্য, জামদগ্ন্য, রাজন্য, বাৎস্য, চাণক্য।
৩। সুমিত্রা	ষ্ণি	সৌমিত্রি	দ্রৌণি, দাশরথি, আর্জ্জুনি।
৪। রেবতী	ষ্ণিক	রৈবতিক	
৫। কুন্তী	ষ্ণেয়	কৌন্তেয়	গাঙ্গেয়, আত্রেয়, বৈমাত্রেয়।
৬। নর	ষ্ণায়ন	নারায়ণ	দাক্ষায়ণ, কাত্যায়ন।

(অপত্যার্থ ভিন্ন ষ্ণি ও ষ্ণায়ন প্রত্যয় হয় না)

স্বার্থ, ভাব, সম্বন্ধীয় প্রভৃতি অর্থেও ষ্ণ, ষ্ণ্য ইত্যাদি উপরের লিখিত প্রত্যয় সকল হইতে পারে

শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ
(ভাবে) লঘু	ষ্ণ	লাঘব
গুরু	”	গৌরব
শিশু	”	শৈশব,
স্বার্থে, ত্রিলোক	ষ্ণ্য	ত্রৈলোক্য
(ভাবে) সুজন,	ষ্ণ্য	সৌজন্য এইরূপ কারুণ্য, সামান্য
চপল	”	চাপল্য
উদার	”	ঔদার্য্য

শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ
(সম্বন্ধীয় অর্থে) শরীর	ষ্ণ্য	শারীর
গ্রাম	”	গ্রাম্য, এইরূপ সভ্য, দণ্ড্য, তালব্য
(কার্য্যার্থে) দূত	”	দৌত্য
সেনাপতি	”	সৈনাপত্য
পুরোহিত	”	পৌরোহিত্য
(সম্বন্ধীয় অর্থে) লোক	ষ্ণিক	লৌকিক, শারীরিক, কায়িক, বাচনিক, মানসিক।
তৈল	”	তৈলিক, লাবণিক, নাবিক ইত্যাদি।

ভাবার্থে ও অন্যান্য অর্থে ঈন্ ও ঈয় প্রত্যয়—

শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ
কুল	ঈন্	কুলীন
প্রাচ	ঈন্	প্রাচীন্
বিশ্বজন	”	বিশ্বজনীন
জল	ঈয়	জলীয়
বঙ্গ	”	বঙ্গীয়
বায়ু	”	বায়বীয়, এইরূপ শারদীয়, ভবদীয় প্রভৃতি।

অস্ত্যর্থে ইন্, বিন্, বতুপ্, মতুপ্ প্রত্যয়

শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ	শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ
সুখ	ইন্	সুখী	মায়	বিন্	মায়াবী তদ্রূপ মনস্বী, তপস্বী
দুঃখ	”	দুঃখী	যশস্	”	যশস্বী
ধন	”	ধনী	জ্ঞান	বতুপ্	জ্ঞানবান
জ্ঞান	”	জ্ঞানী	গুণ	”	গুণবান
মান	”	মানী	ধন	”	ধনবান
মেধা	বিন্	মেধাবী	বুদ্ধি	মতুপ্	বুদ্ধিমান
তেজস্	”	তেজস্বী	ধী	”	ধীমান

ভাবার্থে ত্ব, তা, ইমন্ প্রত্যয়।

শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ	শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ
সাধু	ত্ব	সাধুত্ব	গুরু	তা	গুরুতা
লঘু	”	লঘুত্ব	লঘু	”	লঘুতা
মহৎ	”	মহত্ত্ব	গুরু	ইমন্	গরিমা
পশু	”	পশুত্ব	লঘু	”	লঘিমা
গুরু	”	গুরুত্ব	নীল	”	নীলিমা
সাধু	তা	সাধুতা	কাল	”	কালিমা

উৎকর্ষার্থে তর, তম, প্রত্যয়

শব্দ	তর প্রত্যয়	তম প্রত্যয়	শব্দ	তর প্রত্যয়	তম প্রত্যয়
লঘু	লঘুতর	লঘুতম	গভীর	গভীরতর	গভীরতম
গুরু	গুরুতর	গুরুতম	দৃঢ়	দৃঢ়তর	দৃঢ়তম
সুন্দর	সুন্দরতর	সুন্দরতম			

অতিশয় অর্থে ইষ্ঠ, ঈয়স্ প্রত্যয়

শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ	শব্দ	প্রত্যয়	নূতন শব্দ
লঘু	ইষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	গুরু	ঈয়স্	গরীয়ান্
	”	গরিষ্ঠ	বহু	”	ভূয়ান্
	”	বর্দ্ধিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ	বৃদ্ধ	”	বর্ষীয়ান্
যুবন্	”	যবিষ্ঠ বা কনিষ্ঠ	প্রশস্য	”	শ্রেয়ান্
প্রশস্য	”	শ্রেষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ	যুবন	”	যবীয়ান বা কনীয়ান্
পাপী	”	পাপিষ্ঠ	লঘু	”	লঘীয়ান্
			পাপী	”	পাপীয়ান্

অন্যান্য প্রত্যয়।

অস্ত্যর্থে ল, শ, ইল, আলু, র, মিন্ ইত্যাদি—**ল** (মাংসল, শ্যামল, পাটল, পিঙ্গল ইত্যাদি) ; **শ্** (কর্কশ, লোমশ বা রোমশ ইত্যাদি) ; **ইল** (ফেনিল, পঙ্কিল, কুটিল, জটিল ইত্যাদি) ; **আলু** (নিদ্রালু, তন্দ্রালু, দয়ালু ইত্যাদি) ; **র** (নখর, কেশর, মুখর, নগর ইত্যাদি) ; **মিন্** (স্বামী, কামী, নিবাসী ইত্যাদি)।

তুল্যার্থে বৎ প্রত্যয়—বিষবৎ, লোষ্ট্রবৎ, আত্মবৎ।

পরিণত হওয়া অর্থে সাৎ প্রত্যয়—উদরসাৎ, ভূমিসাৎ, আত্মসাৎ।

তৎপিতা অর্থে ডামহ প্রত্যয়—পিতার পিতা= পিতামহ, মাতামহ, প্রপিতামহ।

পরিমাণার্থে মাত্র প্রত্যয়—অনুমাত্র, বিন্দুমাত্র, তন্মাত্র।

বিকারার্থে ময় প্রত্যয়—মৃণ্ময়, বাঙ্ময়, স্বর্ণময় হিরণ্ময়।

অধিকরণার্থে ত্র প্রত্যয়—যত্র, তত্র, সর্ব্বত্র।

খাস বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয়।

কতকগুলি তদ্ধিত প্রত্যয় শুধু বাঙ্গালা শব্দের উত্তরই ব্যবহৃত হয়। যেমন—ভাব বা কার্য্য অর্থে—ই, আই, মি, আলি, আমি, গিরি, পণা, আনা, আনি ইত্যাদি।

ঈ বা ই—পণ্ডিতি, চালাকি, মাষ্টারি, নবাবি, জমিদারি, কবিরাজি, ওকালতি, মোক্তারি।

আই—বড়াই, বাদশাই।

মি—ছেলেমি, কুঁড়েমি।

আলি—ঠাকুরালি, ঘটকালি, মিতালি, গৃহস্থালি।

আমি—পাগলামি, ফাজ্লামি।

গিরি—বাবুগিরি, কেরাণীগিরি, মুন্সীগিরি।

পণা—ধূর্ত্তপণা, গৃহিণীপণা।

আনা—বাবুয়ানা, নফরানা, সাহেবিআনা, বিবিআনা।

আনি—হিন্দুয়ানি, বাবুআনি।

জাত বা সম্বন্ধীয় ইত্যাদি অর্থে—ই, এ, প্রত্যয়—

ই—ঢাকাই, কানপুরি, পাটনাই, ভাগলপুরি।

এ—শান্তিপুরে, কটকে।

ব্যবসায়ী, অধিকারী, অধিবাসী প্রভৃতি অর্থে ওয়ালা, ও, রে ইত্যাদি প্রত্যয়।

ওয়ালা—বাড়ীওয়ালা, রুটিওয়ালা, গাড়ীওয়ালা, পাহারাওয়ালা।

ও—বুনো, মেঠো।

ড়ে, রে—সাপুড়ে, কাঠুরে।

স্বার্থে বা অল্পার্থে খানি, খানা, টি, টা, টুকু প্রত্যয়—

খানি—বহিখানি, ভিটাখানি।

খানা—দালানখানা, ঘরখানা।

টি—ছেলেটি, মেয়েটি, ছবিটি।

টা—টাকাটা, সাপটা, বিড়ালটা।

টুকু—দুধ্‌টুকু, জলটুকু, সোনাটুকু।

আধার অর্থে দান, দানি—(দান) নিমকদান, পানদান, পিকদান, কলমদান (দানি)—আতরদানি।

অতিশয় অর্থে উক প্রত্যয়—পেটুক, লাজুক, হিংসুক।

১। কৃৎ প্রত্যয় ঘটিত কতিপয় অশুদ্ধি

অশুদ্ধ পদ	শুদ্ধপদ	অশুদ্ধ পদ	শুদ্ধপদ
পবেশিত	প্রবিষ্ট	ব্যবসা	ব্যবসায়
পক্ক	পক	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
জাগ্রত	জাগ্রৎ	পরিত্যজ্য	পরিত্যাজ্য
অদ্ভুত.	অদ্ভুৎ	গ্রন্থ	গ্রন্ত
গৃহীতা	গ্রহীতা	সৃজিত	সৃষ্ট

২। তদ্ধিত প্রত্যয় ঘটিত কতিপয় অশুদ্ধি

অশুদ্ধ পদ	শুদ্ধপদ	অশুদ্ধ পদ	শুদ্ধপদ
সখ্যতা	সখ্য	নৈপুণ্যতা	নৈপুণ্য
মহত্বতা	মহত্ব	বাহুল্যতা	বাহুল্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য	একত্রিত	একত্র
সততা	সত্তা	ঐক্যতা	ঐক্য
পৈত্রিক	পৈতৃক	বাহ্যিক	বাহ্য

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সংজ্ঞা বল :—

কৃৎ, তদ্ধিত, টি, উপধা, গুণ।

২। কি কি বাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হয় ?

৩। প্রত্যেকটি পদ সমষ্টি একটি কৃদন্ত পদে প্রকাশ কর :—

গ্রহণের অযোগ্য, দর্শন করে যে, বসে যে, পাক করা হইয়াছে যাহা, শয়ন করিয়াছে যে।

৪। দেখা ধাতুর উত্তর প্রত্যয় যোগে কয়েকটি বিশেষণ পদ গঠন কর।

৫। গম্, কৃ, বচ্ ধাতুর উত্তর ক্ত, ত্যজ্ ধাতুর উত্তর য এবং ভূ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রত্যয় যোগে যে সকল পদ গঠিত হয় বল।

৬। কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শুদ্ধ কর :—মুখস্ত, মাস্থনীয়, গৃহীতা।

৭। প্রত্যয় নির্ণয় কর :—জগৎ, শিষ্য, শয়ান, কুম্ভকার, ভয়ঙ্কর, শত্রুঘ্ন, কাটা, পড়া, বাঁধা।

(তদ্ধিত সংক্রান্ত)

৮। এক পদে প্রকাশ কর :—ন্যায়শাস্ত্র জানে যে, মহতের ভাব, শরীর সম্বন্ধীয়, সাহস আছে যাহার, গঙ্গার পুত্র।

৯। বিশেষ্য পদ গঠন কর :—সুন্দর, লঘু, উত্তপ্ত, গুরু।

১০। প্রকৃতি প্রত্যয় ও অর্থ বল :—শ্রেষ্ঠ, বলীয়ান, মাংসল, রাঘব, দৈত্য, সৈনিক ও পৌরোহিত্য।

১১। কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক অশুদ্ধি সংশোধন কর :—বেগবান, ঐক্যতা, দারিদ্র্যতা, বাহ্যিক।

সমাপ্ত